জেল ডায়েরী

সতীন সেন

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৬৫

॥ তিন টাকা ॥

মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিঃ-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং শতাব্দী প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৮০,লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিঃ-১৪ হইতে মুরারিমোহন কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

। প্রকাশকের কথা ।

বাংলাদেশেব যে •কয়জন সত্যাশ্রয়ী নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনে নিঃস্বার্থভাবে আত্মদান কবেছেন সতীন্দ্রনাথ সেন তাঁদেব অন্যতম। ভারতবর্ষ ইংবেজেব শাসনপাশ মুক্ত হওযাব পব অনেক তথাকথিত নেতা দেশব্রতেব মূল্য আদায় করেছেন, বাজশক্তিব অংশীদাবরূপে আপনাকে বহাল করেছেন। কিন্তু সতীন্দ্রনাথেব প্রকৃতি ছিল অন্য জাতেব, তিনি দেশ বলতে কেবলমাত্র একটা ভৌগোলিক সীমাবেখাকে কল্পনা কবেন নি—তিনি মানুষেব মুক্তি, মানুষেব কল্যাণ, মানুষেব সুখসাচ্ছন্দ্যকেই যথার্থ স্বাধীনতাব সংজ্ঞারূপে ধাবণা কবেছিলেন। কাজেই খণ্ডিত ভাবতেব অপেক্ষাকৃত নিবাপদ অঞ্চলে সবে না এসে পূর্ববঙ্গেই তিনি বযে গেলেন, কেননা সেখানে তাঁব অনেক কাজ। তা না কবে তিনি যদি পশ্চিম বাংলায চলে আসতেন তা হলে আজ এই 'জেল ডায়েবী' প্রকাশেব সুযোগ আমাদেব জুটত না। পাকিস্তানেব ভাষা আন্দোলনে সতীন্দ্রনাথ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন। এবং পাকিস্তানেব সাধাবণ নির্বাচনে ইউনাইটেড্ ফ্রন্টেব জযলাভ এবং পক্ষান্তবে মুসলীম লীগেব পবাভূত হওযাব মূলে যেমন ফজলুল হকেব কৃতিত্ব আছে তেমনি সতীন্দ্রনাথেবও কৃতিত্ব আছে। জনসাধারণের সমর্থন পদদলিত হল। লীগেব নির্লজ্জ স্বার্থসর্বস্বতা প্রকট কবে গভর্ণর-শাসন জাবি কবা হল—আব নির্বাচনে বিজযী নেতাদেব কাবাগাবে চালান দেওযা হল। তাঁব পটুযাখালিব বাড়িতে বসেই সতীন্দ্রনাথ বন্দী হলেন ১৯৫৪-র ১লা জুন তাবিখে।

আলোচ্য ডাযেবীখানিব মূল্য সাহিত্যকীর্তি হিসেবে কতটুকু আছে বলতে পারি না—তবে এই ডাযেবীব ছত্রে ছত্রে যে মনেব পবিচয় ফুটে উঠেছে সে মন বর্তমান স্বার্থতান্ত্রিক যুগে যে দুর্লভ তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এ সম্পর্কে কোনো তুলনা-প্রতীক-উপমা ব্যবহাব কবতে গিয়ে ডাযেরীখানিব গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ কবাব দুঃসাহস আমাব নেই। নিত্য-নিযমিতভাবে তিনি ডাযেবী লেখেন নি। এবং ডায়েবীব ভাষা অনেক সময় সংক্ষিপ্ত, প্রায়

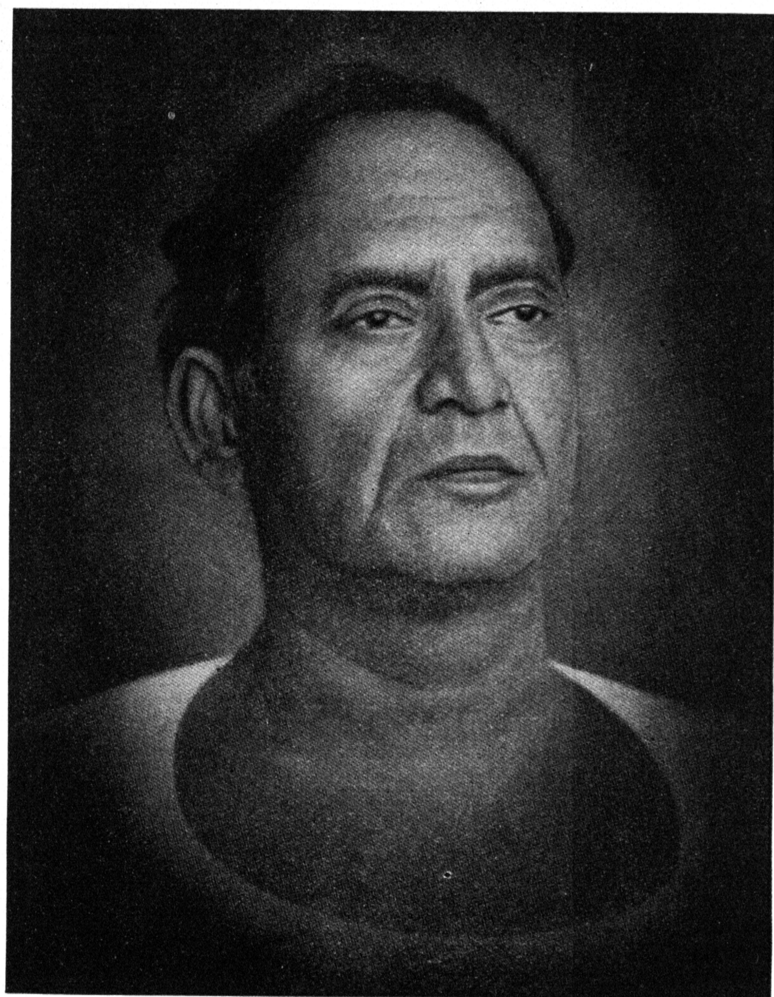
সাংকেতিকও হয়ে পড়েছে। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে এই খাতাখানি একান্ত ব্যক্তিগত করেই রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। জেল-কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা-অত্যাচার, কারাবন্দীদের নীতিগত দুর্বলতা, রাজ্যশাসকদের ভ্রান্ত পথে চলা, নিজের ব্যক্তিগত কাজের সমালোচনা, দেশের মানুষের মানসিক অবস্থা—সব কিছুই নিভৃত মনের এই আয়নায় স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ডায়েরী পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যেন লেখক একান্তই নিজের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছেন। এ দিক দিয়ে তিনি গান্ধীজীর সার্থক শিষ্য। একটি শান্ত, সমাহিত, উদার মনের অনেকখানি ছবি—এই ডায়েরী। আমরণ-যোদ্ধার শেষ সংগ্রামের স্বাক্ষর—এই ইতিবৃত্ত। এই ডায়েরীর ঐতিহাসিক মূল্যও কিছু কম নয়।

১৯৫৪-তে সতীন্দ্রনাথ দূরদর্শনের মনোবীক্ষায় বুঝেছিলেন যে, পাকিস্তানের শাসকবর্গের ভুল পন্থাই একদিন তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবে। তিনি বার বার লিখেছেন, পাকিস্তানের তরুণ যুবশক্তির আশ্চর্য উদ্দীপনা এবং কর্মক্ষমতা—এই শক্তিকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার মতো নির্ভুল নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে, পক্ষান্তরে ভ্রান্তপথে চালিত হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন তিনি।

১৯৫৪-র জুন থেকে ১৯৫৫-র ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সতীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে আটক রাখা হয়—(পটুয়াখালি, বরিশাল, রংপুর, পাবনা, ঢাকা)। জেলের মধ্যে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। জেল কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা এবং অনভিজ্ঞতার জন্যই অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই অসুস্থতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান সরকারের ঔদাসীন্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ। জেলখানার চিকিৎসক সিভিলসার্জেন মেডিক্যাল রিপোর্টে সতীন্দ্রনাথের অসুখের গুরুত্ব উল্লেখ করে তাঁকে ঢাকা হাসপাতালে বদলী করার কথা রিপোর্টে লিখে দেবার পরও কর্তৃপক্ষ তাঁকে পাবনা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব করেন। অনেকে এমনও মনে করেন যে, যথাসময়ে হাসপাতালে ভর্তি করলে হয়তো সতীন্দ্রনাথের অবস্থা আয়ত্তে আনা যেত—কিন্তু তা হয় নি। ঢাকা হাসপাতালেই বন্দী অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবং তাঁর মৃতদেহের উপর পাকিস্তান সরকার 'মুক্তি'র বিজ্ঞাপনপত্রটি স্থাপন করতে ভুলে যান নি।

৯ই মার্চের পর আর তিনি ডায়েরী লিখতে পারেন নি। ১১ই মার্চ তাঁকে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে এবং সেখান থেকে ১৩ই মার্চ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দিলীপকুমার সেনের হাতে পাকিস্তান জেল কর্তৃপক্ষ সামান্য যে কয়েকটি জিনিষপত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই ডায়েরীর খাতা দু'খানিও ছিল। ডায়েরীর সব অংশের পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয় নি, এবং কিছু কিছু অংশের ভাবোদ্ধার করা যায় নি বলে সেই অংশগুলি ছাপা গেল না। 'দেশ' পত্রিকায় ডায়েরীর যা প্রকাশিত হয়েছে এ গ্রন্থে তা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু সংযোজিত হয়েছে। যোগাযোগ স্থাপনে এবং বইখানি প্রকাশের সময় অনেক বিষয়ে সতীন্দ্রনাথের অনুজোপম কর্মী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চক্রবর্তীর সহায়তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।



১৯৫৪ সালের ১লা জুন পটুয়াখালি বাসায় গ্রেপ্তার হই। সেদিন সকালের রেডিওর সংবাদঃ পশ্চিম পাকিস্তানের দশজন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে তিনশ'র উপর গ্রেফতার হইয়াছে। কমলবাবু* বলিয়াছিলেন অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর—"eventful" এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পপুলারিটি আরও বাড়িবে, ইত্যাদি। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্বেও বলিয়াছিলেন "eventful"। তাই আবারও "eventful" বলাতে বলিলাম—আবার কি ওই প্রকার পরিস্থিতি হবে নাকি? তিনি সে আশঙ্কা করিলেন না। বলিলেন, আপনি "gainer" ইত্যাদি হইবেন। সেবারও কমলবাবুর গণনার অল্প কযেকদিন পরে গ্রেপ্তার হই। এবারও গ্রেপ্তার হইলাম অল্প কয়েক-দিনের মধ্যে। তবে সেবার দাঙ্গার মধ্যে গ্রেপ্তার হই; এবার পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার dissolution এবং ফজলুল হক প্রভৃতির গ্রেপ্তার এবং ৯২-ক ধারার শাসন প্রবর্তিত হইবার পর ভিন্ন আবহাওয়ায়। ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে গ্রেপ্তারের ফলে জেলেব ভিতরে ও বাহিরে যে নূতন নূতন পরিচয় হইয়াছিল, তাহাতে আমার কাজের খুব সুবিধা হইয়াছিল। এবারেও সেই লাইনে আরও কাজের সুবিধা হইবে মনে হয়।

কিন্তু কমলবাবুর এই জাতীয় অনেক উক্তি অনেক সময় অতি-শয়োক্তি দোষদুষ্ট মনে হইয়াছে। যখন যাহা বলিয়াছেন, অনেক সময় হুবহু মিলিয়া গিয়াছে, অনেক সময় কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে, আংশিক সাফল্যই ঘটিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কেন আংশিক হয়, ইহার কারণ কি—অনেক সময় ভাবিয়াছি, কিন্তু সঠিক ধরিতে পারি নাই।

*শ্রীকমলাকান্ত ঘোষ, কবিরাজ ও জ্যোতিষী।

আমার যে একটা খুব ভাল পপুলারিটি আছে সারা পূর্ব বাঙলায়, সেটা গত সাধারণ নির্বাচনের সময় বেশ লক্ষ্য করিযাছি। নির্বাচনের সময় পূর্ববঙ্গের প্রায় সব জায়গা হইতে যে-ভাবে আমার নিকট আমন্ত্রণ আসিযাছিল সফর করিবার জন্য, আমার ট্যুর-এর জন্য যে demand ছিল, আমাব নাম যেভাবে বন্ধু ও সহকর্মীরা ব্যবহার করিযাছে, আমার পক্ষাপক্ষ লইয়া, মতামত লইয়া, যে-সব বিতর্ক হইয়াছে, এই জিলাতেও অবনীবাবুর প্রতিপক্ষ আমার নাম, মতামত, যেভাবে ব্যবহার করিযাছে···ইত্যাদির মধ্য দিয়া···যেসব জায়গায ট্যুর-এ গিয়াছি, বিশেষভাবে ঢাকা ও ময়মনসিংহে—তাহাতেও আমার কর্মধারার (line of work) প্রতি আগ্রহ ও appreciation-এর পরিচয পাইয়াছি। আমার কর্মধারার এই যে, অ্যাপ্রিসিযেশন এটা বুঝিয়া যদি বোল্ড্‌লী, অ্যাগ্রেসিভ্‌লী জনসাধাবণেব মধ্যে কাজ করিতাম তাহা হইলে কি ফল আরও ভাল হইত? আমি যাহা চাই তাহা পাইতে সাহায্য কবিত? কমলবাবুব গণনা যে অনেক সময কোয়ান্টিটেটিভ্‌লী সফল হয না তাব কাবণ কি এই অ্যাগ্রেসিভ, বোলড্‌, সেলফ-কনফিডেণ্ট অ্যাকশন-এর অভাব?

এবার যখন মুক্তি পাইব (আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর) কমলবাবুব হিসাবে আমার খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন হইবে। ইহাব অর্থ কি এই রিলীজ, অ্যাণ্ড অ্যাপ্রিসিযেশন? না, এই গ্রেপ্তার ইত্যাদির ফলে অ্যাপ্রিসিযেশন? কিন্তু সময়টার নড়চড় হইয়াছে। সে যাহাই হউক, যখনই বাহির হই, যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তখনই বোলড্‌, অ্যাগ্রেসিভ, সেলফ-কনফিডেণ্ট হইয়া চলা, নিজের ধারণা অনুযায়ী—সত্য ও অহিংসার যে প্রচার আমি চাই, Hindu-Muslim unity, removal of untouchability, decentralized economy and politics—সব লাইনে।

আমার অন্যান্য অভাবের মধ্যে একটি অভাব একজন অ্যাগ্রেসিভ

অ্যাসিস্টেণ্টের। সদাসর্বদার জন্য আমি এইরকম একজন সহকর্মী চাই। আমি অনেক কাজে কতকগুলি বিষয়ের জন্য অপরের উপর নির্ভর করি। একজন কেহ যদি আমাকে খোঁচাইয়া কাজ করায় তাহা হইলে কতকগুলি কাজ আমার পক্ষে করা সহজ হয়। তবু স্বীকার করিতেই হইবে যে, এটা একটা দুর্বলতা। সহকর্মীর অভাবে যদি আমার কাজ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে যে-যে সময়ে এইরকম সঙ্গী আমার জুটিবে না তখন আমার কাজও হইবে না।

এবার জেল হইতে বাহির হইবার পর শরীর যদি সুস্থ থাকে তাহা হইলে ইনটেন্‌সিভ্ ট্যুর দিবার ইচ্ছা আছে। প্রথমে নিজের জেলাটা, বিশেষভাবে নর্থ কনস্টিট্যুয়েন্সি। তবে মধ্যে মধ্যে আমাকে কয়েকটি বিবৃতি দিতে হইবে—for widest circulation, তাহার পরে সফর। এই বিবৃতিতে এবং জেলায় জেলায় ঘুরিবার সময় (১) হিন্দুদের কর্তব্য, (২) হিন্দুমুসলমান উভয়ের কর্তব্য এবং (৩) তপশীল-ভুক্ত শ্রেণী, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের কর্তব্যের উপর জোর দিতে হইবে।

আজ যে কমিউনিজমের ঢেউ উঠিতেছে এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে হিংসার উদ্ভবের আশঙ্কা দেখা দিতেছে, এ সম্বন্ধেও outspoken attitude লইতে হইবে। ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই শক্তি মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এখন পর্যন্ত সে-প্রকার কোনও নেতৃত্ব নাই। তাই বড় ভয়। পশ্চিম পাকিস্তানে খান আবদুল গফুর খান আছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার উপরে নানাবিধ বাধানিষেধ আছে। তাহা না হইলে এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত শক্তি একমাত্র তাঁহারই আছে।

এ সম্বন্ধেও খোলাখুলিভাবে আমার অভিপ্রায় জানাইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া চলা দরকার। শুধু কথায় আর বক্তৃতায় নয়, চাই—constructive work, progressive organisation and solution of concrete problems on Gandhian lines.

কাল মৌলবী এমদাদ আলী মিয়া মোক্তার (এম. এল. এ.) গ্রেপ্তার হইয়া আসিলেন। আজ সন্ধ্যায় এস. ডি. ও. দেখা করিলেন। ॥ বরিশাল জেল : ৫ই জুন, বিকাল ৪টা ॥

Academic intellectual equipment, lack of deep knowledge of History, Politics, Economics—খুব বড় অভাব আমার এই দিক দিয়া। এমন কী আছে যাহা এই অভাবকে পূরণ করিতে পারে ? এই পুওর ইনটেলেক্ট ইত্যাদির এই অভাব এই বয়সে make up করা কোনও ক্রমেই কি সম্ভব ? যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে কি করা ? এফেক্টিভ কাজ করা—lead দেওয়া সম্ভব নয়। যার এইসব গুণাবলী আছে এমন কোনও যুবককে যদি সঙ্গে রাখা হয়, তাও খুব ব্যয় সাপেক্ষ, সুতরাং প্রায় অসম্ভব হইবে। আর হয় এইভাবে fully equipped কোনও একজন বা একাধিক qualified professor প্রভৃতির নিত্য সাহচর্য। যাক এখন উপায, যখন-যা-পড়া তা গভীর ভাবে বিশ্লেষণী মন নিয়া পড়া।

"বরিশাল হিতৈষী" কাগজটাকে কি এই উদ্দেশ্যে পুরাপুরি কাজে লাগানো যায় ? ভূপেনবাবু (দত্ত) প্রভৃতি ঢাকা হইতে একটা কাগজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন—Dacca is a central place. সেখানের সুবিধা অনেক। কিন্তু quality, lead ইত্যাদি যদি ভাল হয় তাহা হইলে মফঃস্বল বলিয়াই কি নিকৃষ্ট হইবে ? ॥ ৬ই জুন : পটুয়াখালি সাব জেল ॥

বরিশাল জেলে লইয়া যাইবার পথে সহযাত্রী এমদাদ মিঁয়া, এম. এল. এ। —পরশু বৈকালে এস. ডি. ও. দেখা কয়িয়াছিলেন।

লক্-আপ্-এর সময় জেল হইতে বাহির হইয়া থানাতে ছিলাম। সেখান হইতে নৌকাযোগে ষ্টীমারে পৌঁছিলাম। ঘাটে অনেক লোক দেখিলাম। কেন, কার জন্য? ॥ ৭ই জুন : ১৯৫৪ সাল ॥

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য এত আগ্রহ কেন অফিসারের? কেস হইলে অকপট ভাবে ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা দিয়া কোর্টে বিবৃতি দিব। তাছাড়া আর কি করা যাইতে পারে হৃদয়স্পর্শী ও ফলপ্রদ? এক বিশদ বিবৃতিতে আমার মনোভাব (পাকিস্তান সম্বন্ধে) বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলাই আমার কর্তব্য। আমার ধ্যান-ধারণা, আমার গান্ধীবাদী আদর্শ ও উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও প্রণালী। ইহা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। কেস না হইলে ইহা "বরিশাল হিতৈষীতে" প্রকাশিত হইতে পারে।

ষ্টীমার ঘাটে অত লোক কেন আসিযাছিল? এদের মধ্যে যে সহানুভূতি, fellow-feeling ইত্যাদি, ইহা কি তাহারই বহিঃপ্রকাশ? নাকি ইলেকশন সময়ের সম্পর্ক?…

পথে শুনিয়াছিলাম প্রাণকুমার সেন প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। হয় নাই। সিবিল ওয়ার্ডে আসিলাম। হবিবুল্লা ও লকিতুল্লা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল। পরদিন করিম এম. এল. এ. ও নিবারণ কবিরাজ আসিলেন। ভোলা হইতে অনুজ ও একজন এম. এল. এ. সহ কয়েকজন মুসলমান নেতা আসিলেন। পরশু পেপার-এ দেখিলাম দেখিলাম পূর্ণেন্দুবাবু গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আজ দেখিলাম Medical ground এ মুক্তি পাইয়াছেন। গৌর নদীব

কাপালী যুবক কেশব রায় কাল আসিল। সাধনের ভাই কমল কাল আসিয়াছে।

চমৎকার মালমশলা ছড়ানো চারিদিকে—কিন্তু কী শোচনীয় অভাব নেতৃত্বের! কি করিয়া এই অভাব দূর করা যায়, উপযুক্ত নেতৃত্বের সৃষ্টি করা যায়? পরিস্থিতিও চমৎকার। কি করিয়া সমগ্র নেশনকে উদ্বুদ্ধ করা যায় এই দিকে?···কাজ করিবার চমৎকার ক্ষেত্র, চমৎকার সুযোগ··· ।

সেদিন পটুয়াখালি জেল হইতে বাহির হইবার পর মেয়ে-পুরুষ যত লোকের সঙ্গে দেখা হইল, বেশ ভাল লাগিতে লাগিল। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে পটুয়াখালি বাসাতে মুসলমানদের ভিড় পড়িয়া গেল। আইনে নিষেধ না হইলে আলাপ করা ভাল ছিল। ষ্টীমারে রাত্রে অনেক যুবক আসিল—bright, brilliant, educated, energetic enthusiastic, sympathetic young men সব। তাদের হৃদয়ের sympathetic chord-এ আঘাত লাগিয়াছে। এরা দেশের দশের···প্রাণের প্রতিনিধি। এদের মারফত দেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই আমার দেশ। সেদিন গ্রেপ্তারের পর যে বিরাট সাধারণ মোসলেম জনতা দেখিতে আসিল—সেখানেও তাই।···এদের সঙ্গে তো মিশিলাম না, কথা বলিলাম না যোগাযোগ স্থাপন করিলাম না। আইনসঙ্গত নয় বলিয়া ততটা নয়; আমার স্বাভাবিক লাজুকতা ইত্যাদির জন্যই প্রধানত। এই লাজুকতা, ভীরুতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব—এতে সুযোগই হারানো হয়। এই লাজুকতার ফলে, এই যে এত দেশবিদেশ ঘুরি—এত লোকের সঙ্গে দেখা হয় অথচ লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় না, মেশা হয় না, তাদের আপন করা হয় না, ঘরে আসিয়া, দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যায়,—সুযোগ নষ্ট করা হয়। কথা বলিলেই যে এরা বিশেষভাবে আপন হয়, এদের সঙ্গে যোগ-স্থাপন হয়, তা নয়; তবে বৃহৎ একটা সুযোগ যে নষ্ট হয়, না বলিলে, তাহা স্বীকার করিতেই

হয়। যেখানে ইচ্ছা আছে, আগ্রহ আছে, প্রয়োজন আছে, করিবার ক্ষমতা আছে, যুক্ত হইবার উভয়ত প্রয়োজন আছে, সেখানে যোগ স্থাপন করা একান্ত দরকার। না করাই ভুল। ॥ ৭ই জুন : বরিশাল জেল ॥

কাল বেসরকারী জেল পরিদর্শক মনু মিয়া পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম ২নং ওয়ার্ডে জনকয়েক বন্ধু তাঁহার সহিত কিছুটা রূঢ় আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু বি. ডি., হবিবুল্লা ভাল ব্যবহার করিয়াছেন···। আমাদের এখানে আসিলে আমি যত্ন করিয়া বসাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিলাম—ভিজিটর বোর্ড সম্বন্ধে আমার বক্তব্য তাঁহাকে জানাইলাম।···শুনিলাম ২নং ওয়ার্ডে বেশ সমালোচনা হইয়াছে। Committee meet করিয়া স্থির করিয়াছে যে লকিতুল্লা ও আমি accommodation ও অন্যান্য বিষয় নিয়া জেলর সাহেব ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ করিব। জেলর সাহেব কাল সকালে আমার এখানে আসিলেন—লকিতুল্লা প্রভৃতিও আসিল—আলাপ হইল—অতিরিক্ত যায়গা দেখা হইল। অন্যান্য অনেক বিষয়ে আলোচনা হইল। এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে লকিতুল্লা মনু মিয়ার কথা উঠাইল। মনু মিয়ার সহিত ব্যবহার নিয়া একটু তর্কও হইল। আমার কথা হইল যে, মনু মিয়া এখানে পলিটিক্স করিতে আসেন নাই, জেল-পরিদর্শক হিসাবে আসিয়াছেন। ভিজিটরদের সহিত আমাদের প্রয়োজন আছে, তাছাড়া শিষ্টাচারের আমাদের প্রয়োজন আছে।

শুনিলাম ২নং ওয়ার্ডে প্রায়ই গোলমাল হয়। একদিন একটা গোলমালের মীমাংসাবৈঠকে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন—“ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিব।”

…এদের অ্যাপ্রোচের সহিত আমার কত শার্প ডিফারেন্স! যে নর্ম্যাল ভায়োলেন্স আমাদের মধ্যে আছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং প্রতিকার দ্বারাই তা প্রকাশিত হয়।…এদের পলিটিক্‌স্‌ •এও স্বভাবতই…এটা আসিবে ও আসিতেছে…কমিউনিস্টদের রীতিনীতির সহিত ইহাদের স্বভাবের এই মিলের জন্য ইহারা দ্রুত এদিকে যাইতে পারে।

আমাদের কর্তব্য সত্যের পথে, অহিংসার পথে, যুক্তির পথে ইহাকে চালিত করা। এই অমিলের জন্য বিরক্ত বা দুঃখিত না হওয়া।

এমদাদ মিয়ার (এম. এল. এ.) সঙ্গে এই যে কয়দিন কাটিল, এতেও অনেক অভিজ্ঞতা হইতেছে। আমার কতকগুলি চালচলন—যেমন অফিসারদের সহিত, বেসরকারী পরিদর্শকদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা, তাহাদের যত্ন-আপ্যায়িত করা, চা ইত্যাদি দেওয়া আমার মুসলিম বন্ধুরা পছন্দ তো করেই নাই, বরং সমালোচনা করিয়াছে। মনু মিয়াকে যখন আমি আমার বিছানায় বসাইলাম—পরে তাহার সমালোচনা করিয়া তাহারা বলিল—"সতীনবাবু হিন্দু, তাই এদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে।" কাল দিনের বেলা এক সময়ে বলিতেছিল—"গুণ্ডামিতেই (Or Violence ?…) কাজ হয়…।" কিন্তু কাল রাত্রে দেখিলাম অনেক পরিবর্তন। মনু মিয়ার কথা উঠাইতে হীরেন ভট্টাচার্য কথায় কথায় বলিল একজনের সহিত বিনা কারণে অভদ্র ব্যবহার করা ঠিক নয়। আমি শুইলে হীরেন ভট্টাচার্যের সহিত কথা চলে, ঘুম ভাঙিতে এই কথাটা কানে আসিল "সতীনবাবু ম্যাগ্‌নানিমস" —মানে ভদ্রতা করিয়া লোককে চা ইত্যাদি খাইতে বলি…। তবে আমি টাকা সংগ্রহ করিয়া খরচ করি—আমাকে সংসার চালাইতে হয় না—তাহার সংসার আছে, তাই তাহার পক্ষে এইসব সম্ভব নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমার প্রকৃতি চায়, সকল দুর্গতদের সাহায্য করি। অতিথিদের

সৎকার এবং বন্ধুদের বিশেষ করিয়া যাহারা অসুবিধায় আছে, তাহাদের সাহায্য করি—নিজের অর্থে ও অন্য প্রকারে। অতিথি সৎকারে খুব মন টানে। কিন্তু এর একটা সীমা থাকা দরকার। নিজের খরচায় সব করিতে হইলে অত্যধিক ব্যয় হইয়া পড়ে···অ্যালাউন্সও খুব ইনসাফিশিয়েন্ট। বাহির হইতে আনিয়া, বাহিরের সহকর্মীদের কষ্ট দিয়া, বাহিরের কাজের ক্ষতি করিয়া ভিতরে (জেলের) বেশী খরচ করা সঙ্গত নয়। তবে আমার যে ভাব—সকলের সঙ্গে ভদ্রতা, ইত্যাদি—তাতে কিছু একটা বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি এণ্টায়ার ডায়েটটা কনভার্ট করা হয়। তাহা হইলে ব্যাপারটা সহজ হয়। কিন্তু বর্তমানে এখানে তাহা করার কতকগুলি অসুবিধা আছে। ॥ ১৪ই জুন : ববিশাল জেল : বাত্রি প্রায ৯টা ॥

বিভিন্ন দলের লোক, অদলীয় লোক, গ্রেফতার হইয়া একত্র বাস করিতেছে। রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু জেলে, জেল সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলের মধ্যে, যাতে সকলে একযোগে চলিতে পারে, সেদিকে বিভিন্ন দলের লোকের মধ্যে মতের একতা আছে। কেহ কোনও দলেব বিরুদ্ধে বা দলের লোকের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য বা কঠোর সমালোচনা করিতে পারে না—তাহা হইলে জেলের মধ্যে প্রয়োজনীয় সঙ্ঘবদ্ধ জীবন ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক দলাদলি, রেষারেষি, প্রোপাগ্যাণ্ডা ইত্যাদি জেলের দরজার বাহিরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভিতবে ঢুকিতে হয়, জেলের মধ্যে যাহাতে সকলে মিলিতভাবে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন করিতে পারে। পরমতসহিষ্ণুতা, পবস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা (এমন কি ভালবাসা হইলে সবচেযে ভাল হয়) অত্যন্ত প্রয়োজন। তা যদি হয়, তবে তার সুফল জেলের বাহিরেও দেখা যাইতে পারে।

কিন্তু আরও কি অগ্রসর হওয়া যায় না ? রাজনৈতিক প্রচারকার্য ইত্যাদি বন্ধ না করিয়া, ওইসব চালাইয়াও কি পরস্পর শ্রদ্ধা বজায় রাখা যায় না ? সহিষ্ণুতা রক্ষা করা যায় না ? এইদিকে গোটাকয়েক বাধা আছে। প্রথমত রাজনৈতিক মিটিং ইত্যাদি করা জেল কোডের নিয়মবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, যদি বা আইন বাঁচাইয়া মিটিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, ওই জাতীয় প্রোপাগ্যাণ্ডা ইত্যাদির ফলে বিষম মতভেদ, কলহ ইত্যাদির সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহা পারা যায়—জেলের ইউনাইটেড লাইফ অব্যাহত রাখিয়া—তবে গ্র্যাণ্ড হয়। কিন্তু ইউনাইটেড লাইফের ভড়ং-এর তলে তলে পরস্পারের বিরুদ্ধে গোপন প্রোপাগ্যাণ্ডা জঘন্য। তা সহ্য করা উচিত নয়। ॥ ১৫ই জুন : ববিশাল জেল : বৈকাল প্রায ৫টা ॥

পরমতসহিষ্ণুতা, প্রীতি, প্রেম : ব্যক্তিগত, দলগত, নানাবিধ বিরুদ্ধতা, মতভেদ প্রভৃতির দ্বারা বিচলিত না হইয়া কি করিয়া শ্রদ্ধা-প্রীতি বজায় রাখা যায় ? শুধু passsively সহ্য করা নয, actively ভালবাসা ?

অহিংসা ও সত্যের নীতি, সর্বোদয় নীতি আমি বুঝিতে চাই, বিশ্বাস করিতে চাই। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলের দৃঢ় বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পন্থায়। অহিংসা, সত্য, ইত্যাদিতে কাহারও বিশ্বাস নাই। তাহারা বলে—'End justifies the means'। এইসব দলের বিশ্বাস, কোনও method-ই too mean নয়, এবং সেই নীতিই তারা অনুসরণ করে। একেবারে ভিন্ন আমার রাস্তা। তবে কার্যত কি করিয়া এদের সঙ্গে চলা যায়, এদের শ্রদ্ধা করা যায়, ভালবাসা যায় ? বিশেষ যখন দেখা যায় যে, তাহারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে, তোমাকে ধ্বংস করিবার জন্য সতত

সচেষ্ট, তোমার চলার পথে কাঁটা দিতে ব্যস্ত? আইডিয়ালটা কি কার্যে পরিণত করা সম্ভব? ॥ ১৬ই জুন, ১৯৫৪ : বরিশাল জেল : সকাল প্রায় ৮টা ॥

কিছুদিন যাবৎ ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে খুব বেশী ভিড় হওয়াতে বন্ধুরা বেশ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। কয়েকদিন আগে আমার ঘরে বসিয়া জেলর সাহেবের সঙ্গে আমি, লকিতুল্লা ও আরও কয়েকজন এই সম্পর্কে আলোচনা করি। স্থান সংকুলানের জন্য কয়েকটা ওয়ার্ড আমাদের দেখানো হয়।

এই ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করিবার জন্য কাল সকালে জেলর সাহেবকে Note দিলাম। অন্য ওয়ার্ডে বদলী করিবার জন্য রাজ-বন্দীদের একটা List বৈকালে আমাদের কাছে পাঠানো হয়। বি. ডি, হবিবুল্লা, লকিতুল্লা, এমদাদ আলী এবং আমি অফিসে গিয়া জেলর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলাম যে ঐ List গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে I. B. কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। জেলর সাহেবের ধারণা যে গবর্ণমেণ্ট খুব সম্ভবতঃ কম্যুনিস্টদের পৃথক রাখিতে চায়। ঐ List অনুযায়ী রাজবন্দীদের পৃথক করা হইলে—অফিস এবং আমাদের—উভয় পক্ষ হইতেই গুরুতর অসুবিধার উদ্ভব হইতে পারে—ইহা আমরা নির্দেশ করিয়া দেওয়ায় ইহা লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা চলে এবং স্থির হয় যে D. I. B. অফিসের সঙ্গে পুনরায contact করা হইবে।

এই পৃথকীকরণের ফল কি ভাল না মন্দ হইবে? কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট দলগুলির মধ্যে কেহ কি লাভবান হইবে? কিম্বা কেহ কি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে?

যেখানে আন্তরিকতার অভাব—একতা যেখানে একটা ভড়ং মাত্র,

যার আড়ালে দলীয় চক্রান্তের খেলা চলিতে থাকে, সেখানে পৃথক হওয়াই শ্রেয়। পৃথক হবার পর যখন নাকি mutual exploitation এর আর কোন সুযোগ থাকিবে না, তখন সমস্ত রাজবন্দীদেরই সব ব্যাপারে সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলা কর্তব্য হইবে। সাধারণ কয়েদী ও অন্যান্যদের প্রতিও একটা কর্তব্য আছে—সুতরাং ভিন্ন-মতাবলম্বী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি মনোভাব সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু দু নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন সমস্যা এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে ওখানকার সবাই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রায় রোজই ছোট-বড় বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই আছে।

ভাষা আন্দোলনের সময় জেলে আসিয়া আমার বিশেষ লাভ হইয়াছিল—কারাজীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও বটে, বিভিন্ন জেলে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলেও বটে। পাকিস্তানী ও প্রাক-পাকিস্তানী জেল-জীবনের একটা তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়াছিলাম। পাকিস্তানী জেলের অন্যায়-অবিচার, দোষ-ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে, সংগ্রাম চালাইতে গিয়া দেখিলাম বহু পুরাতন রাজবন্দীই যেন কিছুটা ইতস্তত করেন। পাকিস্তানী জেলে কোনও কোনও অনশন-ধর্মঘটের সময়ে তাঁহাদের যে-অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারা আরও দমিয়া গিয়াছেন। আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছিল ভিন্ন রকমের।

এবারেও পটুয়াখালিতে আমার গ্রেপ্তার এবং ডিস্ট্রীক্ট জেলে বহুসংখ্যক নেতা ও নেতৃস্থানীয় লোকের সঙ্গে আটক থাকার ফলে আমার খুব উপকার হইবার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞতা লাভের দিক হইতে, আমাকে যদি ঢাকাতে গ্রেপ্তার করিত এবং একে একে বিভিন্ন জেলে পাঠাইত তাহা হইলে আমি খুশী হইতাম। তাহা হইলে আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বাড়িত। যাহা হউক, বরিশালের নেতৃস্থানীয়

মুসলমানদের সঙ্গে একসঙ্গে বরিশাল জেলে বাস করার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। এই সুযোগ যেন পুরাপুরি আমি গ্রহণ করিতে পারি। ॥ ২১শে জুন : বরিশাল জেল ॥

অসাম্প্রদায়িকতার দিকে কতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, সত্যকার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, সেকুলার ডিমক্র্যাসি, বিশ্বজনীনতা, কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে? আদর্শ আর কত দূর? কতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে? চরিত্রে কি কি প্রগতিশীল গুণ বাড়িয়াছে? কি কি দোষ এখনও সংশোধন করিতে বাকী? কেমন করিয়া তাড়াতাড়ি দোষগুলিকে দূর করা যায়? ॥ ২২শে জুন : ববিশাল জেল ॥

খুব congestion ছিল ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে,—তাহা লইয়া officerদের সঙ্গে আলোচনা চলিতেছিল। এর মধ্যে অফিস হইতে খবর আসিল উপরের নির্দেশে কয়েকজনকে পৃথক করিতে হইবে—পরশু কয়েকজন ১২ নম্বর ওয়ার্ডে গেল।

পরশু সন্ধ্যাবেলা এমদাদ আলী মিয়া বলিলেন—প্রোঃ রফিকুল ইসলাম যাবার সময় বলিয়া গিয়াছে কতক লোক ষড়যন্ত্র করিয়া তাদের এখান থেকে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে পাঠাইল। কেহ বলিয়াছে যে, ওরা কাঁদিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম পরশু বলিল—"আপনি নাকি বলিয়াছেন তাদের পৃথকীকরণটা unpreventable হয়ত ছিল না। তাহা হইলে কেন prevented হইল না? তাহারা যদি কোন অন্যায় করিযা থাকে তার তো বিচার, সংশোধন হইতে পারে। আর তাহাদের যাওয়াতে অনেকে নাকি উল্লসিত হইয়াছে"—ইত্যাদি। আমি বলিলাম যে, তাহাদের যাওয়াতে কেহ কেহ উল্লসিত হইয়াছে এটা আমি তার

কাছেই প্রথম শুনিলাম। আর প্রথমটা সম্বন্ধে বলিলাম যে যাহাদের পৃথক করিতে হইবে তাহাদের list-টা authorities (I. B.) তৈরী করিয়াছে। পৃথক কবিতে হইবে—এটাও I. G. অথবা Government-এর decision—এতে স্থানীয় জেল অফিসারদের বা কোন Security Prisoner-এর (তিনি যত বড় প্রভাবশালীই হউন না কেন) কোন হাত নাই। সুতরাং সে sense-এ preventable ছিল না। তবে এটা সত্য একটা চেষ্টা চলিতে পারিত। এরই মধ্যে হয়ত একটা greater contact-এর line নেওয়া যাইত। কিন্তু আমি পটুয়াখালী জেল হইতে আসা অবধি যাহা দেখিযাছি তাহাতে মনে হইযাছে যে, এখানে সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য নীতিগুলির একান্তই অভাব।...কাল সকালে আবার আলাপ হইল—আমার বক্তব্য repeat কবিলাম এবং আমার ধারণা বলিলাম—wise father-রা যেমন করে—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায পৃথক থাকিযা সদ্ভাব বক্ষা কবা কর্তব্য। সদ্ভাবেব প্রযোজন ভিতর এবং বাহিব উভয কারণেই। Closest association-এর essentials যেখানে অবর্ত্তমান, যেখানে party propaganda, recruitment জোর চলে—অপবপক্ষেব leader-দের সম্পর্কে anti-propaganda চলে—সেখানে একত্র থাকা সঙ্গত নহে, সম্ভবও নহে। পৃথক এবং দূবে থাকিযা সদ্ভাব, যথাসম্ভব সহযোগিতা রক্ষা করাই ভাল।...

আমি house-এব নেতৃস্থানীয় অনেকের সঙ্গে আলোচনা করিলাম। তারা কেহ এদের আনিতে ইচ্ছুক নয়। ॥ ২৬শে জুন : ববিশাল জেল ॥

কাল বৈকালে ষ্টোভ্, চরকা, ইজিচেয়ার ইত্যাদি পাইলাম। আজ বৈকালে শাজাহানের বিচার হইল। কাল বৈকালে খেলার মধ্যে সে

যে একটা লোককে মারিয়াছে তার জন্য সবার সামনে ক্ষমা চাহিল। যদি আবার করে তাহা হইলে office-এর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

সেদিন বেলায়েতের ১২ নম্বরে যাবার কথা ছিল, বেলায়েত জেলের সুপারিণ্টেডেণ্ট ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তার political creed সম্বন্ধে লিখিল, সে কম্যুনিষ্ট নয়—তাদের সঙ্গে থাকিবে না। জেলার সাহেবকে বলিয়া তাহাকে এদিকে রাখিয়া দেওয়া গেল।···

আজ হইতে I. B. Interview শুরু লইল। এমদাদ মিয়া (এম. এল. এ.) সাহেব, নিবারণ কবিরাজ, সুধীর প্রভৃতির interview হইল। মনে হইল ৩০।৪০ দিনের মধ্যে অনেক খালাস হইবে। আতাউর রহমানের বেশ জোরালো বিবৃতি বাহির হইল। মোহন মিয়া গ্রেপ্তার হইল। মুজিবর সেখের কেস শুরু হইল। হক্‌সাহেবেব বিবৃতি বাহির হইল। বাহিরের অবস্থা এক হিসাবে ভালই মনে হইল। ইউনাইটেড ফ্রণ্টের morale ভাঙ্গে নাই, মেরুদণ্ড ঠিক রাখিয়াছে। তবে ministry making-এর যে আয়োজন চলিতেছিল—League in spirit, something else in from—সে-চেষ্টা ব্যর্থ—হইবে মনে হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালাতে গোলযোগ—নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া গেল। জেনেভা কনফারেন্সের অবস্থা তদনুরূপ। তবে শেষ মুহূর্তে ইন্দোচীনের ব্যাপারে একটা আশার আলো দেখা যাইতেছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌএন-লাই দিল্লী চলিয়াছেন। চার্চিল এবং মিঃ ইডেন আমেরিকাতে আইসেনহাওযারের সহিত আলাপ চালাইতেছেন।

জেলে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের লোক আছে। আমার যেভাবে চলা দরকার সেভাবে কি চলা হইতেছে? জেলে আমার যেভাবে সময় কাটানো দরকার সেভাবে কি সময় কাটিতেছে? ॥ ২৭শে জুন: বরিশাল জেল ॥

আজ ২৯ জন নিরাপত্তা বন্দী মুক্ত হইল। এই বোধহয় শুরু হইল। এই সংবাদটা বাহির হইলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে।…non-political এবং পূর্বে যারা blackout-এ security prisoner হইত সেই লোকও ছিল—প্রধানত এরাই মুক্ত হইল। আট-দশ দিনের মধ্যে বেশীর ভাগই বোধহয় মুক্ত হইবে। জন পঁচিশেক বোধহয় থাকিবে কিছুদিন। এই সময়ে অন্যান্য জেলায়ও বোধহয় অধিকসংখ্যক বন্দীই মুক্ত হইবে। এখানে যাহা দেখিতেছি সে-হিসাবে মনে হয়, সব জায়গায়ই এই শ্রেণীর লোক এই সময় মুক্ত হইবে এবং একই শ্রেণীর লোক কিছুদিন থাকিবে। বর্তমানের regime যদি থাকে তাহা হইলে কমিউনিষ্টদের হয়তো বেশ কিছুদিন থাকিতে হইবে। সরকার সমর্থিত এবং সরকার এবং লীগ সমর্থক সংবাদপত্রগুলি একসঙ্গে এতগুলি মুক্তির সংবাদে খুব হৈ-চৈ করিবে—জিন্দাবাদ, মারহাব্বা ইত্যাদি দিবে। অথচ এর ভিতরে blackout, non-political prisoners ছোট বড় অনেক অফিসার এবং প্রতিপত্তিসম্পন্ন non-official-দের আক্রোশে ধৃত লোকের, সংখ্যাই পৌনে ষোল আনা—সাধারণ লোকে প্রথমে ইহা বুঝিতে পারিবে না। তাহারা অবাক হইবে। পরে যখন সত্য বাহির হইবে তখন লোকে বুঝিবে—পলিটিক্যাল ওয়ার্কার্স এর ভিতরে নাই। ॥ ২৮শে জুন : বরিশাল জেল রাত্রি প্রায় ৯টা ॥

কাল আমার এবং সুধীর সেনের confirmation order আসিল বি. ডি. হবিবুল্লা, লকিতুল্লা, করিম, আজিজ মিঞা, প্রোঃ রফিকুল ইসলাম প্রভৃতির extension হইল।

এবার এই জেলে থাকায় এই জেলার প্রধান কর্মীদের সহিত কতকটা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ হইল। ইহার ফল কর্মক্ষেত্রে

সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। দুঃখ ও নির্যাতনের পথে ইহাদের দীক্ষা হইল—ইহাদের যাত্রা শুরু হইল।

কমিউনিষ্টরা জাগরণের পূর্ণ সুযোগ লইবার জন্য ব্যস্ত।

কিঁ দৃঢ় কতকগুলি চারিত্রিক লক্ষণ এই মুসলমানদের মধ্যে—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, ছোট বড় সকলের মধ্যে। নিঃস্বার্থ আত্মম্ভরিতাশূন্য। নির্ভীক নেতৃত্ব হইলে চমৎকার কাজ হইত। চমৎকার মসলা। এখন পর্যন্ত leadership poor, উপযুক্ত নেতৃত্ব না পাইলে বিপথগামী হইবে। গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতৃত্ব অহিংসা ও সত্যের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত,—এদেশে ডেভেলপ করিবে কি? খান আব্দুল গফুর খান যদি দিগ্‌দর্শীর কাজটা করিতেন unique possibility ছিল। কিন্তু তাঁর গতিবিধির পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও নাই। অন্য যাহারা এই নীতিতে বিশ্বাসী তাহাদের মধ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব। গতানুগতিক ভাবে, অন্ধ বিশ্বাসে পূর্ব-অভ্যাসের ফলে এই পথের পথিক। সর্বোদয়ের স্বপ্নটাকে সমগ্রভাবে বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে, জীবনের বাস্তব সব সমস্যা সমাধানে সফল প্রয়োগ করিতে পারে, এমন সংগঠন ক্ষমতা কোথায়—কোথায় সে জীবন্ত-প্রাণ, দৃঢ়বিশ্বাসী হৃদয়? ॥ ৩১শে জুন : বরিশাল জেল ॥

আজ এমদাদ আলী মিঞা এম. এল. এ. মুক্ত হইলেন—এক মাস গভীরভাবে একসঙ্গে বাস করিলাম। কাল অনুজ কাহালী প্রভৃতি কয়েকজন খালাস হইল। আগামী কাল আরও পাঁচ-ছয় জন ছাড়া পাইবে।

আজ আমি ও নিবারণবাবু মিলিয়া সকলকে পায়স খাওয়াইলাম। সকলে বেশ আনন্দ করিয়া খাইল।

আজ হাসেম গ্রেপ্তার হইয়া আসিল। কাল রুনু ও তার মা-

ভাইয়েরা ও সাধন দেখা করিয়া গেল। খাবার তৈরি করিয়া আনিয়াছিল। ওদের সঙ্গে ওখানে বসিয়া খাইতে হইল।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলীর সমগ্র বিবৃতিটা আজ বাহির হইল। খুবই কড়া, কোনও রকম আপোসের মনোভাব নাই।

এমদাদ মিঞা অনেকদিন অনেকভাবে আমাকে বলিতেছিলেন—এদেশে থাকা সম্ভব নয় ডিমক্র্যাসি নাই ইত্যাদি। আমি টমাস পেইনের কথায় জবাব দিয়াছি—"My home is where liberty is not"। আবার শেষের দিক দিয়া আর একটা কথা বলিতেছিলেন, মুসলমানদের দেশে সিভিল লিবার্টি সম্ভব নয়, গণতন্ত্র সম্ভব নয়, democratic minded লোক টিঁকিতে পারিবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। করিম প্রভৃতিও তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিল—'মুসলমানদের ইতিহাসই এই।'

কোনও কোনও বন্ধুরা বলিতেছিলেন, পাকিস্তান যদি গোড়া হইতেই ইম্পিরিয়ালিষ্টদের আড্ডা হিসাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের কর্তব্য কি? দেশপ্রেমিক মুসলমান বন্ধুদের মনে নানা গভীর প্রশ্ন উঠিতেছে। তাহারা পথ চায়—honestly। কোথায় পথ, কে দেখাইবে পথ, কে লইয়া যাইবে এদের সেই পথে, কে ইহাদের জাতি-চরিত্রের মধ্যে যে ত্রুটি আছে, তাহার সংশোধন করিয়া ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে যে সুন্দর দিকটা আছে, তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার কবিবে—lead দিবে? এদেব মধ্যে বেশ রজোগুণ আছে, আগুন আছে। যদি ভাল lead পায়, নিঃস্বার্থ, নির্ভীক lead পায়, তাহা হইলে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। যদি তাহা না পায়—ভুল, মিথ্যা, স্বার্থ-চালিত lead হয়, তাহা হইলে এই আগুনে, এই রজোগুণে জ্বলিয়া মরিতে পারে এবং তাহা আত্মহত্যারই সামিল।

পটুয়াখালি, লাউকাঠি, বি এম কলেজের পূজা, ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এগজিবিশন, বরিশালের দুর্গাপূজা, প্রতিমা বিসর্জন ইত্যাদিতে আমার

contribution এবং part কি, অন্যেরই বা part কি ? এর সবটা কি আমার করা সম্ভব ছিল ? কোন্-কোনটা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল—অন্যের •সাহায্য ছাড়া ? এর অনেকটার গোড়াতে অন্য লোক ছিল। ঝালকাঠি পটুয়াখালিতে প্রথম হইতেই আমার advice ছিল।

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—প্রথম ঘটনার দিন আমি শহরে ছিলাম না। প্রথম দিনই লোক্যাল লীডাররা আমার অনুপস্থিতিতে নিজেদের ইনিশিয়েটিভ-এ ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড-এর রাস্তার পরে শোভাযাত্রা লইয়া বাহির হইয়া বাধাপ্রাপ্ত এবং আহত হয়।…এর পরে আমি আসিলে নেগোসিয়েশন শুরু হয়। তাতে প্রধান অংশ লই। পরের most difficult workগুলি করি—যখন-যখন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, প্রধানত আমিই তাহার সম্মুখীন হইয়াছি। যেখানে idealism-এর প্রশ্ন, dynamic study of past events (পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ প্রভৃতি determination-এর প্রশ্ন)—সে সব স্থলে প্রধানত আমিই সেগুলির সম্মুখীন হইয়াছি এবং সমাধান করিয়াছি। ॥ ৩রা জুলাই : বরিশাল জেল ॥

এ কয়দিনে অনেকে খালাস পাইল। এখন খেলা আর জমে না। সময় ছিল—যখন রাস্তায় ভিড়ে বেড়ানো অসম্ভব ছিল। ভলি বল, হাডু-ডু খেলাও জমিত—দর্শকেরও ভিড ছিল, বেড়াইবার লোক ছিল। এখন হাডু-ডু বন্ধ, ভলি বল খেলায় লোক কম পড়ে, বেড়াইবার তো লোকই নাই। কয়দিনের মধ্যে এইটা হইল। কয়েকজনের confirmation হইল এবং আরও কয়েকজনের extension হইল, বেলায়েত কাল হাসপাতালে গেল, মঙ্গলবার বিকালে বোধ হয় ফিরিবে।

স্বভাব মরিলেও যায় না—সঙ্গের সাথী।……ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। স্বভাবের যে-দোষগুণ বাহিরে ছিল, ভিতরেও তাহার

খেলা অবিরাম চলিতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, এ তিন থাকিতে নয়। এদের খেলা তো চলিতেছে। মৌলিক কোনও পরিবর্তন নাই।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির সঙ্গে জেলের অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি লইয়া আলাপ করিতে অনিচ্ছা কেন? এখানে আসার দ্বিতীয় দিনে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসেন। আমি স্নান করিতেছিলাম। সংবাদ গেল, এ ডি এম আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আসিয়া দেখি এমদাদ মিঞা অভিযোগাদি লইয়া আলাপ শুরু করিয়াছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় এবং এমদাদ মিঞা অনুরোধ করায় আমি বলিলাম, সবেমাত্র পূর্বদিন আসিয়াছি, সব অবস্থা জানা নাই, অফিসারদের সঙ্গেও আলাপ হয় নাই। আর যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাহাও প্রথমে লোক্যাল অফিসিয়ালদের বলা দরকার, তাহার পর অন্যত্র।······

সুপারও যখন বিভিন্ন সময়ে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বলিয়াছি—জেলারের সঙ্গে সব ঠিকঠাক করিতেছি, তাঁর কাছে অভিযোগ করার মতো কিছু নাই। অফিসারদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতেছি। বন্দীদের নিজেদের বে-বন্দোবস্তও দেখিতেছি। এরা অফিসের কাছে ঠিকভাবে জিনিসটা উপস্থাপিত করিতে পারিতেছে না বলিয়া সকলে কষ্টভোগ করিতেছে। তবু আগাইয়া আসিয়া অভিযোগ করিতে ইচ্ছা হয় না কেন?

(১) বাহিরেও বহুদিন হইতে অফিসারদের সহিত নিজে আলাপ করি না—প্রাণকুমারবাবু প্রভৃতিই করে।

(২) শান্তিপূর্ণভাবে সব কাজ করিতে একটা প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে।

(৩) এই বয়সে ছোটোখাট বিষয় লইয়া নিজের লড়িতে মন যায় না—শান্তিপূর্ণভাবে যাহা পারা যায়, যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ অন্য কিছু মনে আসে না।

(৪) House-এ non-political অনেকে আছে। political-ও যারা আছে এদের ভিতরে অনেকের এই প্রথম জেল এবং বেশী দিনও নাই। যাবার যারা তারা চলিয়া গেলে, যারা থাকিবে, তাদের লইয়া সমস্যাগুলির আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।...আর বরিশাল—নিজের জেলা বলিয়াও বোধ হয় আর অফিসাররাও আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, এতেও বোধ হয় অনিচ্ছা। ॥ ৫ই জুলাই : বরিশাল জেল ॥

ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া কাহারও কোনও রকম অনিষ্ট-চিন্তা না করিয়া, ভয়শূন্য হইয়া, শত্রুমিত্র সকলকে ভালবাসিয়া (অনিষ্টকারীকেও), সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া, সত্যকে যদি আশ্রয় করা যায়,: চিন্তায় কর্মে, আচরণে—সামাজিক জীবনে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে, সর্বত্র এবং তার জন্য হাসিমুখে সর্বরকম নির্যাতন বরণ করিযা লওয়া যায়, তাহা হইলে কী হয় ? কীভাবে অধিকতর সেবা করা যায় ? ॥ ৬ই জুলাই : বরিশাল জেল ॥

আজ আমাদের আঙ্গুলের ছাপ লওয়া হইল...মনে পড়িল দার্জিলিং জেলে আঙ্গুলের ছাপ দিতে অস্বীকার করার দৃশ্য এবং অবশেষে বিচার ও শাস্তি।...

নুরুল আমিনের বরিশাল আসা উপলক্ষে যে মামলা রুজু হইয়াছে তার কয়েকজন আসামী আসে, file-এ থাকে—officer-দের সহযোগিতায় একটা ব্যবস্থা হয়। কাল D. I. G. (prison) আসিবে। সেদিন বাগেরহাটের কলেজের ছাত্রটির সঙ্গে admission clerk-এর একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। অন্য কোনও দায়িত্বশীল বন্ধুর সহিত আলোচনায় সুফল না হওয়ায় ছাত্রটি আমার কাছে আসে। আমি

সিনিয়র সি আই ডি সাহেবকে বলি। সে কথা দেয় যে, কেরানীটিকে আনিয়া মিটমাট করিয়া দিবে। সে পারিল না···শেষ পর্যন্ত জেলার সাহেবকে বলিলাম। কাল বৈকালে তিনি লিখিলেন—সেদিন বাগেরহাট কলেজের ছাত্রটির ব্যবহার খুব unmannerly হইয়াছে। তাঁহার ঘরে বসিয়া তিনি overhear করিয়াছেন। আজ আঙ্গুলের ছাপ লওয়া হইলে জেলার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল। ছাত্রটির বক্তব্যটা সংক্ষেপে তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন—ছেলেটি মিথ্যা বলিয়াছে, তাহার ব্যবহার খুব খারাপ ছিল। তিনি নিজে তাঁহার কামরায় বসিয়া শুনিয়াছেন এবং অন্য যাহারা অফিসে ছিল, তাহারাও বলিয়াছে···। তাই জেলার সাহেব এই ব্যাপারটা লইয়া আলাপ করিতে চান না—যদি ছাত্রটি লিখিত অভিযোগ উপস্থিত করে তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে, ইত্যাদি।

আমাদের সংখ্যা কম হইয়া যাইবার পর ওয়ার্ডাররা সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই লক-আপ শুরু করে। দুই তিন দিন পূর্বেই ইহা লইয়া আলাপ হয় এবং স্মরণ করাইয়া দিই যে, তাহারা তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেছে। তাহার পর হইতে লক-আপ পূর্বের মত হইতে থাকে। বোধ হয় ইহাতে এরা বিরক্ত হইতেছে। আজ লক্-আপ-এর সময় এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল।

এই রি-অ্যাকশন কি শুধু বাগেরহাটের ছাত্রটির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং লক-আপ-এর ব্যাপারের জন্যই, না আরও কিছু আছে? ফাইল-এর ডায়েট, ফাইল-এর দুইটি বন্দী ও এখানকার নিরাপত্তা বন্দীদের কতগুকলি ব্যাপারে যে আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এই প্রতিক্রিয়ার মূলে কি সে-সবও রহিয়াছে?···হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে যে-সব অনুরোধ করিয়াছি, তাহা কি অতিরিক্ত হইয়াছে? এই অনুরোধ রক্ষা করা কি তাদের সাধ্যাতীত? এরা কি অস্বস্তি বোধ করিতেছে?

জেলার সাহেব ঠিক করেন নাই—কেরানী ও ছাত্র উভয়কে

ডাকিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। পরস্পরের ভুল বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল, ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ আর না হয়। জেলার সাহেবের সঙ্গে আমার পূর্বের পরিচয় নাই।…তিনি একপক্ষের কথা শুনিয়া প্রভাবান্বিত হন কি? এই ঘটনাতে তো দুই পক্ষের কথা শুনিলেন না, এক পক্ষের কথা শুনিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। আর যদি overhear করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনও রকমে বলা চলে যে, দু পক্ষের কথা শুনিযাছেন। কিন্তু তাঁহার কামরার গঠন ও অবস্থান যেরূপ তাহাতে overhear করা পুরাপুরি তো নয়ই আংশিকভাবেও সম্ভব কিনা সন্দেহ। যদি উভয় পক্ষ শুনিযা নিষ্পত্তি করার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে সকলের পক্ষেই অকল্যাণকর হইবে।

আমার কি এইসব কেস হাতে নেওয়ার মধ্যে কোনও ত্রুটি আছে? কেমন করিয়া এইসব আমার কাছে আসিল? আমি তো এ ডি এম, সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কারও কাছে কোনও অভিযোগ না করার দিকেই ঝুঁকিয়াছিলাম—সেই মনোভাবই লইতেছিলাম। অথচ আমার ধারেই সব আসিতে লাগিল। ইহা কি আমার পক্ষে—আমার non-complain attitude-এর পক্ষে inconsistent হইতেছে? এর অর্থ তো এই দাঁড়ায়, নিজের বিষয় লইয়া অভিযোগ করি না, পরের জন্য করিতে পারি। তাও তো পুরোপুরি হয় নাই। আমি এ. ডি. এম. সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এদের কাছে তো অপরের বিষয়গুলি বলিতে—পাবিতাম—তা তো বলি নাই। ॥ ১১ই জুলাই : বরিশাল জেল : সন্ধ্যা প্রায ৭টা ॥

আজ ডিভিশন্যাল কমিশনার জেল পরিদর্শনে আসেন, সঙ্গে ছিল এ ডি এম। প্রথমে অফিসাররা নিজেদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিল। এ ডি এম বলিলেন, "ইনি প্রাক্তন এম.এল.এ.।"

কমিশনার জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার কেন নির্বাচনে দাঁড়াই নাই।

বলিলাম, "এসেমব্লির বাইরে আমার কাজের চাপ এত বেশী যে, এসেমব্লি আমায় ছাড়িয়া দিতে হইল।"

কমিশনার—"পটুয়াখালিতেই কি কাজ সীমবদ্ধ?"

"সমস্ত পূর্ববঙ্গব্যাপী।"

প্রথমে আসিতেই আমি বসিবার জন্য চেয়ার offer করি! বসি-বসি করিয়া বসিলেন না। চেয়ারও কম ছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোন প্রদেশের লোক? দেখিতেছি কিছু কিছু বাংলা জানেন।"

ইতস্তত করিতে লাগিলেন—পরে বলিলেন, "That does not matter"।

কমিশনার সাহেব প্রথমাবধি যেভাবে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, তাহাতে ভাল লাগিতেছিল না। শেষ উত্তরটায় বিরক্ত বোধ করিলাম। মনে হইল পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, অথচ অবাঙ্গালী ইহা স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী প্রশ্ন লইয়া এত ধাঁটাধাঁটি হইয়াছে এবং ৯২-এর শাসনেও এরাই প্রভুত্ব করিতেছে, পূর্ববঙ্গের এই জন্য একটা আক্ষেপ আছে—সঙ্কোচের কারণ বোধ হয় তাহাই।

কমিশনার—"আপনি কি কম্যুনিস্ট?"

"না, আমি কংগ্রেস টিকিটে এসেমব্লিতে প্রবেশ করি—গর্বের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করিয়া যাইতেছি।"

"বাইরে আপনারা কি কাজ করেন?"

তাঁহার official attitude ইত্যাদি সহ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় অরুচি বোধ করিলাম। বলিলাম—"আপনি—ডি. আই. জি; আমি—সিকিউরিটি প্রিজনার, আমাদের রাজনীতিক বিতর্কের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।"

এ. ডি. এম. আমাকে সংশোধন করিয়া দিলেন, বলিলেন—"ইনি ডিভিশন্যাল কমিশনার।"

কমিশনার—"আপনি এক বৎসর বাহিরে ছিলেন। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জেল হইতে মুক্ত হইয়া আপনি আবার গ্রেপ্তার হইলেন কেন?"

"মিঃ হক যে-কারণে নজরবন্দী হইয়াছেন, বোধ হয় সেই একই কারণে।"

"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। এই এক বৎসর আপনি কি করিয়াছেন?"

"মিঃ হক যাহা করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছি। অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা, ইত্যাদি।"

"আপনি কবে প্রথম জেলে যান?"

"চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে।"

"জেলে আপনার কত বৎসর কাটিয়াছে?"

"পঁচিশ বৎসরের অধিক। তন্মধ্যে পাঞ্জাবে ছিলাম চারি বৎসর।"

"আপনি কি জেল-পালানোর চার্জে পড়িয়াছিলেন?"

"না। আপনি কি করিয়া এইরূপ একটা—"

এ. ডি. এম.—"না, না। উনি ভুল সংবাদ পাইয়াছেন।"

কমিশনার—"আপনি কি বিবাহিত?"

"না। তবে বিবাহ করিবার বাসনা আমার ছিল, আপনাদের অনেকের মতো স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারধর্ম পালন করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জেলে যাইতে যাইতে আর সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

কমিশনার—"আপনি জেল ভালবাসেন?"

"জেল আপনিও ভালবাসেন না, আমিও ভালবাসি না, তবে আমি জানি, দরকার হইলে কি করিয়া তাহাকে বরণ করিতে হয়।"

প্রশ্নোত্তর যখন এতখানি অগ্রসর হইয়াছে, কমিশনার সঙ্গের

লোকদের অনেককে সরিয়া যাইতে বলিলেন এবং তারপব অনেক আলোচনা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভিযোগ আছে কিছু আপনার ?"

বলিলাম, "বিস্তর, তবে আপনার কাছে আমি কোনও নালিশ করিতেছি না। নিরাপত্তা বন্দীদের সম্পর্কে যে-সব নিয়ম-কানুন আছে সে-সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে এবং মৌখিক ও লিখিতভাবে গবর্ণমেণ্ট এবং আই-জি-কে তাহা জানানো হইয়াছে। আপনার কাছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। দেখি আমাদের রিপ্রেজেণ্টেশনের ফল কি হয়।..."

এখানকার সমস্যা সম্পর্কে স্থানীয় অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া মিটমাট করিবার চেষ্টা করি। যদি তাহা সম্ভব না হয এবং সমস্যা বাড়িয়াই চলে তাহা হইলে উপরওয়ালাদের কাছে জানাইব।

তুই নম্বর ওয়ার্ডে এক নম্বরের বেশীর ভাগ বন্ধুরা ছিল। সেখানে কমিশনার গেলে এদেব নাম জিজ্ঞাসা করে। এ. ডি. এম. বি. ডি. হবিবুল্লা ও লকিতুল্লার সঙ্গে পরিচয় কবাইয়া দেন। কোন অভিযোগ আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে হবিবুল্লা বলে, "না।"

শোনা গেল ১২ নম্বর ওয়ার্ডেও কেহ কোন অভিযোগ করে নাই। হাসপাতালে যায় নাই।

সর্বোদয়ের বিচারে আজ কমিশনারের সঙ্গে যে-আলোচনা হইল সেটা কি দাঁডায় ? সর্বোদয়ের বিচারে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে কিভাবে বলা উচিত ছিল, জবাব দেওয়া উচিত ছিল! কোথায় ত্রুটি হইয়াছে ?...॥ ১২ই জুলাই : ববিশাল জেল : সন্ধ্যা প্রায ৭টা ॥

ডিভিশনাল কমিশনারের হাবভাব রকমসকম দেখিয়া মনে পড়িতেছিল ব্রিটিশ আমলের কথা। পাকিস্তানী আমলে বিশেষ করিয়া ভাষা

আন্দোলনের সময়, বিভিন্ন জেলায় জেলের মধ্যে ছোট বড় যে-সব অফিসারদের (এমন কি ডি. আই. জি. প্রিজন, জেলমন্ত্রী প্রভৃতি) সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে (তাহাদের মধ্যে অবাঙ্গালী অফিসারও ছিলেন) সব সময় লক্ষ্য করিয়াছি আবহাওয়ার একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন। ব্রিটিশ আমলের বলদৃপ্ত যুগে যখন পর্যন্ত দেশী অফিসাররা ন্যাশনালিস্ট হয় নাই—অফিসারদের, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ অফিসারদের (with honourable exception) ব্যবহারে একটা sense of superiority, একটা domineering siprit, একটা ruling race feeling, এবং ভারতীয়দের প্রতি একটা অবজ্ঞা বেশ অনুভব করিতাম। সুতরাং ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়াই ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর জেলের আবহাওয়া আমূল বদলাইয়া যায়। ছোট বড় সব অফিসারই দেখি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সহানুভূতিসম্পন্ন। …কিন্তু বহুদিন পরে সেদিন ডিভিশনাল কমিশনারের আচরণে ব্রিটিশ যুগের সেই অপ্রীতিকর লক্ষণগুলি ফুটিয়া উঠিতেছিল। খুব যে aggresively offensive ছিল তা নয়, তবে সেই sense of superiority, domineering ভাব, কয়েদীর প্রতি একটা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলাম। অনেক অবাঙ্গালী অফিসারদের বাঙ্গালীদের প্রতি যে-অবজ্ঞা ইহার মধ্যে তাহাও থাকিতে পারে। অফিসারদের মধ্যে বহুদিন এই ভাব দেখি নাই। বাঙ্গালী কমিশনার বা অন্য যে-কোনও অফিসার হইলে সহানুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হইত। আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন হইত। এই কারণে আলাপ-আলোচনাটা মোটেই ভাল লাগিল না। এ কি section 92-A শাসনের মেজাজ ?…

…আজ বৈকালে বাগেরহাটের ছাত্রটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে দেখা করিয়া কেরানী সম্পর্কে ব্যাপারটি সব বলিল। সুপার বলিলেন তদন্ত করা হইবে।

আজ গৌরনদী হইতে আর একজন মুসলমান ভদ্রলোক গ্রেপ্তার হইয়া আসিলেন। তাঁর কাছে বাহিরের অবস্থা শুনিলাম। ॥ ১৪ই জুলাই : ববিশাল জেল ॥

ডি. আই. ও. নম্বর ওয়ানের তরফ হইতে দু নম্বর ডি. আই. ও., বি. ডি. হবিবুল্লা, লকিতুল্লা, করিম ও আমার সঙ্গে একত্রে দেখা করিলেন। মঞ্জু, বেলায়েত, গৌরনদীর চৌকিদার ও তার বাবা—এদের সম্বন্ধে আলোচনা হইল। মঞ্জু হয়ত বিনা সর্তে মুক্তি পাইবে, বেলায়েত যে কম্যুনিস্ট নয় সেটা বোধ হয় বুঝাইতে পারা গেল। তার মুক্তি সম্পর্কে কতকগুলি সর্ত আরোপ করিতে চায়। ছাপানো যে ফব্‌ম আছে তাহা হইতে আপত্তিকর কয়েকটা সর্ত বাদ দিতে রাজী আছে।

আজ প্রাণকুমারবাবু, রুণু প্রভৃতি দেখা করিল। ॥ ১৭ই জুলাই : ববিশাল জেল ॥

১৯শে জুলাই বৈকালে বন্ধুরা বরিশাল জেল হইতে বিদায় দিলেন। বিদায় সভায় করিম কয়েকটি কথা উঠাইল সেটা অন্য সময় উঠাইলে ভাল হইত। রংপুর জেল-এর জন্য যাত্রা করিলাম, সেখানে পৌঁছিলাম ২১শে জুলাই প্রায় ৩টার সময়। তিন নম্বরে উঠিলাম। পুরাতন একজন বিনয়—আর সব নূতন। তিন জন মহিলা, এদের মধ্যে একজন এম্ এল্ এ। তিন নম্বরেও দুইজন এম্ এল্ এ—আজিজ মিঞা ও এম্, মণ্ডল, আজ ছয়জন রাজসাহী গেল। ইহারা নাকি সবাই কম্যুনিষ্ট পার্টির—বাকী যাহারা আছে তাহারাও সবাই যাইবে।

কালই (২১শে জুলাই) হাসপাতালে আসিলাম। আসার পূর্বে

জেলর সাহেবের সঙ্গে অনেক আলাপ হইল। শুনিলাম আই জি লিখিয়াছিলেন আমার absolute segregation-এর জন্য। হাসপাতালে আসিতে মনে হইল আমাকে সিগ্রিগেট করা যায় কি না তাহা ইহারা দেখিতে চায়।···জেলার সাহেবকে লিখিলাম, সকালে-বৈকালে তিন নম্বর ওয়ার্ডের বন্ধুদের সহিত আমার বেড়ানোর ব্যবস্থা করিতে···সংবাদ আসিল সকালে বৈকালে ওদিকে বেড়ানো যাইবে। গেলাম, চারখানা বই দিয়া আসিলাম—গান্ধীবাদী কেতাব, কমিউনিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে।

কাল সুপারিণ্টেণ্ডেন্টি-এর সঙ্গে প্রথম দেখা হইল। অন্যান্য কথার মধ্যে সিকিউরিটি বন্দী ডাক্তার মাখন ঘোষের মেডিকেল ডায়েট সম্বন্ধে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, 'আমাকে তো এরা এসম্বন্ধে কখনও কিছু বলে নাই।' সকলের সামনেই তিনি একথা বলিলেন। অথচ ইহারা আমাকে বলিয়াছিল যে, বলা সত্ত্বেও দেয় নাই। কিন্তু সকলের সামনে এইরূপ বলিলেন, অথচ কেহ কোনও প্রতিবাদ করিল না সামনাসামনি। পরে তিনি চলিযা গেলে বলিল, ইহার পূর্বেও সকলের সামনে মেডিক্যাল ডাযেট দিবার কথা বলিয়া আড়ালে medical subordinate-দের নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

সামনাসামনি প্রতিবাদ ইহারা করে না কেন? ॥ ২২শে জুলাই : বংপুব জেল : রাত্রি প্রায ৯টা ॥

খুব বর্ষা হইতেছে। এত ঘন ঘন যে বলিতে ইচ্ছা হয় অবিরাম, অবিশ্রান্ত, যদিও সামান্য সামান্য বিরাম আছে। পরশু ও কাল বৈকালে বর্ষার জন্য তেমন বেড়ানো গেল না। আজ ভোরেও বর্ষা, ছাতা লইয়া বাহির হইলাম। তিন নম্বর ওয়ার্ডের কেহ বাহির হইতে পারিল না। আমার বর্ষাতিটা তিন নম্বরে, এদের ব্যবহারের

জন্য। এদের বইয়ের অভাব, তাই আমার অনেক বই এদের দিলাম।

আজ সকালে বেড়ানো সারিয়া ফিরিবার পথে এদের ঘরে গেলাম। বেড়াইতে যাইবার সময়ও গিয়াছিলাম। আজিজ সাহেবকে (এম এল এ) Assembly proceedings ও Rules দু'খানা দিয়া আসিলাম। তিনি চাহিয়াছিলেন।……কথাপ্রসঙ্গে আজিজ মিঞা আনন্দের সহিত বলিলেন, আপনি আমাদের মুরুব্বী, লীডার, ইত্যাদি।

আমি আমার একটা মনের কথা বলিলাম, 'ভাই আজিজ সাহেব, আমি কি মনে করি জানেন? স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আপনারা নিদ্রিত ছিলেন, তবুও আমরা অগ্রসর হইয়াছি। এখন আপনারা জাগিয়াছেন—এখন আপনারা অগ্রসর হইয়া আসুন—লীড দিন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় খিলাফৎ আন্দোলনে বিরাট কাজ করিয়াছিল, তারপরে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, ভুল পথে চলে। এখন জাগিয়াছে, এখন ভার নিন—লীড দিন।'

কাল বৈকালে বেড়াইবার সময় আজিজ মিঞা এবং ডাক্তারবাবুর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথা হয়। এই জেলে আসা অবধি আমার কাজ, প্রয়োজন, আমি যেভাবে অফিসের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করিতেছি, তাহা উল্লেখ করিয়া আজিজ মিঞা বলিলেন, 'আপনার সব জিনিস দেখিতেছি straight forward। যা আপনার সঙ্গত, reasonable মনে হয় তাই বলেন, এবং করেন—আদায়ও হয়……'

সর্বোদয়ের আদর্শ, trusteeship-এর আদর্শ, বেশ সাড়া তুলিয়াছে। আমার যা-কিছু আছে—বিত্ত, শক্তি বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, সব সমাজের, বিশ্বের। আমার কাছে যা গচ্ছিত আছে, এক জায়গায়

অনেক জমিয়া গিয়াছে, যেখানে অভাব সেখানে বিতরণ করিতে হইবে, বাঁটিয়া দিতে হইবে।

কাল দুপুর হইতে উপরের টি বি ওয়ার্ড হইতে আমার ঘরে জল পড়িতেছে। দুপুরেই অফিসে খবর দিলাম। ডেপুটি জেলার সেখানে ছিলেন। কাল রাত্রেও পড়িয়াছিল।

যদি তিন নম্বর ওয়ার্ডে জায়গা থাকিত সেখানেই থাকিতাম। কিন্তু জায়গা হইল না।··

দুর্ভিক্ষের সামনে দাঁড়াইয়া, মধ্যে বসিয়া আহারে বিলাসিতা অমানুষিক, ইহা মনুষ্যত্বের অপমান, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। এ অবস্থা-ব্যবস্থা টিঁকিতে পারে না, ইহা গণতন্ত্র-বিরুদ্ধ।···

আমার চোখের সামনে দেখিতেছি অভুক্ত, অতি অভাবগ্রস্তদের দল। তাহাদের সামনে আমার এই আরাম বিরাম সচ্ছলতা আমার মনকে পাড়া দেয়। কিন্তু কি করিব, আমি বন্দী, কাহাকেও স্বাধীনভাবে সাহায্য করিতে পারি না। যদি পারিতাম, তাহা হইলে কতটুকুই বা কি করিতে পারিতাম। আমার ক্ষমতা যৎসামান্য। যাহা হইল তাহা নামমাত্র। ॥ ২৫শে জুলাই : রংপুর জেল ॥

সেদিন বরিশাল জেল হইতে চলিয়া আসার সময় বন্ধুদের সহিত বিদায়কালীন মিলন বার বার মনে পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছে বন্ধুবর হবিবুল্লার কথাগুলি "একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় ছিলাম, সে-গাছ, সে-ছায়া সরিয়া গেল।···বাংলার লৌহমানব··· দোয়া করিবেন, ইত্যাদি।" করিমের কথাগুলি হইয়াছিল বেসুরা Simple, Straightforward, যাহা শুনিয়াছে, যাহা বুঝিয়াছে তাহা বলিল। বলিবার যে একটা কালাকাল স্থান-অস্থান আছে তাহা করিম বোঝে না।·· আসার সময় বলিল, "আপনি যাইতেছেন,

আমার বুক ছুর-ছুর করিতেছে। অবশ্য পত্র দিবেন। জেলর সাহেবের কাছে অবশ্য বলিয়া যাইবেন, ইত্যাদি।"

করিমকে একটা প্রোগ্রামের কথা বলিয়া ছিলাম, একদিন খুব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করিয়া বলিল, সবাইকে নিয়া এটা আলোচনা করা দরকার।...করিমের কথার মধ্যে যে সমালোচনা তাহা প্রধানতঃ মনে হয় ভাইদের প্রতি (হবিবুল্লা ও লকিতুল্ল।)—সামান্য অংশ আমারও আছে ইহাদের সমর্থনের জন্য।

ভাষা আন্দোলনের সময় নিজ জেলার জেলে থাকিতে পারি নাই, বিভিন্ন জেলায় কয়েকটা জেলে ছিলাম। মেলামেশার ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছি প্রচুর। অনেক সময় মনে হইত যে নিজ জেলার সহকর্মীদের সঙ্গে একবার থাকার সুযোগ পাইলে ভাল হইত। এবার সে-সুযোগ হইল। কিছু লাভ হইয়াছে ঃ পুরাপুরি হইল না। কতটা হইল বুঝিতেছি না। বাহিরে গেলে বোধ হয় ভাল বোঝা যাইবে। নেতাদের মধ্যে দু'ভাইএর সঙ্গেই বোধ হয় understanding-টা বেশী এবং গভীর হইয়াছে। শেষের দিক দিয়া লকিতুল্লার একদিনের কথা মনে পড়ে—"আমরা তো আপনারই (কর্মী?)"...॥ ২৭শে জুলাই ঃ রংপুর জেল ॥

কাল একজন এম এল এ আসিলেন—হবিবর রহমান সাহেব। আজ তিনজন কলেজের ছাত্র আসিল। ইতিপূর্বেও আসিয়াছে একজন। এখানে মাঝে মাঝেই এমন আসিতেছে, তবে বরিশালের মতন, বহু নির্দোষ। গবর্ণমেণ্টের পলিসি ভুল—ইহাদের অনেকেই নন্‌পলিটিক্যাল, অনেকে খুব হালকা ধরণের এবং সাময়িক উত্তেজনায় রাজনীতি করে। গবর্ণমেণ্টের ভুল পলিসি এদের সিরিয়স করিয়া তুলিতেছে—Subversive-এর ভিতর ঠেলিয়া ফেলিতেছে। আজিজ মিঞা

এম. এল. এ. এবং অন্যান্য বন্ধুদের আমার বরিশালের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছিলাম, প্রথমে উৎসাহ দেখিলাম—পরে কেহ গা করিলেন না। তাঁহারা চলিয়া গেলে আবার কথাটা উঠিল। I. A. Class-এর ছেলেটি প্রথমে একপ্রকার কথা বলিয়াছিল—party line ইত্যাদি; ৫।৭ দিন পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন—"আমার সর্বনাশ হইল…।" পড়িবার আগ্রহ খুব বেশী। সামনের বছর পরীক্ষা দিতে না পারিলে আর হয়ত পারিবে না। ছেলেটি প্রধানতঃ সেই দিক দিয়া ভাবিতেছিল। নূরুল ইসলামের সঙ্গে কথা হইল—দেখিলাম উহারা সবাই নির্দোষ। ॥ ২রা আগস্ট : রংপুর জেল ॥

কাল ডি. আই. ও. রংপুরকে পত্র দিলাম ইণ্টারভিউর জন্য, জনকয়েক নিরাপত্তা বন্দী সম্বন্ধে আলোচনার করার জন্য—বরিশালে যেমন করিয়াছিলাম। ॥ ৪ঠা আগস্ট : রংপুর জেল ॥

আমার অনুবোধমত কাল ডি. আই. ও. আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। আলোচনা শেষ হইতে পারে নাই—লক্-আপ-এর সময় হইয়া গেল। আমার অনুরোধে পরবর্তী ব্যাচ্‌কে স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে আবার দেখা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আমি একাই একরকম কথা চালাইলাম—ডি. আই. ও. শুনিয়া গেলেন। আমি প্রস্তাব করিলাম সামনের দিন তিনি বলিবেন। ডি. আই. ও.-কে বলিলাম, "আপনাদের বিরাট দায়িত্ব। গবর্ণমেণ্ট চায ধ্বংসাত্মক এবং রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিতে। আপনারা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন—দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। অথচ নিরাপত্তা-বন্দীদের সব একতরফা বিচার অবৈধ, ধ্বংসমূলক

ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যেন কোনও নির্দোষের শাস্তি না হয়। নিরাপত্তা-বন্দীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগের অভাবে যাহাতে শাস্তি না পায় এই দায়িত্ব আপনাদেরই। যে-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ আপনাদের কাছে আসিবে, তাহা আপনাদেরই বিশেষ বিবেচনার সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং তা যদি আপনারা করেন তবেই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইসকান্দার মির্জা বলিয়াছেন, lawlessness দমন করিতে হইবে—both non-official and official। এমারজেন্‌সির সময় গ্রেপ্তার করাতে ভুল হইতে পারে, কিন্তু তারপর একমাস যে সময় পান তার মধ্যে ভুল সংশোধন করিবেন। যদি ন্যায্য বিচার না হয়, যদি নিরপরাধের শাস্তি হয়, তাহা হইলে পরিণামে গবর্ণমেণ্টের লোকসান হইবে। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এবং সেজন্য স্থানীয় কর্মচারীরাই দায়ী হইবে। নিরপরাধ লোক নিরাপত্তা-বন্দী হইয়া আটক থাকিলে শত্রুতে পরিণত হইবে—তার পরিবারস্থ লোকের মধ্যে এবং তার এলাকায়ও গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী মনোভাব ছড়াইয়া পড়িবে।······

আর যদি সুবিচার হয়, গ্রেপ্তার করার মধ্যেও বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা নিরপরাধ—শুধু সন্দেহবশে ধৃত; তিরিশ দিনের মধ্যে যদি তারা মুক্তি পায়—তাহা হইলে এই কুফল হইবে না। লোকেরা মনে করিবে এমারজেন্‌সিতে অনবধানতাবশত কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভুল হইয়াছিল এবং তাড়াতাড়িই সেগুলি সংশোধিত হইয়াছে, ইত্যাদি······।

বলিলাম, "আমি open to conviction। জলিল মিঞা, প্রধান সাহেব এবং ছাত্রদের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অবিলম্বে বিনাসর্তে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে বিরোধের ফলে যে-সব

ছেলেরা গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহারা যদি অন্যায়ভাবে স্ট্রাইক করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদের কার্যের অনুমোদন করি না। তবে সেজন্য তাঁহাদের নিরাপত্তা-বন্দী করাও সঙ্গত নহে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অন্য কোনও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, তাহারা অন্যায়ভাবে অন্যায় দাবির সমর্থনে স্ট্রাইক করে নাই। সংশ্লিষ্ট ছাত্রটি অনুতপ্ত, ক্ষমা চাহিয়াছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাহাদের প্রতি কুৎসিত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। তাহারই প্রতিবাদে স্ট্রাইক। ছাত্রদের নিকট হইতে শুনিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে। যদি আপনাদের কাছে ইহাদের বিরুদ্ধে বা অন্য ছাত্রদের বিরুদ্ধে, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকে তাহা হইলে বলুন। যদি সে-সব প্রমাণ অকাট্য হয়, আমি মত পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত আছি।

বরিশালের কথাও সব বলিলাম। প্রায় ৯০ জনের মত ধরা পড়িয়াছিল। আমি চলিয়া আসিবার সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ডি. আই. ও. একটু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "নিশ্চয় অনেক ক্রিমিন্যাল ধরিয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "অল্পসংখ্যক ক্রিমিন্যাল ধরিয়াছিল।" অনুজ কাহালী, পাটুয়াখালীর বণিক্য সম্বন্ধেও বলিলাম। তাহারাও মুক্তি পাইয়াছে; anti-corruption ইত্যাদিতে খুব সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে এরূপ লোকও মুক্ত; দুইজন এম. এল. এ. মুক্ত হইয়াছে—একথা শুনিয়া অবাক হইলেন।

কয়েকটি কেস জটিল। অন্যান্য কেসগুলি সম্বন্ধে বলিলেন, "লিখিয়া দিন, আমরা এন্‌কোয়েরী করিব।"

সব কেস আলোচনা করা গেল না। লক-আপ-এর সময় হইয়া গেল। পরে আর একদিন আসিবেন—প্রয়োজন হইলে মোকাবিলা আলাপ হইবে এবং ইহাদের যদি কোনও চার্জ থাকে তাহাও বলিবেন।

লোক্যাল ঝগড়া ইত্যাদির ফলে অনেকে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহা বন্ধ করিতে হইলে যাহারা maliciously malafide গ্রেপ্তার করিতেছে বা করিয়াছে তাহাদের কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার। ॥ ১৩ই আগস্ট : রংপুর জেল ॥

পাঁচছয় দিন সকালে বিকালে আর মাঠে বেড়াইতে যাই নাই। সর্দি-কাশিতে কষ্ট পাইতেছি। সেদিন মাথায় তেলটা বেশী দেওয়া হইয়াছিল। গায়েও বেশ তেল দিয়া, জল দেরীতে আসায়, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে স্নান করিতে হইয়াছিল। জেলার সাহেব তুলসীপাতা বাসকপাতা প্রভৃতি সাপ্লাই করাতে সেগুলি গরম করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিলাম। তাহাতেই সারিয়া গেলাম। আজ বৈকালে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তবে লক্-আপ-এর সঙ্গে-সঙ্গে আমি লক্-আপ হই।

দুইদিন হইতে রাত্রে আটার রুটি খাইতেছি।...এই কয়দিনে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা বণ্ড দিবার জন্য ছাত্রদের লইয়া খুব পীড়াপীড়ি চলিতেছে। শেষ চারজন ছাত্রই শেষ পর্যন্ত বণ্ড দিয়াছে। যে pressure এবং temptation!

ডি. আই. ও.-র সঙ্গে আলাপে কি কিছু ভুল হইল? ইহারা ছাড়িতে চাহিতেছে, বুঝিতেছে কেস দুর্বল, বণ্ড না হইলে তাহাদের অসুবিধা, তাই বণ্ড লইয়া ছাড়িতেছে? মোজাম্মেল প্রধানই নাকি প্রথম বণ্ড দেয়—তাতেই নাকি অপর সকলে দিয়াছে। নূরুল ইসলাম confirmed হইয়াছে, বণ্ড দেয় নাই।

ডি. আই. ও. আর আসিলেন না—ডি. এম. ও না। এদের প্রতিক্রিয়া কি হইল? ॥ ২৩শে আগস্ট : রংপুর জেল ॥

বরিশালে আর এখানকার কি তফাত? আজ মোজাম্মেল প্রধান (দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, আই. এস-সি) মুক্ত হইল। এর কেসটা দেখিয়া আমার পূর্ব ধারণা দৃঢ় হইল। অর্থাৎ বোধহয় এরা বুঝিয়াছে যে ধরা ভুল হইয়াছে, অথবা ছাড়া উচিত। তবে একেবারে বিনাসর্তে ছাড়ার মতো সাহস বা আবহাওয়া নাই, তাই বণ্ড লইয়া ছাড়িল। এতে মনে হয় আজ বৈকালে প্রিন্সিপ্যাল-ঘটিত ব্যাপারে যে কয়জন ধরা পড়িয়াছিল তারা সব খালাস হইবে। একদিক দিয়া লক্ষণ ভাল—বিবেচনার উদয় হইতেছে।

এদের অসুবিধা বুঝিতেছি। ডি. আই. বি. বিনাসর্তে মুক্তি দিতেছেন। কিন্তু confirmed কেস-এ অসুবিধা থাকিলেও unconfirmed কেস-এ তো অসুবিধা ছিল না। এতে এদের দুর্বলতা ধরা পড়িতেছে। তবু মন্দের ভাল। এরা সব নন্-পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র, পড়ার দিক হইতে প্রচণ্ড ক্ষতি—ভবিষ্যত জীবনের দিক হইতেও, যেহেতু তারা নন্-পলিটিক্যাল। পলিটিক্যাল কর্মী হইলে পৃথক কথা ছিল। তবে বণ্ড দেওয়া ভাল হয় নাই। ইহাদের উচিত হইবে বাহিরে গিয়া তদ্বির করিয়া বণ্ড-এর অসঙ্গত সর্তগুলি বদলানো। ॥ ২৪শে আগস্ট : রংপুর জেল ॥

আজ সকালে ইশাকের (চতুর্থ বার্ষিক, বি. এস-সি, জি এস, কলেজ ইউনিয়ন) সঙ্গে অনেক কথা হয়। শেষের দিকে নূরুল ইসলাম (চতুর্থ বার্ষিক) উপস্থিত ছিল। বলিলাম তাহারা কয়জন নিশ্চয়ই খালাস হইবে। ডি. আই.ও.-র সহিত আমার কথা হইবার পরে, ডি. আই. বি. খুব তাড়াহুড়া করিয়া ইহাদের নিকট হইতে যেমন করিয়া হউক যেমন-তেমন একটা বণ্ড সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন এবং সফল হন।··· কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, এদের ধরা ভুল হইয়াছে

এবং ছাড়িয়া দিতেই হইবে—তবে একটা কিছু নিয়া ছাড়িলে প্রিন্সিপ্যালের প্রেস্টিজ রক্ষা হয় এবং অফিসারদের সপক্ষেও বলিবার কিছু থাকিবে। (ভ্রান্ত ধারণা)।…

আমার ধারণা ইহাদের বিনাসর্তে মুক্তি দিতে ইহারা বাধ্য, ইহাদের আটক রাখিতে পারে না। কিংবা ছাড়িতে হইলে এই সব সর্ত দিতে পারে না। একদিনের স্ট্রাইকের জন্য নিরাপত্তা-বন্দী হয় না—হইতে পারে না। উকীলের পরামর্শ নেওয়া ভাল, ইত্যাদি অনেক কথা হইল। বৈকালে বেড়াইবার সময় হঠাৎ খবর পাইলাম যে, ইশাক এবং নূর নবী খালাস হইয়াছে।

নূরুল ইসলাম (দ্বিতীয় স্ট্রাইকের সঙ্গে মুখ্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছাত্র) বোধ হয় দুই-তিনদিনের মধ্যে খালাস হইবে।

পরশু বৈকালে সত্তর বৎসরের একজন মুসলমান ভদ্রলোক নিরাপত্তা-বন্দী হইয়া আসিলেন। এম. এল. এ. সাহেবের 'নানা' গোঁড়া কংগ্রেসী ছিলেন, সর্বাঙ্গে খদ্দর। বেশ তাজা মন। আজ সকালে ও বৈকালে খুব আলাপ হইল।

ছাত্রদের মুক্তি কি আমার পন্থার, অন্তত আমার ব্যক্তিগত, সাফল্য সূচিত করে? আমি কি অফিসারদের প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছি এবং তারই ফলে কি তাহারা এই পথ ধরিয়াছে? সঠিক কি করিয়া বোঝা যায়? এটা এখানে নূতন—পূর্বে এইরূপ খালাস হয় নাই—এই ভাবে কোনও কেস্ গ্রহণ করা হয় নাই। তিরিশ দিনের পূর্বেই মুক্তি—বণ্ড দেওয়ার পাঁচ সাত দিনের মধ্যে। বিনা সর্তে হইলে সবচেয়ে সুখের হইত।

আমার কি কর্তব্য? অন্য সব কেস স্টাডি করা—deserving case গ্রহণ করা, Confirmed নিরাপত্তা-বন্দীদের কেসও? ॥ ২৫শে আগস্ট : রংপুর জেল ॥

আজ সকালে মোজাফ্‌ফর ও প্রধান সাহেব খালাস পাইলেন। ইতিপূর্বেই প্রিন্সিপ্যালঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে যে-সব ছাত্র গ্রেপ্তার হইয়াছিল সকলেই মুক্তি পাইয়াছে। আটগ্রামের ছেলেটির এখন পর্যন্ত হইল না। হয়তো কাল হইবে।

মোজাফ্‌ফরকে আজ সকালে ঘুম হইতে উঠাইয়া বেড়াইতে লইয়া গিয়া অনেক কথা বলিলাম—ডি. এম.-এর কাছে উপস্থিত করিলে সর্ত সম্বন্ধে কি আলাপ করিতে হইবে।

মোজাফ্‌ফর ও প্রধান সাহেবের সহিত ডি. আই. ও. কাল দেখা করিয়া বলেন যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহাদের বণ্ড সহি করিতে হইবে। পূর্বে অন্য কারও বেলায় ইহা করা হয় নাই। কেন ? ইশাককে ডি. এম. এর সঙ্গে দেখা করিয়া যে-সব কথা (পুলিশ কি ভাবে বণ্ড আদায় করিতেছে ইত্যাদি) আমি তাহাকে জানাইতে বলিয়াছিলাম ইহা কি তারই ফল ? পাঁচজন নূতন বন্দী আসিল। দুইজন দারাজ মণ্ডল সাহেবের ছেলে। তাহাদের সকলের বিরুদ্ধেই চার্জ এই যে তাহারা মণ্ডল সাহেবের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিয়াছে। বদরগঞ্জের এক ভদ্রলোক (কুণ্ডু) আসিয়াছেন। পূর্বেও তিনি জেল ভোগ করিয়াছেন।

ডাক্তার মাখন ঘোষ, এম. বি., পরশু রাজসাহী জেল হইতে এখানে আসিয়াছেন মুক্তির জন্য। তাঁহার কাছে সেখানকার অনেক খবর পাইলাম।

আজ বরিশাল জেল হইতে বেলায়েতের দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অদ্ভুত পত্র। বেলায়েত অনভিজ্ঞ ছেলেমানুষ বলিয়া যা মনে আসে লিখিয়াছে, অথচ সেন্‌শর একটা পঙক্তিও কাটে নাই। যদি ভুল না হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এই দুইটি জেলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে বাস্তব শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। ॥ ৭ই সেপ্টেম্বর ঃ রংপুর জেল ॥

বরিশাল জেল হইতে চলিয়া আসার দিন বিদায়-সভায় করিম যে কথাগুলি বলিল এবং করিম ও সুধীরের প্রতি বেলায়েতের যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখিয়াছি, যে যোগাযোগ দেখিয়াছি, তাহাতে বেলায়েতের পরশুর পত্রখানা revealing.

…বেলায়েতের যে বেদনাদায়ক অনুভূতি তার কোনও প্রতিকার করিতে পারিতেছি না। আমার ও হবিবুল্লা প্রভৃতির উপর উহার শ্রদ্ধা ছিল। আজ ভীরু অবিশ্বাস ওকে আক্রমণ করিয়াছে। তথাকথিত বন্ধু ও দলীয় লোকদের কতকগুলি বিষয়ের পরিচয়ও পাইল এবং তাহার পরীক্ষা হইল। যদি সকলেরই এই অনুভূতি হয়, তাহা হইলে তো ভয়ানক। ইহাদের জেলের অভিজ্ঞতাটা বাহিরে বেশ কাজের হইবে। করিম, প্রাণকুমারবাবু প্রভৃতি কেন এই সবের সলিউশন দিতে পারিতেছেন না ?…আমার চলিয়া আসা ভাল হইয়াছে। ওরা নিজেরা ঠেকিয়া শিখুক।…

কাল (৮ই) হইতে নিমপাতার রস খাওয়া শুরু করিলাম। ॥ ৯ই সেপ্টেম্বর ঃ রংপুর জেল ॥

কাল সকালে ডাঃ মাখন ঘোষ মুক্ত হইলেন। পরশু রাজসাহী হইতে গাইবাঁধার মোতিয়ার রহমান আসিল। গাইবাঁধার একজন ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার হইয়া আসিল।

১৩ পাউণ্ড ওজন কমিয়া যাওয়ার জন্য মেডিকেল অফিসার আজ চার ছটাক দুধ ও একটা ডিম মঞ্জুর করিলেন। ॥ ১৩ই সেপ্টেম্বর ঃ রংপুর জেল ॥

আজ সকালে জেলর সাহেব জানাইলেন আই. জি.-র decision to segregate me.

আজ হবিবর রহমান (এম. এল. এ.) সাহেব রাজসাহী গেলেন। দিল্লী হইতে Fellowship of Truth-এর কনফারেন্সের পত্র পাইলাম। মিটিং হইয়া গিয়াছে। ॥ ২১শে সেপ্টেম্বর : রংপুর জেল ॥

সুনীলবাবু আজ ইন্টারভিউ নিলেন। D. I. O. I. supervise করিলেন। প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইন্টারভিউ নামঞ্জুর করিয়াছিলেন। কেরাণীর কাছে শুনিয়াছিলেন যে, আত্মীয় ছাড়া ইন্টারভিউ হয় না। নিয়মটা বলিলাম। আত্মীয় ছাড়া দেওয়া হইবে না এমন কোনও কথা নাই।

দমদমের কবিরাজের নিকট হইতে এবং স্থানীয় কবিরাজদের কাছ হইতে কতকগুলি instruction লওয়ার জন্য বলিলাম। এবার আমার চিঠি ও প্রাণকুমার সেনের তার সহ representation দেওয়াতে মঞ্জুর হইল।

সিগ্রিগেশন ইত্যাদি সম্বন্ধে জেলার সাহেব বলিয়াছিলেন—"I leave it to you." আজ বেড়াইবার সময় দেখা হয় নাই। মনে হইল ইচ্ছা করিয়াই দেখা করেন নাই। পরের ঘটনা হইতে এটা এক রকম Confirmed হয় C. H. W. বলিল, পরে জেলার সাহেব আমাকে খুঁজিযাছিলেন।

ফিরিয়া আসিযা আমি জেলার সাহেবকে পত্র দিলাম—"Thought over the matter. It requires to be discussed and decided." এর পর C. H. W. আসিয়া অনেক কথা বলিল। আমি সিগ্রিগেশন-এর পুরা ইতিহাসটা তাহাকে বলিলাম। তাহার পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথা বলিতে লাগিলেন—বেড়াইতে যাইবার সময় আমি যেন তাহাকে খবর দিই, একজন ওয়ার্ডার আমাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে। বৈকালে খবর দিলাম। C. H. W.

আসিয়া লইয়া গেল, কিন্তু পিছন হইতে এরা বলিল, আমি যেন এই রাস্তাতে যাই। আমি বলিলাম, "এ-সব জেলার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হবে—আর এ রাস্তায় কেন যাওয়া হবে? সদর রাস্তাতেই যাওয়া ইত্যাদি।"

C. H. W.-র বৈকালের প্রস্তাব এবং আচরণ হইতে মনে হইল জেলার সাহেবের উপদেশ মতই এই সব করিতেছে।··· জেলার সাহেবের পক্ষে এ খুব অন্যায়। "I leave it to you" প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ inconsistent—খুব dishonourable। কি develop করে কে জানে? ॥ ২২শে সেপ্টেম্বর : রংপুর জেল ॥

২৩শে সকালে একজন ওয়ার্ডার আসিল বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য। গেলাম না। জেলর সাহেব আসিলেন—তাঁহার সহিত একান্তে আলাপ হইল। বলিলাম, মনটা বিরক্ত হইয়াছে এই দুই দিনের ইতিহাসে। "I leave it to you" বলিয়া আবার C. H. W.-র মারফত এইভাবে ডিসিশন চালানোর চেষ্টা ইহা অন্যায়। অনেক আলোচনা হইল। স্থির হইল সাবেক জায়গায় বেড়ানো এবং সদর রাস্তায়ও যাওয়া হইবে। তাই চলিতেছি। ॥ ২৬শে সেপ্টেম্বর : রংপুর জেল ॥

যখন যেখানে থাকা, সেখানকার মত কাজ সবটা যদি নিষ্ঠা ও কর্মযোগের অনুসারে করা যায়, সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে করা যায়, তাহা হইলে এই টেক্‌নিক্‌টা আয়ত্ত হয়। তখন এটা স্বভাবে পরিণত হয়, সহজে ছোটবড় সব কাজের সব সমস্যায় স্বাভাবিকভাবে বিনা আয়াসে এই টেক্‌নিক্‌ অনুসরণ করা সম্ভব। কতবার এ কথা

ভাবিয়াছি—পারা গেল না। Try, try, try again. Better something than nothing—

এবারে না হয় পরের বারে! ॥ ২রা অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

গত শনিবার জেলার সাহেবের কাছে চিঠি দিই। চিঠির বিষয় ছিল, দুর্গা পূজা উপলক্ষে তিন নম্বর ওয়ার্ডের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য,—টি বি ওয়ার্ড হইতে আমার উত্তরের বারান্দায় জল পড়া সম্বন্ধে। কোনও জবাব পাওয়া গেল না। রবিবারে কড়া চিঠি দিলাম ঐ দুই বিষয় সম্বন্ধেই—জল পড়াতে আমার স্বাস্থ্যের দিক হইতে যে grave and great risk এবং তার দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা না করার জন্য অনুযোগ করিয়া। উভয় ব্যাপারেই নিজে না পারিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে যাওয়া উচিত। অথবা সুপারের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা উচিত। চিঠিতে ছিল—"I am tired of mismanagement of our officers here" আর "You are not exercising your responsibility etc."

অফিসে ডাকাইলেন। অনেক কথা হইল। অফিস-ম্যানেজমেণ্ট, সিগ্রেগেশন, সাপ্লাই ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ে মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বলিলাম। জল পড়া সম্বন্ধে তিনি কি স্টেপ নিয়াছেন বলিলেন। পূজা সম্বন্ধে বলিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজী নন, তবে সোমবার তিনি আলাপের ব্যবস্থা করিবেন।

সোমবার সুপার আসিলেন। এই প্রথম তাঁহার সহিত কোনও বিষয় লইয়া আলোচনা হইল।…

জেলার সাহেব পরে অফিসে ডাকাইলেন। বলিলেন, সপ্তমী ও

দশমীতে আমরা পূজা উপলক্ষে মিলিব। ধীরেনকে ডাকানো হইল details স্থির হইল।

আজ সকালে বিকালে চা এবং দুপুরে একত্র খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দুপুরে খাওয়ার আয়োজনে দেরি হওয়ায় হাসপাতালে আমার ঘরে আনাইয়া খাই।

প্রথম দিন যখন জেলার সাহেবকে চিঠি দিই তখন ভাবিতেছিলাম: আমার কাজ আমি করিয়া যাই, তিনি না করিলে না করিবেন, ইহার মধ্যে রাগদ্বেষের কোনও স্থান নাই। কিন্তু কাজে দেখিলাম সম্পূর্ণ বিপরীত হইল···ভয়ানক ক্রোধ ও অপমান হইল। তখন তখন প্রকাশ হইলে explosive হইত immediate occasion হইল না, সুতরাং কণ্ট্রোল করিতে সুবিধা হইল। মনেও স্থির করিতেছিলাম শান্তিতে নিষ্পত্তি চাই। একদিন বিলম্ব হওয়ায় মন শান্ত হইল। নিষ্পত্তিটাও শান্তিপূর্ণ হইল, অন্ততঃ রাগারাগি হইল না। কিন্তু বলবান, আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল, bold aggressive-ও হয় নাই। জেলার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা সাধারণ স্ট্যাণ্ডার্ডের হইযাছে···সুপারের সঙ্গে আলোচনা তার চেয়ে উচ্চস্তরের হইয়াছে। অহিংসার স্ট্যাণ্ডার্ডের দিক হইতে আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

বিসর্জনের দিনও সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার কথা আছে।

॥ ৫ই অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

আজ সকালে উপনিষদের ঈষাবাস্য পাঠের পর হইতে কত চিন্তা মনে আসিতেছিল। বার বার মনে হইতেছিল—যেমন হইয়াছে মাঝে মাঝে পূর্বেও—ঈষাবাস্যের যে আদর্শ, গীতার যে আদর্শ, তদনুযায়ী জীবন যাপন—বিশেষ করিয়া কর্মীর পক্ষে—কি সুন্দর,

মহান্, বিরাট, সার্থক। বিবেকানন্দের কতকগুলি নাম করা সোঽহং গানের পদও মনে আসিল। অনেক দিন পর্যন্ত যে গান্ধীবাদের কথা ভাবি, উপনিষদের আদর্শ সেটা সুন্দরভাবে পালিত হইতে পারে।...পরে পড়িলাম গীতার একাদশ অধ্যায়। অথচ মনে তুইটা বিরোধী চিন্তাও চলিতেছিল—(১) স্বধর্ম-পরধর্মের...(২) স্থানীয় কতকগুলি irritating affairs, জেলার প্রভৃতির সঙ্গে।

বেড়াইতে যাইবার সময় ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের ক্রটিতে খুব বিরক্ত বোধ করিলাম। ক্রুদ্ধ ভাবে তাহা প্রকাশও করিলাম। মনে যাহা স্থির করি কার্যত তাহা করিয়া ওঠা কত শক্ত। ভাবি জেলে বসিয়া অভ্যাস করিব, কিন্তু পদে পদে পদস্খলন। ষোল আনা ফেল নয়। এই চিন্তাধারা দ্বারা খুব উপকৃত হইতেছি। যখনই এই চিন্তানুযায়ী কোনও সমাধান বা কর্মপদ্ধতি প্রভাবিত করিতে পারিতেছি তখনই হাতে হাতে ফল পাইতেছি। ষোল আনা হয় না—ষোল আনা প্র্যাকটিস করিতে পারিতেছি না। যতদূর পারিতেছি তার চেয়ে বেশী ফল পাইতেছি।

সহ অবস্থানের জন্য, সমবায়ের জন্য, সংঘর্ষ (রাষ্ট্রিক ও সর্বরাষ্ট্রিক) দূব করিবার অতি-বাস্তব প্রযোজনে দরকার ভ্রাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত এক বিশ্বজনীন মানব সমাজ। সঙ্ঘর্ষের ফল বিষময় হইবে, আত্মঘাতী হইবে। উহা প্রগতির পথে কাঁটা।

সুতরাং এক জাগ্রত ধর্মের সূত্রে গাঁথা বিশ্বজনীন এক ভ্রাতৃসমাজ প্রতিষ্ঠার আইডিয়া আছে, অথবা এক বিশ্ব—এক সমাজ, ইণ্টারন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট ইত্যাদির কথা যে ভাবে, তাহার আদর্শটা সদাসর্বদা চোখের সামনে রাখা উচিত এবং সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক—সকল কাজ তদনুসারে করা উচিত। ॥ ৭ই অক্টোবর ঃ বংপুর জেল ॥

কাল সকালে সেল-এ একজন কয়েদী মারা গেল। এই লোকটিকে পূর্বদিন সকাল ১১।১২ টার সময় সেল-এ আনিতে আমি দেখিয়াছি। জোর করিয়া (forcibly) আনিতেছিল—C. H. W., অন্য একজন হেড ওয়ার্ডার, দু'একজন ওয়ার্ডার এবং দু একজন কয়েদী ছিল। সেল-এর দরজায় লোকটা সেল-এ না-ঢোকার জন্য দরজা ধরিয়া বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু সুপিরিয়ার ফোর্স-এর কাছে পরাস্ত হইয়া গেল। কাল সকালে যখন অজ্ঞানের মতো হইয়া পড়িল, সি. এইচ. ডব্লিউ. ও আরও অনেকে আসিল, ডাক্তার সাহেবকে খবর দিল, ইনজেকসন দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে লোকটা মারা গেল। এস. এ. এস.-এর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেখা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকটি কি ধরণের পেশেণ্ট ছিল। পাগল হিসাবে কি সেল-এ রাখা হইয়াছিল? এস. এ. এস. বলিলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে কেহ রিপোর্ট দেয় নাই। জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব প্রভৃতি মৃত্যুর পরে সেল-এ দেখিতে আসিয়া আমার অনুরোধে সেল হইতে ফেরার পথে আমার এখানে আসেন। আমি পূর্বদিন যা দেখিয়াছিলাম বলিলাম। পূর্বদিন তাহার উপর যে পীড়ন করা হইয়াছে, তাহার কথা বলিলাম। সুতরাং পীড়নের ফলেই মৃত্যু কি না এটা ডাক্তার সাহেবের দেখা দরকার। কাল বৈকালে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে খবর পাইলাম যে, দুইজন লোক পূর্বদিন সন্ধ্যায় সেল বন্ধ করিবার সময় উহাকে খুব মারিয়াছে।

আজ সকালে জেলার সাহেবকে এইজন্য স্লিপ দিলাম। ডেপুটি জেলার আসিলে তাঁহাকে সব বলিলাম। ইহাও বলিলাম যে, কেসটা বোধ হয় পুলিসে দেওয়া দরকার, পোস্ট-মরটেম করাও প্রয়োজন। গোটা বারোর সময় জেলার সাহেব আসিলেন। তাঁহাকেও সব বলিলাম। ॥ ৯ই অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

সেদিন সেল-এ একটা মরিল। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয় (আমার মনে কোনও সংশয় নাই সে বিষয়ে) তাহা হইলে ইহার ভিতর দিয়া জাতির বর্তমান অবস্থার অনেকটা বোঝা যাইতেছে। যাহারা মারিল, যে ওয়ার্ডারের সামনে জিনিসটা হইল, যাহারা দেখিয়াও সাক্ষ্য দিতে সাহসী হইতেছে না, অফিসারদের কর্তব্যে অবহেলা, মিথ্যা রিপোর্ট, অফিসার ও কয়েদীদের মধ্যে যাহারা স্বার্থের খাতিরে, ভয়ে বা সুবিধা লাভের আশায় অফিসের ন্যায়-অন্যায় সব কাজই সমর্থন করে—ইহাদের সকলের আচরণ হইতে বোঝা যায় জাতির অবস্থা।

কয়েদীদের যদি সেই সৎসাহস থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ডায়েট, ডিভিশন, কাজকর্ম, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে, তাহার পরিবর্তন করিয়া অনেক উন্নতি করিতে পারিত। যে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়া গেল এমন আরও অনেক ঘটিবে যদি এই দুর্বলতা তাহাদের থাকে। শুধু জেলের ভিতরে নয়; বাহিরেও তাহাদের এই দুর্বলতা। ইহারা এখনও দুর্বল, তাই ভিতরে বাহিরে অনেক অন্যায় ইহাদের মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হয় এবং যে পর্যন্ত মন হইতে দূর্বলতা দুর না হইবে, ততদিন সহ্য করিতে হইবে।

এমন একটা কোনও স্টেপ নেওয়া যায় না, যাহাতে এই ধরণের জিনিস চিরতরে বন্ধ হয়! ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। এই বিষয়ে শেষ স্টেজে (যদি ব্যাপারটা প্রমাণিত হইয়া যথাবিহিত সরকারী প্রতিকার না হয় তাহা হইলে) আমার হয়তো একটা বিবৃতি দিতে হইবে—তাহাতে জিনিসটা সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করিয়া নিজের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, কনস্ট্রাকটিভ্‌লী।

॥ ১০ই অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

দুই তিনদিন ধরিয়া জেলার সাহেবের সহিত সেল-এ মৃত্যুর ঘটনা লইয়া তিক্ততার সৃষ্টি হইতেছে। কাল তিনি বলিলেন, "আমি আর আপনার সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিতে চাই না। আমি জেনারেল ওপ্‌ন এনকোয়ারী করিতে পারি না, আপনাকেও কয়েদীদের মধ্যে গিয়া এনকোয়ারী করিতে দিতে পারি না। আমি গোপন এনকোয়ারীতে স্যাটিস্‌ফায়েড, কোনও ভায়োলেন্স হয় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

অন্যান্য কথার মধ্যে আমি বলিলাম, "শুধু ন্যায় বিচার করাই যথেষ্ট নয়, ন্যায় বিচার যে হইয়াছে, সকলেরই সেটা বোঝা দরকার। কিন্তু কয়েদীদের মধ্যে অনেকের বদ্ধমূল ধারণা যে, শারীরিক উৎপাড়ন হইয়াছে। গোপনে ভীতি-প্রদর্শন চলিতেছে। যাহারা ব্যাপারটা দেখিয়াছে, তাহারাও কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না। পুরা তদন্ত যদি না হয়, তাহা হইলে সত্য বাহির হইবে না। সেক্ষেত্রে আমার হয়তো সাম কোর্স অব সাফারিং লইতে হইতে পারে।"

জেলারসাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে এটা জেল পরিচালনায় অনধিকার হস্তক্ষেপ হিসাবে আমরা গ্রহণ করিব এবং তদনুযায়ী কার্য করিব।"

আমি বলিলাম, "আপনারা যাহা ভাল বোঝেন, আপনাদের যাহা কর্তব্য, আপনারা করিবেন। আমার কর্তব্য আমি করিব।" এক সময়ে জেলরসাহেব বলিলেন, "আপনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সব বলিতে পারেন।"

আমার কথা এই যে, (১) লোকে যেন বুঝিতে পারে যে, ন্যায়বিচার হইয়াছে ; (২) কাপুরুষতা, ভীরুতা, দুর্বলতা যাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের উৎপীড়ন করিয়া, ভয় দেখাইয়া আরও কাপুরুষ করিয়া তোলা দেশের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি ; (৩) আমি দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি কামনা করি না—আমি চাই তাহাদের মনের

পরিবর্তন, অফিসাররা তাঁহাদের কর্তব্য করুন, যাহা তাঁহারা করেন নাই।

এর পর সি এইচ ডব্লু আসিল। দুঃখ করিয়া বহু কথা বলিল। বলিল, "আপনি বলিয়াছেন আমি মারিয়াছি।"—খুব করুণভাবে তাহার অতীতের লম্বা ইতিহাস দিল। বলিলাম, "আমার উদ্দেশ্য শাস্তি বিধান নয়, মনোভাব পরিবর্তন এবং অফিসাররা যদি যথাযথ তাঁহাদের কর্তব্য করেন—কয়েদীদের মধ্য হইতে ত্রাসের ভাবটা দূর হয়।" সে আশ্বাস দিয়া অনেক খুঁটিনাটি উল্লেখ করিয়া বলিল যে, অফিসারদের আচরণের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

কাল মেডিকেল অফিসার আসিলেন। বুক ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন। অনেক আলাপ হইল। তাহার পর আমি বলিলাম কতকগুলি বিষয় লইয়া আলাপ করিবার আছে, সময় লাগিবে। কিন্তু কাল খুব দেরিতে তিনি আসায় এবং আমারও খাবার সময় হওয়ায় অন্য একদিনের কথা বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আলাপটা অফিসে হইতে পারে কিনা। আমি বলিলাম, "আপত্তি নাই।"

সত্য ও অহিংসার পথ, সর্বোদয়ের পথ কি? "অগ্রে নয় সুপথা-রামে।" সুপথ কি? সর্বোদয়ের পথ কি?

সে পথ কী যাহাতে আমার যাহা লক্ষ্য তাহা লাভ হয়?

যাহাতে কয়েদীদেরও কল্যাণ হয় অফিসাররাও আপন হয়—তাঁহাদের যদি কোনও ত্রুটি থাকে তা এমনভাবে শোধরাইবার চেষ্টা করিতে হইবে যে, তাহারা তাহাতে আনন্দিত হইবে। তাহারা দেখিবে, আমি তাহাদের শত্রু নই—মিত্র। তাহাদের কিছু ত্রুটি ছিল, অফিসারদের কার্যের সংশোধন হওয়া দরকার ছিল—অসন্তোষের সৃষ্টি না করিয়া, কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া, বন্ধুভাবে দোষের সংশোধনের চেষ্টা করা। ॥ ২০শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

কাল সকালে যখন বেড়াইতে যাই জেলার সাহেবের সহিত দেখা হইল। কোনও কথা হইল না, সেরেফ নমস্কার আদানপ্রদান। লক্ষ্য করিলাম, পূর্বদিনের উত্তাপ পুরাপুরিই বিদ্যমান। এতদিন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহ দেখা হইয়া আসিতেছে এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত নানা আলাপ হয়। এই প্রথম এইভাবে সাক্ষাৎ ও বিদায় গ্রহণ।

কাল বেলা আন্দাজ বারটার সময় হঠাৎ দেখিলাম সাধারণ পোষাকে জেলর সাহেব ফাইল-এ উপস্থিত। পরে কেস-টেবিলে বসিয়া অনেক কয়েদী—ইউ. টি, কনভিক্‌ট, নন্‌-পলিটিক্যাল এস. পি. ডাকিয়া সাক্ষ্য লইলেন সেল-এর মৃত্যু-ঘটনা সম্বন্ধে। সি এইচ ডব্লিউ এবং অন্যান্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে মারের নাকি ভাল সাক্ষ্য হইয়াছে। পুরাপুরি এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়াছে বলিয়া খবর পাইলাম না। যদি হইত, আরও অনেক কিছু সত্য ঘটনা বাহির হইত মনে হয়। অনিচ্ছায় নেওয়া—নিতে হইল (যে কোনও কারণেই হউক) বলিয়া নেওয়া।

আজ কয়েকজনের কাছে শুনিলাম হেড ওয়ার্ডার এবং অন্য ওয়ার্ডাররা খুব সংযত হইয়াছে। বুঝিয়া-সুঝিয়া কয়েদীদের সহিত ব্যবহার করিতেছে, মারধর করে নাই। একজন হেড ওয়ার্ডার নাকি বলিয়াছে যে, সি এইচ ডব্লিউ'র চাকরি যাইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সাক্ষ্য নেওয়াতে এবং প্রমাণ হওয়াতে আমি যে অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলাম—যাহার জন্য হয়তো আমাকে একটা কোর্স অব সাফারিং লইতে হইবে এবং জেলারসাহেব যাহাতে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা হইলে শাসনকার্যে অনধিকার হস্তক্ষেপ হিসাবে জিনিসটা গ্রহণ করিবেন—তাহা দূর হইল। নূতন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। কয়েদীদের মধ্যে বেশ একটা নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। এখন বহু লোক সাক্ষ্য দিবার জন্য যাচিয়া আসিতেছে। প্রথমের জড়তা ও ভীরুতা কাটিয়া গিয়াছে। তিন নম্বরের

বন্ধুদের (যাহারা ব্যাপারটা দেখিয়াছিল এবং প্রথমে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল) আচরণ খুব নিরাশ করিয়াছে।

একেবারে হোপলেস সিচুয়েশন ছিল—দারুণ ভীতি—তথাপি কি কি করিয়া এইরূপ অঘটন ঘটিল ? কোনও সহকারী নাই, সাহায্য করিবার কেহ নাই। অন্যের উপর নির্ভর করার ক্রনিক, শোচনীয় স্বভাব আমার। এতৎসত্ত্বেও কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল ? অবস্থায় পড়িলে বাঁচার তাগিদে, অন্তর্নিহিত শক্তি জাগিয়া উঠে, বৃত্তিসমূহ প্রয়োজনমত বিকশিত হয়। প্রথম প্রথম আমার যে স্বভাব ছিল তাহা পরিবর্তন করিয়াছি, তাই বর্তমানে ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই পরিবর্তনটা না করিলে ইহা মোটেই সম্ভব হইত না। এই দিকে আরও উন্নতি করিতে হইবে এবং চিন্তা করিতে হইবে।

আজ সকালে জেলার সাহেব পূর্বের চেয়েও বেশী আগ্রহ, দরদ ও আত্মীয়তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার সাংসারিক বিপদআপদ অসুখবিসুখ ইত্যাদি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক আলাপ করিলেন। কাল এবং পরশুর ব্যবহারের সঙ্গে কি ব্যবধান—কি পরিবর্তন ! কালকের সাক্ষ্যের ফল বোধ হয়। আমার কথা যে কতখানি সত্য, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যবহার, তাহারই প্রতিক্রিয়া। অন্য সব আলাপের পর বলিলেন যে, তিনি ডি. আই. ও ১নং-কে আমার মেডিকেল গাছগাছড়াগুলির কথা বলিয়াছেন। ॥ ২১শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

কাল সন্ধ্যায় লক্‌আপ-এর সময় হঠাৎ খবর আসিল যে, আমার এখানে প্রত্যহ পাহারা বদলি হইবে। কাল হইল, আজও হইল।

অথচ মুখে কেহ কিছু বলিল না। ইহাদের মনোভাব ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সর্বোদয়ের আদর্শ কি? কোন কোন পক্ষ এখানে? সকলের উদয়—সকল বলিতে কে বা কাহারা? (১) কয়েদীরা; (২) ওয়ার্ডাররা; (৩) অফিসাররা; (৪) নিরাপত্তা বন্দীরা।

এদের সকলের কল্যাণ কিসে হয়? "Sin and not the Sinner" আদর্শটা এক্ষেত্রে কি ভাবে খাটানো যায়, অন্যায়কারীর হৃদয় জয়-করা যায় কি করিয়া? ॥ ২২শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

কাল জেলার সাহেবকে দৈনিক পাহারা বদলি সম্বন্ধে লিখিলাম। তিন-চারদিন পূর্বে কয়েদীদের যে আলু শাক দেয় তাহাতে কয়েদীরা বলে আমাশয় হয়। জেলার সাহেবকে তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, কয়েদীরা উহা পছন্দ করে। অথচ তার পরদিন হইতেই উহা বন্ধ হইল। তৎপরিবর্তে পালং শাক দেওয়া শুরু হইল। কিন্তু ডাক্তার সাহেবকে যে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। যত দূর জানি তিনি কোনও স্টেপ নেন নাই। ॥ ২৪শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

আজ সকালে বেড়াইবার সময় জেলার সাহেবের সহিত দেখা হইল। কাল বৈকালে আসগর আলী সাহেব আসিয়াছিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে আমার পথ্য এবং অন্যান্য অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে খোঁজ লইলেন। আজ সকালে বেলা দশটার সময় আবার আসিয়াছিলেন। জেলার সাহেব তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। আজ সকালে জেলার সাহেবকে পথ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে

আসিয়াছিলেন। আজ ও কাল দুই দিন ঘি-ভাত খাইব। পরশু হইতে আমার প্রয়োজনানুযায়ী পৃথক রান্না হইবে। জেলার সাহেব বলিয়াছেন যে, ডায়েট স্কেলে ঘিএর উল্লেখ নাই। আমি বলিলাম যে, যে-সব জিনিস বাদ দিতেছি তাহার পরিবর্তে খরচ না বাড়াইয়াই ঘি দিবেন। আসগর আলী সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। কিন্তু খবর পাইলাম জেলার সাহেব পাচক ধীরেনকে বলিয়াছেন যে, ঘি বাদে ভাতে-ভাত দিতে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলেন। আমার কামরায় বসিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত আলোচনা হইল। প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল কারা-পরিচালন পদ্ধতি এবং সেই মুচীর মৃত্যু সম্বন্ধে। ইতিমধ্যে আমার খাবার তৈয়ারি হইয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘি দেওয়া হইয়াছে কিনা। ফালতু বলিল, দেওয়া হয় নাই। আমি বলিলাম, তবে তো আমার খাওয়া হইবে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁহাকে সব বলিলাম। Security Prisoners Rules দেখাইয়া বলিলাম যে, তাঁহার ক্ষমতা আছে খরচের নির্দিষ্ট হার বজায় রাখিয়া খাদ্যবস্তুর পরিবর্তন করার। তিনি জেলার সাহেবকে ডাকাইলেন। কথা হইল। জেলার সাহেব বলিলেন যে, ঘি দিবার হুকুম নাই। Within cost-এও দেওয়ার ক্ষমতা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর নাই, আই. জি.-কে লিখিতে হইবে। এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, পূর্বে আমাকে বলিলেই হইত। আমি যদি Convinced হইতাম তাহা হইলে আমি জিদ করিতাম না, নিজের টাকাতেই কিনিতাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার সাহেবকে বলিলেন, "পটোল ইত্যাদি যখন আপনি কিনিয়া দেন তখন ঘি দিতে পারিবেন না কেন?"

জেলার সাহেব কথায় কথায় বলিলেন যে, ধীরেন তাঁহাকে বলিয়াছে যে, আমি নাকি তেলেভাজা খাইতে খুব ভালবাসি। অথচ আবার তেলে আপত্তি করি।

আমি বলিলাম,—It's a despicable lie.

জেলার—You call me a liar ?

আমি—You have not the capacity to understand simple English.

জেলার—Why do you shout ? Is it a threat to me ?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজেকে খুব অসহায় বোধ করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, এ-সব ভাল নয়। জেলার সাহেবকে বলিলেন, "আমার সামনে আপনার এভাবে কথা বলা ঠিক নয়।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি ঘি-এর ব্যবস্থা করিবেন। আমি বলিলাম, "আপনি যখন ঘি-এর ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন এবং খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন আমি খাইব।"

পরে তাঁহারা হাসপাতালে অফিসে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি সেখানে গিয়া আমার ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলাম। বলিলাম, I am sorry for getting so heated over it.

সুপার—বিশেষ করিয়া আপনার এই বয়সে উত্তেজিত হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।

আমি—শুধু স্বাস্থ্যের পক্ষে নয় স্বভাবের পক্ষেও। একটু পরেই হেড ওয়ার্ডার ঘি দিয়া গেল।

ঘটনাটা জেলময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বৈকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় আজই প্রথম সি এইচ ডব্লিউ একজন ওয়ার্ডার পাঠাইল এসকর্ট করার জন্য। লক-আপ-এর সময় হঠাৎ দেখিলাম দুইজন হিন্দু চৌকাওয়ালা পাহারায় আসিল, দুইজন মুসলমান পাহারায় আসিল, আর আসিল বখ্‌তার।

প্রথমে কালকের ব্যাচ আসিয়াছিল। হঠাৎ খবর আসিল নূতন

ব্যাচ আসিবে, কালকের ব্যাচ ছয় নম্বরে যাইবে। কিন্তু বখ্‌তার রহিয়া গেল। সি-এইচ-ডব্লিউ লক্‌-আপ-এর সময় আসিয়া বলিল, "এখনও পাহারা আসিল না কেন?"

আমি বলিলাম, "বাছিয়া তো পাঠাইতে হইবে।" বখ্‌তারকে বলিলাম "তোমাকে বুঝি রাখিল এইজন্য যে, তুমি এদের দালাল— স্পাইয়িঙের জন্য তোমাকে রাখা।"

সে লজ্জা পাইল এবং অস্বীকার করিল, বলিল তাহারও ছয় নম্বরে যাইবার কথা হইয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত ঝগড়া থাকার জন্য সে যায় নাই, কাল যাইবে। বখ্‌তার অল্প সময়ের জন্য বাহিরে গেলে নূতন ওয়ার্ডারদের সঙ্গে আলাপ করিলাম। দেখিলাম তাহারা ভাল।

আজ একজন লোক খবর দিল যে, কাল জেলার সাহেব এবং আজ বৈকালের জমাদার আলোচনা করিতেছিল যে, ব্যাপারটা প্রকাশ হইল কি করিয়া। বেশ খোঁজাখুঁজি চলিতেছে…জনকয়েকের movement restricted করা হইয়াছে। এই যে স্পাইগুলি সরাইল এবং কতকগুলি ভাল লোক (নতুন ওয়ার্ডার) দিল, এবং বখ্‌তার বলিল যে, তাহারও বদলির অর্ডার হইয়াছিল, এতে মনটা হালকা হইল। কাল-পরশুর strainটা গেল। এদের খাওয়াইলাম।

আজ শুনিলাম দুইজন ওয়ার্ডারের জরিমানা হইয়াছে—একজন দল বন্দীর জন্য, অন্যজন হাসপাতালের পারিচারককে দিয়া দরখাস্ত লেখানোর জন্য। ॥ ২৫শে অক্টোবব : বংপুব জেল ॥

দৈনিক ওয়ার্ডার বদলি হইতেছে কিন্তু বখ্‌তার থাকিয়াই যাইতেছে।

কাল বেড়াইয়া আসিয়া শুনিলাম যে জেলার সাহেব প্রকাশ্যে অর্ডার দিয়া গিয়াছেন, কোনও ওয়ার্ডার বা কয়েদী আমার সহিত কথা বলিতে পারিবে না, বলিলে রিপোর্ট করিতে হইবে। হাসপাতালের

রান্নাঘরের লোকদের ওয়ার্নিং দেওয়া হইয়াছে যে, আমার কোনও জিনিস ওই রান্নাঘরে পাক বা গরম হইতে পারিবে না, সেখান হইতে কয়লা, কাঠ ইত্যাদি আনা যাইবে না। যদি তাহারা দেয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কেস হইবে। এই নির্দেশ আজ হইতে enforced হইবে। ওয়ার্ডারদের ইনচার্জ বলিল, "আপনি কোনও কয়েদীর সহিত কথা বলিবেন না, আর বারান্দার এই পর্যন্ত (একটা সীমা দেখাইল) আসিবেন।"

কাল পিছনের বারান্দার উপর টি. বি. ওয়ার্ডের বারান্দা হইতে প্রচুর জল পড়িল। জেলারকে রিপোর্ট করা হইল, no action। জেলার সাহেবকে চরকা মেরামত, স্টেটসম্যান (সংবাদপত্র) ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখা হইল, no action। সি. এইচ. ডব্লিউ. আসিয়া বলিল যে, জেলার সাহেব বলিয়া দিয়াছেন বেড়াইবার সময় আধঘণ্টা। আমি বলিলাম, "জেলার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইবে।" সি. এইচ. ডব্লিউ. অনেকক্ষণ বসিয়া অনেক কথা বলিল। পরে আসগর আলী সাহেব আসিলেন। একজোড়া কাপড় দিলেন আর বলিলেন যে, সাহেব বলিয়াছে কালকের মধ্যে তাহাকে আমার সব জিনিস দিতে হইবে। (আজ বোধহয় বাসনকোসন সব আসিয়াছে ; শিল নোড়াও।)

কাল সকালে বেড়াইবার সঙ্গী হইবার জন্য রিজার্ভ হইতে একজন ওয়ার্ডার আসিল। বেড়াইবার সময় জেলার সাহেবের ভাবভঙ্গী খুব বিশ্রী দেখা গেল। ॥ ২৬শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

আজ সকালে রিজার্ভ হইতে আর এক-জন ওয়ার্ডার আসিল বেড়াইবার সময় আমার সঙ্গে থাকিবার জন্য। হাসপাতালের ফটকের বাহির হইতে সে বলিল যে, পিছন দিয়া যাইতে হইবে। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "বেড়াইতে যাইব না!" পরে আবার আসিয়া অনুরোধ

করিল পিছনের দরজা দিয়া যাইবার জন্য। গেলাম না। পনর কুড়ি-মিনিট পরে আমার কামরায় আসিয়া পুনরায় আমাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল—সদর দরজা দিয়া। আমি বলিলাম, "একবার যখন ফিরিয়া আসিয়াছি, তখন আজ আর যাইব না।" সে দুঃখিত হইল, বলিল, তাহার কোনও দোষ নাই। আমি তাহার বুকে পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, "আমি সব বুঝিতেছি, আপনার কোনও দোষ নাই। আপনাদের উপর আমার কোন রাগ বা বিরক্তি নাই। কিন্তু আমি গুণ্ডামি সহ্য করিব না।" কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ওয়ার্ডার-দের ইনচার্জ এবং বাঙ্গালী জমাদার সব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। কিছু পরে ইনচার্জকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ-কথা কি সত্য যে, হাসপাতালের রান্নাঘর হইতে কোনও সাহায্য পাওয়া যাইবে না? সে বলিল, কথাটা ঠিক নয় (অথচ ফালতু বলিল, সে-ই কাল ঐরূপ হুকুম দিয়াছিল)। কিছু পরে সি. এইচ. ডব্লিউ. আসিল, বলিল, 'ওয়ার্ডার ভুল করিয়াছে, আপনি সদর দিয়াই বেড়াইতে যাইবেন।' হাসপাতালের রান্নাঘর সম্বন্ধেও বলিল যে, পূর্বের মতই চলিবে। মেট্ বলিয়াছিল, তাহাকে আমার কামরায় আসিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম সি. এইচ. ডব্লিউ.-কে বলিতে যে, আমি এই নির্দেশে খুব বিরক্ত হইয়াছি। বলামাত্র সি. এইচ. ডব্লিউ. তাহাকে বলিল, "বাবু ডাকিলে তুমি ভিতরে যাইতে পার।" মেট্ বলিল, "কাল সব কড়া ছিল, আজ আবার সব ঢিল।"

বৈকালে বেড়াইবার জন্য সকালেব সেই ওযার্ডার আসিল। আমি বেড়াইতে গেলাম না। আজ সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আর একটা নোট দিলাম (কালও দিয়াছিলাম)। Situation worsening। জেলার সাহেবকেও রিমাইণ্ডার দিলাম! সি. এইচ. ডব্লিউ. বলিল, "আপনার সব বাসনকোসন, শিল নোড়া ইত্যাদি আসিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আজ একজন ওয়ার্ডার ইউ. টি.-দের মারিয়াছে। সি. এইচ. ডব্লিউ. টি বি ওয়ার্ড হইতে জল পড়া সম্বন্ধে খুব ইন্‌টারেস্ট নিল। লক-আপ-এর পরে ডেপুটি জেলার সাহেবও আসিয়া টি বি ওয়ার্ড-এর জল কোথায় পড়ে ইত্যাদি দেখিয়া গেলেন।

জেলর সাহেব আসিলেন না। কালও দেখা করেন নাই। আজ সকালেও না, বিকালেও না। আমিও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে জেলার সাহেবের সম্বন্ধে লিখিতেছি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আজ আসিয়াছিলেন। এদের মধ্যে কি কথাবার্তা হইল কে জানে! তবে হঠাৎ এই পরিবর্তন হইল কেন? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কোনও হাত আছে কি ইহার মধ্যে? ॥ ২৭শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

আজও সকালে এবং বৈকালে রিজার্ভ হইতে ওয়ার্ডার আসিল বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য। গেলাম না। মিষ্টি কথায় বিদায় দিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আজও চিঠি দিলাম। আজ পৃথক্ রান্না হইল। কিন্তু চুলা defective, জ্বালানী কম, তেল ইত্যাদির পরিবর্তে অন্য কিছু দেওয়া হয় নাই। আসগর আলী সাহেবের মারফত জেলর সাহেব জানাইলেন যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যদি কিছু করিতে পারেন, করিবেন। C. H. W. জানাইল যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না বলিলে সে আর স্নানের জলের ব্যবস্থা করিবে না। ঔষধপত্রের জন্য রিকুইজিশন করিতে হইবে। আসগর আলী সাহেবকে বলিলাম, "তাহা হইলে অবিলম্বে আপনি সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট-এর সহিত যোগাযোগ করুন। সুতরাং আজও দুই বেলা সিদ্ধ (ভাতে ভাত) চলিল। ॥ ২৮শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

আজ বেড়াইতে গেলাম না। চূলা সম্পূর্ণ হইল। ঘি দেখা গেল—মেডিক্যাল অফিসার চার দিনের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কাঠ, সবজি, ঘি, গুড় ইত্যাদির অবস্থা দেখিয়া নিজের টাকা হইতে কিনিবার জন্য রিকুইজিশন দিলাম। সাপ্লাই করা হইল না। আসগর আলী সাহেব জানাইলেন ঘি ও গুড় দেওয়া হইবে; কাঠ প্রভৃতি সম্বন্ধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্থির করিবেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আজ চতুর্থ নোট দিলাম। চূলা জ্বলে না, কাঠের স্বল্পতা, no substitute article of diet, ঔষধ গ্রহণ করিতেছি না, এই সব জানাইলাম।

বৈকালে ডেপুটি জেলার সাহেব আসিলেন—চরকা মেরামত ও সবজি বাবদ কোন নিয়ম অনুসারে টাকা পাওয়া যায় তাহা জানিতে। আসগর আলী সাহেব আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, substitute article (of diet) কি নিতে চাই, ঔষধ কি চাই, ইত্যাদি। ॥ ২৯শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

আজ সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ষষ্ঠ নোট দিলাম। খুব লম্বা, সাতটা পয়েণ্ট সমেত। বৈকালে ডেপুটি জেলর সাহেব আসিয়া বলিলেন যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুব দেরিতে আসিয়াছিলেন, প্রথমেই আমার সবগুলি নোট পড়িয়াছেন, গরম জলের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। তুলার পাঁজ ডেপুটি সাহেবই লইয়া আসিলেন। সকালে C. H. W. চরকা লইয়া যাইবে এবং বৈকালে মেরামত করিয়া ফিরাইয়া আনিবে। ॥ ৩০শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

আজ সকালে ঘি ইত্যাদি পাওয়া গেল। গরম জলও আসিল। ॥ ৩১শে অক্টোবর : রংপুর জেল ॥

এই যে সামান্য প্রশ্ন লইয়া ছোটখাট সংগ্রাম—জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে ইহাদের কি কোনও অসঙ্গতি আছে? এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধগুলি কি সেই বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করে? কি করিয়া এই ছোট ছোট লড়াইগুলি বড লড়াইটার জন্য প্রস্তুত হইতে সাহায্য করিতে পারে? কেমন করিয়া? কি উপায়ে?

আজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ হইল। তিক্ততার সম্ভাবনায় জেলার সাহেবকে প্রথমেই সরানো হইল। মুচীর মৃত্যুর পর এবং সুপারিণ্টেণ্ডের সঙ্গে সেদিন আলাপের পর হইতে জেলার সাহেব যত নূতন নূতন উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সব এবং ডায়েট সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

ডায়েট সম্বন্ধে কথাবার্তার পর উত্থাপন করিলাম। নিমপাতার কথা, স্নানের গরম জলের কথা, সপ্তাহে দুইখানা চিঠি, কবিরাজী ঔষধপত্র, তুলাব পাঁজ, দৈনিক ভ্রমণ, বাজার হইতে সবজি আনা, খবরের কাগজ ও চরকার কথা। বলিলাম, অনুরোধ সত্ত্বেও এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কেন জানানো হয নাই।

জানাইলাম রসুই ঘরের পাচক প্রভৃতি ও হাসপাতালের পরিচারকদের উপর অপমানকর হুকুমের কথা, বারান্দায় গতি-বিধি সীমাবদ্ধ এবং কয়েদী ও ওয়ার্ডারদের সহিত কথা বলিতে নিষেধ করার কথা। হেড ওয়ার্ডার ও অন্য ওয়ার্ডাররা সদাসর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে, হেড ওয়ার্ডার আমার ধোপা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, রাত্রের পাহারা মোতায়েন ইত্যাদি নূতন হুকুমের বিষয়ও বলিলাম।

এই সব পাহারা এবং ওয়ার্ডার ও কয়েদীদের বারবার ওয়ার্নিং ইত্যাদির উদ্দেশ্য, তাহাদের ভয় দেখাইয়া সন্ত্রস্ত করা এবং সেই সেল-এর মৃত্যুটা সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব করিয়া তোলা—ইহাও বলিলাম। হিস্টোরি টিকেট-এ লেখা হইয়াছে ঃ—

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হইলে অফিস তাহা করিবে। পুরাতন ব্যবস্থার এদিক-ওদিক করা চলিবে না, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে। বাগানের সবজি চলিবে।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কি করিতেছেন এই সব সম্বন্ধে? অফিসের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার নিজের, গভর্ণমেণ্টের, নিরাপত্তা বন্দী এবং অন্যান্য বন্দীদের মঙ্গলের জন্য?

সেল-এ মৃত্যু, বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ডার কর্তৃক প্রহার, কনকনে শীতের সকালবেলা দুরন্ত হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে কয়েদীদের আহার গ্রহণ, কয়েদীদের খাদ্য সম্পর্কে আলুশাক ইত্যাদির প্রতি প্রীতি···

অফিস ও অফিসারদের বিরুদ্ধে কি করিয়া কয়েদীরা চার্জ প্রমাণ করিতে পারে? অফিসের একজোটের বিরুদ্ধে একজন পার্ট-টাইম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কি করিয়া সত্য আবিষ্কার কবিতে পারে? কনভিক্ট, আণ্ডারট্রায়ালস এবং অন্যান্য সকলে কোক্সড্ ক্যাজল্ড এণ্ড টোরোরাইজড—ওয়ার্ডারদের শাস্তি—বাঙালী-অবাঙালী ঝগড়া। ॥ ১লা নভেম্বর : রংপুর জেল ॥

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মনে হইল স্যাটিসফায়েড।

"Jailor has been vindictive, not intelligent, etc. committed grave errors of judgment."

আমার মনটা কিভাবে কাজ করে? কাল যখন সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহিত আলোচনা করি, কিংবা অন্য কোনও responsible official-এর সহিত যখন আলাপ হয়, তখন আলোচনার একটা enthusiasm, idealistic presentation, atmosphere ইত্যাদিতে মনটা এক স্তরে, একভাবে থাকে—idealsim-এর উৎসাহ, আনন্দ

ইত্যাদি। অন্য সময়ে যখন এই atmosphere-টা কাটিয়া যায় এবং সময়ের ব্যবধান বাড়িয়া যায় তখন এই আনন্দ ইত্যাদি থাকে না। বিশেষ করিয়া যদি নূতন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, situation ইত্যাদি উপস্থিত হয়। এমন অবস্থায় মনের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। কোনও সময় বিরক্তি, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি, কখনও বা defeatism, depression, doubt আসিয়া আক্রমণ করে ; একটা mild আশঙ্কা ইত্যাদিও সময় সময় আসে। এই যে সাময়িক নির্জীব হতোৎসাহের ভাব, idealistic life-এর ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী। অবশ্য এটা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এর মধ্যে বোধহয় আরও কতকগুলি জিনিস প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। আমার প্রকৃতিগত পরবশতা এবং তারও পিছনে হয়তো প্রচ্ছন্ন একটা আত্ম অবিশ্বাস, একটা ভয়ও হযত আছে। ইহা কতকটা organic, constitutional, এর কোনও reasonable basis আমার জীবনে নাই। সব রকম অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি, আত্মবিশ্বাস আমার আছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অথচ একটা অস্পষ্ট ভীরুতার ভাব আছে, একটা সংশয়ের আবছা ছায়া। আমার জীবনে দুইটারই খেলা দেখিতেছি, দুইটাই আছে। এই self confidence, আত্মবিশ্বাসের উপাদান কি? কোনও বিষয়ে, কোন্ পর্যন্ত এই আত্মবিশ্বাস? ন্যাশনাল ইণ্টারন্যাশনাল প্রশ্নে কি এর কোনও প্রয়োগ আছে? কিংবা গান্ধীজীর যে কথা—সত্য ও অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত একজনই একটা দেশের মুক্তি আনিতে পারে? আমার এই যে আত্মবিশ্বাস এতে এই বিশ্বাসও বোঝায়—যেমন পাকিস্তানে আমার যে stand—অর্থাৎ পাকিস্তানের fullest development, পাকিস্তানে perfect communal amity, secular democracy. and best relations between Pakistan and Hindusthan—এটা সফল করিবই, করিতে পারিবই, আমি একাই করিতে পারি (অর্থাৎ আমাকে কেন্দ্র

করিয়াই হইতে পারে) এই বিশ্বাস কি আছে ? অথবা ইণ্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে আমার যে আদর্শ (of one world ইত্যাদি), তাহাতে কি এইসব বিশ্বাসের উপাদান আছে? ইণ্টারন্যাশনাল বাদ দিলাম। ন্যাশন্যাল অর্থাৎ পাকিস্তান সম্বন্ধে আদর্শ, তাহা অনেক সময় আমি জোর দিয়া বলি, ইহার সাফল্যে বিশ্বাস করি।

আমি অনেক সময় বলি, আদর্শের জয় প্রথমে হয় আমার মনে, তাহার পর বাইরে। ইহার অর্থ কি? দেখি cause-টা right কিনা, necessary sacrifice-এর জন্য প্রস্তুত কিনা, reason আছে কিনা। এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

গান্ধীজী কি অর্থে ইহা বলিতেন? আত্মবিশ্বাস? উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে এইরূপ মনোবল ও বিশ্বাস আছে কিনা। অর্‌গ্যানিজে-শন, resources in men, money and other things, এ-সব করারও ক্ষমতা আছে কিনা। যে ত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রয়োজন তা করিবার ক্ষমতা আছে কি না। ইহাই তো আত্মবিশ্বাস।

পাকিস্তানে আমার যে আদর্শ সেটা স্থাপন করিতে যে মনোবল, সংকল্প, অধ্যবসায়, সাহস, ত্যাগ, ইত্যাদির দরকার ; সত্য ও অহিংসায অবিচল নিষ্ঠা দরকার, অর্‌গ্যানিজেশন ইত্যাদি দরকার, তাহার ক্ষমতা আছে কি? পাকিস্তান মুসলমানপ্রধান দেশ। ইহাদের ভালবাসা, বোঝা, চেনা, ইহাদের ধর্ম্ম সংস্কৃতি ইতিহাস প্রকৃতি সবলতা দুর্বলতা খুব ভাল করিয়া হৃদয় দিয়া বুদ্ধি দিয়া বোঝা দরকার। ॥ ২রা নবেম্বর : রংপুর জেল ॥

কাল জেলার সাহেব হাসপাতালের এক রোগীকে এবং অন্য একজনকে অতি ভোরে শীতের মধ্যে case table-এ নেওয়াইলেন…এবং আদেশ দিলেন ইহারা দুইজনে নম্বরে থাকিতে পারিবে না। মেট্‌-কে

অর্ডার দিলেন যে, সে আমার কামরায় আসিতে পারিবে না। C. H. W. বলিল যে, জেলার সাহেব বলিয়াছেন সাধারণ কয়েদীদের লক্-আপ-এর সহিত আমার লক্-আপ হইবে।

সেই কাশের রোগীকে বৈকালে জমাদার আবার আমার কামরায় দিল। রাত্রি একটার সময় সে, জালাল এবং আর একজন নূতন ওয়ার্ডার খুব উপদ্রব করিল। চিৎকার করিয়া গোণা, বেদম জ্বর ও কাশির ভাণ করিয়া খকখক করিয়া কাশা, গোঁ গোঁ শব্দ করা ইত্যাদি। রাত্রি একটা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত একটানা সজাগ…। চারটার সময় উঠিয়া আমি আমার কাজকর্ম করি। ভোরে খুব দুর্বল বোধ করিতেছিলাম। এত দুর্বল শীঘ্র বোধ করি নাই। রাত্রের উপদ্রবের কথা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিলাম। যখন ওয়ার্ডার এবং হেড ওয়ার্ডার ইনচার্জকে রাত্রে আমার অসুবিধার কথা বলিতেছিলাম, তখন একজন নূতন ওয়ার্ডার বলিল যে, জেলার সাহেব জোরে জোরে গুণিতে বলিয়াছেন।

বৈকালে ডেপুটি জেলার আসিলেন। তিনি বলিলেন, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার নোটটা পড়িয়াছেন, কাল যাহা হয় করা হইবে।' আমি বলিলাম, আপনাদের ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়া উচিত ছিল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খবর দিয়াছেন যে, ব্যস্ত থাকায় আসিতে পারেন নাই। (১) নিমপাতার পরিবর্তে অন্য সাবষ্টিটিউট দিবেন ; (২) ঔষধ পাওয়া যাইবে ; (৩) গরম জল পাওয়া যাইবে ; (৪) চরকা মেরামত করিবে ; (৫) তুলার পাঁজ দেওয়া হইল ; (৬) সপ্তাহে দুইখানা চিঠি দেওয়া হইবে ; (৭) সদর রাস্তা দিয়া বেড়ানো যাইবে না ; (৮) আমার ডায়েট কি জিজ্ঞাসা করিলেন—রান্নার ব্যবস্থা করিবেন—জ্বালানী যাহা লাগে তাঁহারা দিবেন। জানাইলেন কাল সকালে আসিবেন, অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হইবে।

কাল রাত্রে নয়টা হইতে এগারোটা পর্যন্ত তিনজন ওয়ার্ডার maximum mischief করিল—loud counting and coughing পাঁচ নম্বরেও একজন কি তুইজন।

পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, কর্তৃপক্ষ অথবা তাহাদের সমর্থকদের প্ররোচনায় এই সব গণ্ডগোল হইতেছে আমাকে জ্বালাতন করিবার উদ্দেশ্যে। রাত্রের ওয়ার্ডারদের বিশেষ দোষ দিই না। তাহারা অন্যের হাতের পুতুল—কর্তৃপক্ষ বা তাহাদের সমর্থকদের। তুঃখ হয় ইহাদের জন্য। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমি কয়েদীদের কয়েকটি পয়েণ্ট (মারধোর ইত্যাদি) টেক আপ করিয়াছি—অথচ ইহাদেরই কতক কতক অফিসের হাতের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে—ইহাদের তুর্বলতা এবং স্বার্থপরতা (Temptation of office. I pity these poor prisoners—these weak elements of society—ইহাদেরও ক্ষতি, সমাজের এবং দেশেরও।

জেলের পরিচালকবৃন্দ এবং জেলার সাহেব যে-পরিমাণে বুঝিতেছে যে তাহারা ভুল করিয়াছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির কাছে এক্সপোজড হইতেছে সেই পরিমাণে তাহারা ক্ষিপ্ত হইতেছে। যে পরিমাণে পরাজয় বোধ করিতেছে, সেই পরিমাণে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতেছে। এখানে সত্য-অসত্য ন্যায়-অন্যায় প্রশ্ন নাই, হারজিতের প্রশ্ন। জিতিলে আনন্দ, হারিলে তুঃখ, অপমান। এই সাধারণ মানুষ। আমিও তাই। সুতরাং অফিস ও জেলার সাহেবের মনের অবস্থা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। ভুল—তবে সাধারণ লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। আমারও মনের অবস্থা, আমার আদর্শ সত্য অহিংসা সর্বোদয় স্থিতপ্রাজ্ঞত্বে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ-সব আমার স্বাভাবিক নয়। বাহিরে প্রকাশ নাই বটে কিন্তু ভিতরে তুঃখ, অপমান, হিংসা, ঘৃণা, বিরক্তি, ক্রোধ ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু এখানকার অফিসার এবং তাহাদের এজেণ্টদের এই সব ব্যবহার সত্ত্বেও কি করিয়া এদের

প্রতি ভালবাসা আনা যায়, erring brother-এর ভাব আনা যায় ? sin and not sinners—এই ভাব আনা যায় ? এদের নিজেদের ক্ষতি হইতেছে। অন্যায়ের পথে, অসত্যের পথে গিয়া ইহারা ধর্মে ইমানে পতিত হইতেছে, হীনতা দেখা দিতেছে। অন্যায়ের পথে চলিতে চলিতে সেই পথে পাকা হইতেছে, এমবোলডেণ্ড হইতেছে। সুতরাং এই অন্যায় পথে চলিতে চলিতে বিপদে পড়িয়া নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে একজন মানুষ বিপথগামী হইতেছে। আমার দেশবাসী অসৎ হওয়ায় আমার দেশের ক্ষতি হইতেছে। এই দিক দিয়া দেখিলেও এদের প্রতি কর্তব্য আছে। অন্ধ মূর্খ, মূঢ় দেশবাসী। ইহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ না হইলে, সুস্থ না হইলে স্বাভাবিক না হইলে, সুন্দর না হইলে, দেশ বড় হইবে না, সৎসুন্দর হইবে না।

ইহাদের কল্যাণ চাই। ইহারা আমার অকল্যাণ চায় ভুল করিয়া ; তাহাতে ইহাদেরই লোকসান। গান্ধীজীকে, ক্রাইষ্টকে তাহাদেব স্বদেশবাসী হত্যা করিল। এই ট্রাজেডি জীবনে আছে, ইহাকে বোল্ডলি ফেস করিতে হইবে। গান্ধীজীর উপর কতবার অ্যাটেম্পট্ হইল, তবু তাহাদের কল্যাণের জন্য সতত তাঁহাব চেষ্টার বিরাম ছিল না। তাই তো তিনি গান্ধী। আর যাহারা দেশসেবা, দেশবাসীব সেবা, মানুষের সেবা ছাড়িল, প্রতিহিংসার পথ ধরিল, জগৎ তাহাদের ভুলিয়া গেল কিন্তু গান্ধীজী ও ক্রাইষ্ট প্রভৃতি অমর হইয়া রহিলেন। সুতরাং মানুষের পথ এই, ইহাতেই দেশের এবং বিশ্বের কল্যাণ।

সর্বোদয়ের আদর্শ যাহার মনেপ্রাণে রহিয়াছে, টেক্‌নিক্ তাহার কাছে সহজেই আসে। সর্বোদয়—সকলের উদয়। আপন-পর, সৎ-অসৎ, ছোট-বড়, স্বদেশবাসী-ভিন্নদেশবাসী, বিশ্ববাসী, সকলের কল্যাণ। সকলকে ভাল না বাসিলে হয় না। সাধারণ ভালবাসা নয়। সাধারণ ভালবাসা অল্পেতে ব্যর্থ হয়, শুকাইয়া যায়, অল্প আঘাতে উড়িয়া যায়। সর্বোদয়ীর, অহিংসাশ্রয়ীর চাই—গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এমন

ভালবাসা, যে, চরম শত্রুতা করিবে, চরম হিংস্র যে, তাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে। তাহাদের ক্ষমা করিতে পারিবে। "মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না।"—এই ভাব! কত মহৎ অথচ কত শক্ত। ॥ ৪ঠা নভেম্বর : রংপুর জেল সকাল ৬টা ॥

আজ সকালে ডেপুটি জেলার সাহেব আসিয়া বলিলেন, 'নিয়মমাফিক রান্না করুন, যা কাঠ লাগে আমরা দিব ; আর কত লাগে তাও দেখা যাক।' দুই বেলা রান্না করিয়া দেখা গেল—চার সের লাগিল। বোধহয় চার সের করিয়া দিলে কোনও রকম অসুবিধা হয় না।

ডায়েট বদলাবদলির প্রশ্ন এবং পি সি (পার্সোনাল কস্ট্) হইতে সব্জি ইত্যাদি কেন যায় কিনা, তাহা আই জি-র কাছে জানানো হইল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে জানানো হইল যে, কাল রাত্রেও সেই তিনজন ওয়ার্ডার চিৎকার করিয়া গুণতি করিয়াছে এবং ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে কাশিয়াছে। এই কাজে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের আরও কযেকজন, তবে রাত্রি একটা হইতে তিনটা পর্যন্ত না করিযা অনুষ্ঠানটি করা হয রাত্রি নয়টা হইতে এগারোটা পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা ডেপুটি জেলর যখন দেখিলেন সেই তিনজন নাইট ওয়ার্ডারকে আবার আজও দেওয়া হইয়াছে, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি তখনই গিয়া সি এইচ ডব্লিউকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন। (লক্-আপ-এর সময় দেখিলাম হাসপাতালের অপব প্রান্তে ইহারা তিনজনে সি এইচ ডব্লিউর সহিত পবামর্শ করিতেছে।) তিনি আরও বলিলেন যে, জেলার সাহেব আজ নাইট ওয়ার্ডারদের সহিত দেখা করিয়া তাদের 'সিরিয়াস ওয়ার্নিং' দিয়াছেন যে, যদি এভাবে জ্বালাতন করা হয়, তাহা হইলে তিনি ড্রাষ্টিক স্টেপ নিবেন। গুণতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ওয়ার্ডাররা

কামরার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আস্তে সংখ্যাটা দিতে হইবে। দেখা যাউক আজ রাত্রে ইহারা কি করে। ॥ ৪ঠা নভেম্বর ঃ রংপুর জেল রাত্রি প্রায় আটটা ॥

আজও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কতকগুলি পয়েণ্ট দিলাম—হাসপাতালে যেসব কারণে প্রধানত গোলমাল হয় সেই সম্বন্ধে। (যেমন loud counting, "squad attention", violent striking of the grated door and windows, periodical searches, terrible shoutings at change of duty !) কয়েদীদের প্রহার করা সম্বন্ধেও বলিলাম। Cell-এ যে কয়েদীটি মারা গিয়াছে, তাহার বিষয়ও উল্লেখ করিলাম। বলিলাম, এই বিষয়ে এন্‌কোয়েরি করিতে বিলম্ব হইলে এন্‌কোয়েরির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইতে পারে।···

বৈকালে জেলার সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে নমস্কার অভিবাদনাদি হইল। আলাপ হইল—অনেক দিন পরে।···

জেলার সাহেব বলিলেন, তাঁর বাসায় trouble লাগিযাই আছে—স্ত্রীর খুব অসুখ চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কেমন চলিতেছে। ফুয়েল ইত্যাদির কথা হইল। বলিলেন, "প্রয়োজন হইলে আরও দিতে পারি। আপনার সঙ্গে relationship humanitarian ইত্যাদি···আমরা mean নই।" (অর্থাৎ কয়েদীদের উক্তি 'জেলার সাহেব চিৎকার করিতে বলায় চিৎকার করিয়া জমা দিই'—তারই disclaimer।) অনেক কথা হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অন্য কোনও কথা আছে কি না। বলিলাম, "সবই ত লিখিয়াছি। আমার চাই medicinal শাকপাতা।" বলিলেন, সেজন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে আলাপ করা যাইবে।···সব্জি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হইল।

কয়েক দিন হইতে ভাবিতেছিলাম সর্বোদয়ের আদর্শে জেলার সাহেবের সঙ্গে relation কি হওয়া উচিত। সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে অফিশিয়্যাল সম্পর্ক যা-ই হউক, সামাজিকতা রক্ষা করা উচিত। হঠাৎ সেটা হইয়া গেল। জেলার সাহেব চলিয়া গেলে মনে হইতে লাগিল যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে লিখিতে-বলিতে যে-লাইনটা, যে-সম্পর্কটা তৈরী হইয়াছে সেটা নষ্ট না হয়। সুপারের কাছে গিয়া চক্ষু-লজ্জা ইত্যাদি উপস্থিত হইবে না তো? Social relations পুরাপুরি রক্ষা করিয়া official লাইনটা বজায় রাখা সম্ভব, না দুটাতে একাকার হইয়া official-টাও অসম্ভব হইবে? কয়েদীদের মারধর করা, Cell-এর মৃত্যুটা, আমার ন্যায্য দাবীগুলার উপর অন্যায়, vindictive হস্তক্ষেপ—ইহার কি settlement হইবে? সন্তোষজনকভাবে যদি হয়, ভাল। ॥ ৬ই নভেম্বর : রংপুর জেল ॥

আজ অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী, হোম-এর কাছে সাত পৃষ্ঠার এক রিপ্রেজেণ্টেশন দিলাম—২৫শে অক্টোবর সুপার-এর সঙ্গে আলাপের পরে জেলার সাহেব যে-সব 'স্টেপ' লইয়াছেন সেই সম্বন্ধে। সুপারকে একটা নোট দিলাম—অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথা বলিয়া যে, "যদি কোনও মিস-স্টেটমেণ্ট থাকে পয়েণ্ট আউট করিতে, যদি কন্‌ভিন্‌সড হই রিভাইজ করিব।"

W. Coat-এর মাপ নিল।

সুপার-এর সঙ্গে শেষ যেদিন কথা হয়, সেদিন বৈকালে Warder এবং Watcherদের মধ্যে বেশ আনন্দ দেখা গেল। পরদিন হইতে আমার যে-সব পাওনা সে-সব দিকে এদের খুব তৎপরতা দেখা গেল। Additional Cup, বাঁশের case, additional কলসী (রান্নার) with wire case, দুইটা নূতন মগ, পায়খানার মগ (খুব ভাল, বড়

নূতন তৈরী), additional blanket for window, etc.। খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সব যোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই কয়দিন পর্যন্ত Head Warder প্রত্যহ সকালে আসিয়া একাধিকবার খোঁজ করিতেছে তার কিছু করণীয় আছে কি না। সুপার এবং ডেপুটি জেলারের মধ্যে আলাপের পর ডেপুটি জেলার কাল বৈকালের পূর্বে আর আসেন নাই। সংবাদপত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেখিতেছি।

আজ 'সংবাদে' দেখিলাম গবর্ণর জেনারেলের reception লইয়া United Front-এর মধ্যে meeting-এ হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুইটি কমিটি হইয়াছে—একটা ফজলুল হককে প্রেসিডেণ্ট করিয়া, আর একটা আতাউর রহমানকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া। কাল গবর্ণর জেনারেল ঢাকা আসিতেছেন। জোর গুজব যে, Sec. 92A Withdrawn হইবে, Parliamentary Government restored হইবে। (ইসকান্দার মির্জা করাচীতে বলিয়াছেন Sec. 92A Withdraw করা হইবে না।)

আজ 'সংবাদে' কলসকাঠির একটা রিপোর্টে দেখিলাম যে, হাসেম তালুকদারের সভাপতিত্বে কলসকাঠি এইচ. ই. স্কুলে পল্লী উন্নয়নের একটা সভা হইয়াছে। তাতে রঞ্জনবাবু (সম্পাদক) ও বিনোদ বক্তৃতা দিয়াছে। সামনের বারে যাতে ভালভাবে উন্নয়নের কাজ হয়, সেদিকে জোর দিবার জন্য সকলের মধ্যে একটা উৎসাহ জন্মিয়াছে। ॥ ১৩ই নভেম্বর : রংপুর জেল ॥

সুপার-এর সঙ্গে কথা হইল। তাঁর কথায় বুঝিলাম increased (quantity of) vegetables দিবার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। যখন শুনিলেন পাই নাই, তখন বলিলেন, "আচ্ছা, অফিসে

গিয়া দেখি।" কাল C. H. W. যে পালং শাক দিবার কথা বলিয়াছিল এ বোধ হয় তাই। জেলার সাহেব হয়তো সুপারের নির্দেশ বিকৃত করিয়া তাহার এইরূপ চেহারা করিয়াছে। সুপার বলিলেন, Trunk Call-এ I. G-কে Contact করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই—was not available—বোধ হয় Burma। তবে Express Letter দিয়াছেন। Dr. B. K. Maitra-কে Contact করিবেন—medical test ইত্যাদির জন্য।

আজ গবর্ণর জেনারেল ঢাকা আসিবেন। Reception লইয়া United Front-এ Division হইয়াছে। দুই দলের প্রেসিডেণ্ট যথাক্রমে M. Huq এবং A. Rahaman। সুরাবর্দী ও ভাসানি সাহেব তো আসিতেছেন না। আতাউর রহমান কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন কে জানে। সুরাবর্দীর Statement-এ দেখা যায় Europe-এ খুব propaganda হইয়াছে যে, পাকিস্তানে democracy ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পরিণাম কি হইবে কে জানে! United Front-এর leading men সব তো বেশ released হইতেছে।

গবর্ণর জেনারেল এবং ইসকান্দার মির্জা তো ঢাকা আসিলেন। ইসকান্দার মির্জার দুইটা প্রেস ইণ্টারভিউ পড়িলাম—একটা ঢাকায় আর একটা বোধহয় লাহোরে—খুব straight-forward, determined, decided, brutally frank—Section 92A সম্বন্ধে, opposition সম্বন্ধে, limited democracy, M. Bhasani সম্বন্ধে, W. Pakistan Unit, Unitary form of Government ইত্যাদি সম্বন্ধে। (এই সবের কোনওটা সম্পর্কে গবর্ণর জেনারেল কোনও আভাস দেন নাই, অথচ ইসকান্দার মির্জা outspokenly বলিতেছেন।) আবার হিন্দুস্থানের সঙ্গে best relation, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান-আফগানিস্তানের মধ্যে best relation-ই best

defence ইত্যাদি (Bengal-এ আসিয়া ভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের সঙ্গে best relation সম্বন্ধে বেশ statement করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, I am one of those, who believe in best relations between Pakistan and India, etc.) কাল গবর্ণর জেনারেল ঢাকা আসার পথে লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত নেহরুকে একটি message পাঠাইবার মধ্যে পণ্ডিতজীর প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং দুইটা State-এর মধ্যে সব problem ultimately peacefully solved হইবে, এই জোর বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন।

দেশে একটা যেন crisis ঘনাইয়া আসিতেছে—Democracy is in danger মনে হয়। Fascist, Communist, Military, Nationalist Dictatorship-এর দিক হইতে। Democracy-ও in danger, আমার যে line, Non-violence ও Truth-ও in danger.

অথচ এ-line আমি ছাড়িতে পারি না—ব্যক্তির জন্য, জাতির জন্য, জগতের জন্য, এই অহিংসার আদর্শ, সর্বোদয়ের আদর্শ একান্ত প্রয়োজন।

পরিপূর্ণ সবল বিশ্বপ্রেম ভিন্ন সর্বোদয় অসম্ভব। সত্য ও অহিংসার পক্ষে এই বিশ্বপ্রেম অপরিহার্য। এই বিশ্বপ্রেম ব্যতীত সর্বোদয়, অহিংসা অসম্ভব। কেমন করিয়া বিশ্বপ্রেম হয়? ভগবান—সত্য—প্রেম হইতে?

এই যে জেলে আমি কতকগুলি বিষয় লইয়া officer-দের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি চালাইতেছি এর ভিতরে জেলার সাহেব এবং তার সমর্থনে যারা কুৎসিত কাজ করিতেছে, তাদের কি ভালবাসিতে পারিতেছি—জেলার সাহেবকে কি ভালবাসিতে পারিতেছি? যদি প্রতিপক্ষকে অন্যায়কারীকে দুষ্কৃতকারীকে ভালবাসা না যায় তাহা

হইলে তো অহিংসা হইল না, সর্বোদয় হইল না। ॥ ১৮ই নভেম্বর রংপুর জেল ॥

Head Warder, Warder এবং Convict-রা সবাই সেদিনকার রাত্রের গোলমাল অপরের প্রেরণায় করিয়াছে বলিয়া যে বলিয়াছিল—কী ভীষণ মিথ্যাবাদী এরা।

কোনও জেলে আমি এ-পর্যন্ত officer এবং Warder-দের একযোগে এইভাবে grossly মিথ্যাচরণ করিতে দেখি নাই। Head Warder এদের পাক্কা agent। লোকটা খুব violent, মুখও খুব খারাপ। এইরূপ সাংঘাতিক মিথ্যায় সময় সময় মন খুব খারাপ হয়—unbalanced হই। কিছুই প্রমাণ হয় না। Officer-রাও Seriously enquiry করে না। সত্য জানিতে, বুঝিতে চায় না। সত্য বোঝে; স্বীকার করার moral Courage নাই। তবে violence বন্ধ হইয়াছে। কয়েদীদের খাবার খুব ভাল হইতেছে—কম্বল ইত্যাদিও পাইতেছে। এরা যে violence করিয়াছে তা প্রমাণ হয় নাই, কিন্তু যে enquiry হইল তাহাতে এরা ভীত হইয়াছে। এবং violence বন্ধ হইয়াছে। এটা আমার পক্ষে খুব তৃপ্তির। কিন্তু এই নির্লজ্জ মিথ্যা—Officer-দেরও এতে যোগ দেওয়া—এতে এত ঘৃণা, রাগ হয় যে সময় সময় unbalanced-ও হই। কাল সেই ৪টি কয়েদীর দুজনার সঙ্গে দেখা—যে সবচেয়ে offensive ছিল, দেখামাত্র লম্বা সালাম।

জেলার সাহেবের সঙ্গে কাল দেখা হইল। সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন অসুবিধা কিছু থাকিলে তাঁহাকে জানাইতে বলিলেন। Superintendent, as M.O. সব কিছু solve করিতে পারেন এটা আমাকে বলিতে বলিলেন। আমি বলিলাম,

আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার অভাবে ইনি proceed করিতে পারিতেছেন না। আজ পেটটা ভাল না থাকায় mental balance-ও ঠিক ছিল না। ॥ ২২শে নভেম্বর : বংপুব জেল ॥

শরীর ভাল না থাকায়ও বটে এবং অন্যান্য কারণে কাল balance disturbed ছিল। আজ সকালে সহজ হইবার পথ দেখিলাম। অপরকে ভাল করিতে গেলেও নিজেকে ভাল করা, আরও ভাল হওয়া, একটা বড পথ। সপ্রেম আচরণ দ্বারা—অসত্যকে সত্য দ্বারা, নিজের প্রেমপূর্ণ সত্য আচরণ দ্বারা—ভাল করা একটা বড় পথ। Self-conquest leads to conquest of outside world। বীরের রক্তে জমি উর্বরা হয়—এর মধ্যেও এই সত্য নিহিত আছে।

কয়েদীদের suffering দেখি অসংখ্য, Officer-দেরও দেখি, Warder-দেরও দেখি। অনেকদিন ইহা চলিবে—যে-পর্যন্ত এদের মধ্যে বোধ না আসিবে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে না পারিবে, নিজেদের ব্যথার কথা, বেদনার কথা সবলে একক বা দলবদ্ধভাবে বলিতে না পারিবে এবং বলিতে গেলে যে দুঃখ-কষ্ট আসিবে তা বরণ করিতে না পারিবে—সে পর্যন্ত solution নাই। যখন পারিবে তখন আলোর প্রকাশে অন্ধকার যেমন দূর হয়, তেমনি সব ব্যথা দূর হইবে।

রাগ-দ্বেষ নয়। আরও ভাল হওয়া এই-ই মন্দের জবাব, প্রতিকার। এই অবস্থা, এই নীচতা, অসত্যাচরণ, এই violence ইত্যাদি—এর সামনে একটি উজ্জ্বল নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্থাপন করো, সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করো নিজের জীবনে। ॥ ২৩শে নভেম্বর : বংপুব জেল ॥

কাল খাবার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, আই জি জানাইয়াছেন, within cost diet vary করা চলে, আর p. c. দ্বারা vegetables খরিদ করা চলে। Accommodation সম্বন্ধে কাল আলোচনা করিবেন। ॥ ২৮ শে নভেম্বর : রংপুর জেল ॥

সুপার-এর সঙ্গে কথা হইল। অফিস টি বি রোগীদের জেলের বাহিরে রাখার ব্যবস্থা করিবে! Sanitary measures improve করা হইবে। আমার বিছানাপত্র ইত্যাদি রৌদ্রে দিবার অন্যত্র ব্যবস্থা করা হইবে, Exercise book, live fish প্রভৃতি সম্পর্কে rule or convention এঁরা অনুসরণ করিবেন—আমাকে ইহা আই জি প্রভৃতিকে জানাইতে হইবে! Accomodation in Hospital to continue. ॥ ২৯শে নভেম্বর : রংপুর জেল ॥

গত চার পাঁচ দিন পর্যন্ত দুইজন নাইট ওয়াচার রাত্রে coughing এবং কিছু loud counting-এর দ্বারা ঘুমের ব্যাঘাত করে। আই জি-কে একাধিক বার ইহা জানানো হয়। কোনও ফল হইল না। কাল রাত্রে একটা হইতে প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত এই উৎপাত চলে। কাজেই ঘুম একদম হইল না। শরীর খুবই খারাপ। আজ আবার সব লিখিয়া ডেপুটি জেলার সাহেবকে জানাইলাম। আজ নাইট ওয়াচার বদল হইল—সাপ্তাহিক বদলী। ॥ ৫ই ডিসেম্বর : রংপুর জেল ॥

কাল হইতে বিছানা রৌদ্রে দেওয়া হয়, তবে অসন্তোষজনক। থইয়েব

জন্য বলা হইয়াছে, করলার জন্যও, তবে এখনও পাওয়া যায় নাই লিখিবার খাতাও পাওয়া যায় নাই। ১০ই ডিসেম্বর, : রংপুর জেল ॥

গুড় ও মিছরি হেড্-ওয়ার্ডারের কাছে ফেরত দিই।

Now that the struggle is on, utmost coolness necessary to maintain dignity, prevent mistakes due to heat. ॥ ১২ই ডিডিসেম্বব : বংপুব জেল ॥

কয়েক রাত্রে যে-কয়েকটি লোক অপরের ইঙ্গিতে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে তাহাদেরই প্রধান একজন কাল বৈকালে আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল—“বাবু একটু ঘি চাই।”

ঘি দিলাম।···জেলভর এটা লইয়া হইচই হইয়াছে। সুপার এবং গভর্ণমেণ্টকেও এ-বিষয়ে আমি লিখিয়াছি তা-ও সবাই জানে। এদের যে আমি innocent tools মনে করি এবং সুপার ও গভর্ণমেণ্টকে লিখি, তা-ও জানা আছে।···এই লোকটি প্রথমে পাত্র আনে নাই। আমার সম্মতি লইয়া পরে পাত্র লইয়া আসিয়া ঘি লইয়া গেল। এর কি ভরসা ছিল না? অপরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছে কি? ইহাদের আচরণে আমার মানসিক অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে এ আসিল কি করিয়া? সঙ্কোচ বোধ করে নাই! ॥ ১৩ই ডিসেম্বব : রংপুর জেল ॥

ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি কাশি, tonsil troubles, flatulence, দন্তশূল ইত্যাদি কতকগুলি অসুখ-বিসুখের টোটকার যে ফরমুলা জানা আছে দেখিতেছি এতে লোকের বেশ উপকার হয়। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত

জ্ঞান দরকার। সাধারণ রোগ ও তাহার চিকিৎসাপদ্ধতি জানা দরকার।

Minimum weight and maximum strength—what's the diet? Experience of these few days has helped. Among other things. (a) maintenance of general health, (b) not loading the stomach at mealtime—eat a little less.

পাবনা জেল

পরশু (২১।১২।৫৪) বেলা প্রায় ২টার সময় রংপুর জেল ত্যাগ করিযা কাল সকাল প্রায় নটার সময় পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট জেলে পৌঁছিলাম।

সেদিন আসিবার পূর্বে রংপুর জেলের সুপার প্রভৃতি দেখা করিলেন—nice parting হইল। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার সামনে জেলার সাহেবকে লইযা যে তিক্ততা ঘটিল সুপার বলিলেন যে, ইহা তাঁহারই ভুল হইয়াছে। জেলার সাহেব চলিয়া আসার পূর্বে, অফিসে বসিযা সবটা আলোচনা করিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার সেই কথাটা ভুল ও অন্যায় হইয়াছিল। ইহাই সত্য, সুপার যেটা তাঁহার ভুল বলেন সেটা ততটা তাঁহার ভুল নয়। দোষ, ত্রুটি, ভুল অন্যায় জেলার সাহেবের। তবে জেলার সাহেব সেটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। আমিও আমার যে ত্রুটি তাহা স্বীকার করিলাম। তাহা হইতেছে এই যে, আমি কেন জেলার সাহেবের grave provocation (সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা চার্জ) সত্ত্বেও নিজেকে শান্ত করিতে পারিলাম না। কেন আমি dignified, decent, calm, peaceful

expression দিতে পারিলাম না, কেন শান্তভাবে and in a winning manner আমার বক্তব্য বলিতে পারিলাম না। এটা আমার আদর্শ হইতে চ্যুতি। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্রোধ যে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক তাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উল্লেখ করিলেন, যদিও সবটা দোষ তাঁহার নিজের উপরে নিলেন। তাঁহার সহিত যখন সুন্দরভাবে কথা হইতেছিল তখন তাঁহার পক্ষে জেলার সাহেবকে ডাকাটাই ভুল হইয়াছিল। না ডাকিলে এই তিক্ততার সৃষ্টি হইত না। এই উষ্মা প্রকাশ ও কথা কাটাকাটির ফল আপাতদৃষ্টিতে যাহাই হউক পরে ইহা সুখকর হয় নাই। জেলার সাহেবের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ শুধু জেলার সাহেবকে নয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও খুব অপদস্থ করিযাছে আই জি-র কাছে, গবর্ণমেণ্টের কাছে, অফিসারদের কাছেও।

জেলার সাহেবের সহিত কিছুদিন পূর্বে কথা প্রসঙ্গে বলিতেছিলাম যে, আমি এক মাসের মধ্যে বদলি হইব। তিনি বলিলেন, 'আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বা আই জি আপনাকে এখান হইতে বদলি করিবেন না।'

আমি বলিলাম, এবার আপনারা যাহা লিখিয়াছেন (মুচির মৃত্যু লইযা যা হইতেছে ইত্যাদি) তাহাতে আমাকে বদলি করিতে হইবেই। আমি নিজে চেষ্টা করিলে ১৫ দিনের বেশি লাগিবে না, তবে আপনারা অত তাড়াতাড়ি পারিবেন না···Accomodation সম্বন্ধে আমি এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, গবর্ণমেণ্ট অব্ ইষ্ট বেঙ্গলকে ২৪।১১ তারিখে লিখি। পাবনা আসিয়া দেখি আই জি আমার এখানে থাকার জন্য এখানকার নিরাপত্তা বন্দীদের দিনাজপুর বদলি করে। প্রথম দল ১১।১২, দ্বিতীয় দল অর্থাৎ রংপুরের এম-এল-এ সাহেবকে, ১৬।১২ তারিখে বদলি করে। কাজেই ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিক দিয়াই আই জি প্রভৃতি ইহা সাব্যস্ত করেন।

তাহাতে আমার যে বিশ্বাস এবং কথা যে আমি লিখিলে ১৫ দিন, এবং ইহারা চেষ্টা করিলে মাসখানেক, তাহা মিলিয়াই গেল।

সুপার-এর সহিত বিদায় কালীন আলাপ বেশ ভাল হইল। আমি কালীপদ (বিচারাধীন) এবং কনভিক্টদেয় শীতের কষ্ট এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আবার জানাইলাম। আসিবার সময় ডেপুটি সাহেবকে একটা শ্লিপে উমেশ বর্মন এবং বুজুরগ্ আলী সম্বন্ধে বলিয়া আসিলাম। আসার সময় অফিসে শুনিলাম বুজুরগ্ আলী অফিসে গিয়াছে।

রংপুর জেলে শেষের দিক দিয়া এই ঝক্কি বেশ ভালই লাগিল। এই বয়সে, এই স্বাস্থ্যে, একেবারে একাকী এই সব বিষয় লইয়া যে সংগ্রাম করিলাম, তাহাতে আমার শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য, শক্তি ইত্যাদির পরিচয় পাইতেও বেশ সাহায্য করিয়াছে। আমাব সবলতা দুর্বলতা, আদর্শ ইত্যাদির পরিচয় আমি অনেকটা পাইয়াছি।

রংপুরের এম এল এ হবিবুর রহমান এখানেই এই ঘরেই ছিলেন আমার আসার পূর্বে। তাঁহাকে এবং অন্য কয়েকজন নিরাপত্তা বন্দীকে দিনাজপুর বদলি করিলেন। এখানে সব বুঝিযা মনে হইল হবিবুর সাহেব সম্বন্ধে আমি যে রংপুর ডি আই ও-কে বলিযাছিলাম ও লিখিযাছিলাম তাহাব ফল হইয়াছে। ডি আই-ও বুঝিয়াছে হবিবুব সাহেব কমিউনিস্ট নন। ফলে বিনা সর্তেই খালাস হইলেন। ইহাতে আমার বেশ তৃপ্তি হইল। রংপুর কলেজ-এব ছেলেরাও এমনি বিনাসর্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিত যদি তাহারা কিছু ধৈর্য ধাবণ করিতে পারিত। তবে ধৈর্য ধরার পথে কিছু অসুবিধাও ছিল। প্রথমত উহারা ছাত্র, তদুপরি পরীক্ষার্থী। অনেকের পড়া হযত একেবারেই বন্ধ হইত। দ্বিতীয়ত আই বি হইতে উহাদের এই বলিযা ভয় দেখান হইতেছিল যে, সতীনবাবু লোক সুবিধার নয়, উহার সহিত মিশিবে না, ৩০ বৎসর সে জেলে ভুগিয়াছে তোমরাও ভুগিবে।

তাহার সহিত মিশিবে না, তাহার কথা শুনিবে না। এই দুই কারণে ছাত্ররা অসুবিধায় পড়িয়া গেল। কিন্তু হবিবুর সাহেব শক্ত লোক, ফলও পাইলেন। তাঁহার আরো একটা লাভ হইল। তিনি যে কমিউনিস্ট নন তাহা ডি আই বি এবং গবর্ণমেণ্টের কাছে পরিষ্কার হইল। ইহাতে তাঁহার বাইরের কাজেরও সুবিধা হইবে। গবর্ণমেণ্টের ধারণা পরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে আর ভুগিতে হইবে না—যদি না হবিবর সাহেব মত পরিবর্তন করেন। ॥ ২৪শে ডিসেম্বর : পাবনা জেল ॥

এখানকার সংসার শুরু হইল। ডেপুটি সাহেব হাফিজুর রহমান ও কেরানী সাহেব আমার পরিচিত। ডেপুটি সাহেবের সহিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিক দিয়া রংপুরে ছিলাম। কেরানী সাহেবের সহিত ময়মনসিং জেলে ছিলাম।

রংপুরের পর্যায় ত একভাবে শেষ হইল। এখানকার দিনগুলি কিভাবে কাটিবে? এখানে আসার দুই একদিন পূর্ব হইতে ডেপুটি জেলার সাহেব তাঁহার মনের অবস্থা অনেকটা খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমি যে সব অভিযোগ করিয়াছি (মিথ্যা কথা বলা, দুর্বলতা দেখান ইত্যাদি)—এই সব সম্পর্কে বলিলেন যে পূর্বে এমন ছিলেন না। নানা অবিচারে তাঁহার মন ভাঙ্গিযা, দমিয়া গিয়াছে, কাজেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন।···জেলার সাহেবও আমার সঙ্গে তাঁহার যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন—মুক্তকণ্ঠে সেদিনকার ব্যাপারে তাঁর দোষ স্বীকার করিলেন। ইহাতে সবটা পরিষ্কার হইল—আমার যে খট্‌কা ছিল, দুঃখ ছিল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জেলার সাহেব কি honestly মনে করেন আমার ত্রুটি? আসিবার দিন দুই জনেরই সরল স্বীকারোক্তিতে তাহা পরিষ্কার

হইল—ইহাতে আমার মনেরও সেই দুঃখ ও খটকা কাটিয়া গেল। কিন্তু জেলার সাহেব এতদিন স্বীকার করেন নাই কেন? নিজেরা যদি দোষ বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ vindictive step-গুলি নিলেন কেন? Nature ভাল না। ॥ ২৭শে ডিসেম্বর : পাবনা জেল ॥

কাল মাঝরাত্রে একবার যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেক দিনের একটা প্রশ্নের জবাব মনে আসিল। প্রশ্নটা কতকটা এই ধরণের—আমি পাকিস্তানের সেবা কীভাবে করিতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর কাল যেভাবে আমার মনে উদয় হইয়াছিল তাহা কতকটা এইরূপ :—জনসাধারণের অভাব-অভিযোগগুলি জানো, বোঝো। নিজেকে তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে করো।

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমার জীবনে রাজনীতি খুব ফলপ্রসূ হয় নাই। একটা সুনির্দিষ্ট মত চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ধরিয়া সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া, নিজেকে তৈরী করা intellectually ও morally এবং কাজের নির্দিষ্ট পথে সংগঠনী শক্তি লইয়া অগ্রসর হওয়া—ইহা কি জীবনে সফল হইয়াছে? অনেকটা দেশ-জোড়া আন্দোলনের জোয়ারে চলিয়াছি। এই জাগরণ, এই আন্দোলনের একটা আদর্শের দিক আছে। যাহার ফলে আত্মবিশ্বাস লাভ করিয়াছি। তাহার ফলে অনেক ব্যক্তিগত স্থানীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছি। Extraordinary অনেক traits দেখা গিয়াছে, অনেক extraordinary achievement-ও হইয়াছে। Local affairs, local issues প্রভৃতিতে যে leadership সম্ভব হইয়াছে, national issue-তে সেটা কখনও প্রস্ফুট হয় নাই।

এই বয়সে, এই স্বাস্থ্যে—কেমন করিয়া এই জিনিসটা সফল করা? ॥ ২৮শে ডিসেম্বর : পাবনা জেল ॥

কতকগুলি প্রাথমিক ব্যাপার বেশ তৎপরতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুই দিন যাবৎ আবার যেন ঢিলা দেখিতেছি। কতকগুলি ব্যাপারে বোধ হয় অভিজ্ঞতার অভাব আছে। যেমন স্টোভ, স্পিরিট, টোস্টার ইত্যাদি। এগুলি আমাকে দেওয়া সম্বন্ধে দ্বিধা আছে বলিয়াই কি সময় নিতেছে? না, অন্য কিছু। জেল বিভাগের কর্তাদের কথায় তাই মনে হয়। ডাল ইত্যাদির পরিবর্তে ঘি দেওয়া সম্পর্কেও কি অভিজ্ঞতার অভাব? যদি অভিজ্ঞতার অভাব না হয়, যদি কোন অসুবিধা না হয, তাহা হইলে বিলম্ব কেন? যাহাই হউক, অসুবিধা থাকিলে আলোচনা করিয়া একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসা উচিত। তাহাই বা হইতেছে না কেন? সাধারণভাবে আমার প্রতি ইহারা সদয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে-লোকটি আমার রান্না করে তাহার ব্যবহারের যে পরিচয পাই তাহাতে সময়ে সময়ে ধৈর্যচ্যুতি হয়। দুর্বল, ভীরু, মূর্খ—মিথ্যাবাদীও বটে। আজ দুপুরে চরমে গিয়াছিলাম। পরে দুঃখ অনুভব করিয়াছি। তারপর দিনটা ভাল যায় নাই। শীতকালের দিন। অত্যন্ত মেঘলা আবহাওয়া। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িয়াছে। এতেও মন ভাল ছিল না। এই কয়দিন পাকে তেল ব্যবহার করার ফলেই বোধ হয় কাল হইতে শরীরটা খুব খারাপ লাগিতেছে। সারা সকালটা বমি বমি ভাব, শরীর অসুস্থ। কাল বিকাল হইতে তরকারি ঘিতে পাকানো শুরু করিয়াছে। ॥ ২৯শে ডিসেম্বর : পাবনা জেল ॥

একই প্রদেশ, একই শাসনযন্ত্র, একই আইন-কানুন। তবু এখানকার আর রংপুরের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কত তফাৎ। পরশু কাগজে পড়িলাম বেলায়েত বরিশাল জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছে। তবে বোধহয় মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে অন্তরীণ থাকিতে হইয়াছে।

এতে ওর চিকিৎসার সুবিধা হইবে। মঞ্জুর কি হইল? ॥ ৪. ১. ৫৫
পাবনা জেল ॥

পরশু দুপুরে খাবার পর আরাম কেদারায় রৌদ্রে শুইয়াছিলাম, তখন হঠাৎ জেলার সাহেব একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বলিলেন যে জেলাশাসক তাঁহাকে আমার সহিত দেখা করিয়া স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই বেশী প্রশ্ন করিলেন। ডাক্তার সাহেবকেও বারে বারে খবর দেওয়া হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না।

তার দিন দুই পূর্বে একজন পুলিস অফিসার আসিয়া আঙ্গুলের ছাপ লইয়া গেলেন। বরিশালে একবার লওয়া হইয়াছে। আবার এখানে নিল। রংপুরে তো নেয় নাই। একি রিলিজের প্রস্তুতি? যদি তাহাই হয়, তবে আমার সম্পর্কে জেলাশাসকের খোঁজ-খবর লওয়ার সহিত ইহার কোনো সঙ্গতি আছে কি?

রংপুরে তো এতদিন ছিলাম। জেলাশাসকের তরফ হইতে কখনও আমার প্রতি কোন উৎসাহ দেখান হয় নাই। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের জন্য যখন জেলে ছিলাম তখন পত্রিকায় আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু লেখালিখি হওয়ায় এবং বোধ হয় মাইনরিটি মিনিস্টারের তরফ হইতে নির্দেশ আসায় আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তদন্ত হয়। এবারেও জেলাশাসকের এই তদন্তের পিছনে এমন কিছু আছে কি?

কাল সন্ধ্যায় ইত্তেফাক পত্রিকায় কলিকাতার এক রিপোর্টে অন্যান্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি পড়িলাম। দেশ বিভাগ এবং তৎকালীন ঘটনাবলী সকলের মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে, সদ্ভাব, সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইতেছে, উভয় দেশের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে

উভয় দেশের প্রতি সদ্ভাব ইত্যাদিও বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সত্ত্বেও পাকিস্তান হইতে অনবরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতে চলিয়া যাইতেছে। ইহার জন্য বিশেষ কোনও একটি কারণ নির্দেশ করা যায় না। অনেক কারণ আছে। তবে অর্থ নৈতিক কারণ বোধহয় ইহার জন্য বেশী দায়ী। পাকিস্তানে চাকুরির ব্যাপারে হিন্দুরা সম-সুযোগ পাইতেছে না বলিয়া উদ্বেগ বোধ করে। তবে এটা সাময়িক কিনা এখনও বলা যায় না। বগুড়ার সুরেশবাবুর পত্রেও সেদিন হিন্দুদের পাকিস্তান ত্যাগের সংবাদ পাই।

হিন্দু নেতা ও কর্মী যাঁহারা এখনও আছেন পাকিস্তানে তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই একটা firm conviction and determination-এর অভাব। এখানে থাকা সম্বন্ধে, এখানেরই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা যেন আস্থাহীন। আমার সঙ্গে কয়জনের এ বিষয়ে মিল ?

এমনিভাবে যদি ইহারা চলিয়া যাইতে থাকে, দশ পনের বৎসর পরে কত হিন্দু থাকিবে? তাহাদের কি থাকা সম্ভব হইবে ?

এই স্রোত কি ভাবে বন্ধ করা যায়? আবার কি ভারত হইতে হিন্দুদের ফেরান যায় ? হিন্দু মুসলমান উভয সম্প্রদাযেরই যাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে তাহাদের সবাইকে না হইলেও বৃহৎ সংখ্যাকে কি ফিরাইয়া আনা সম্ভব? তাহার উপায়ই বা কি? এখানের অন্যান্য জরুরী কাজের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপন অন্যতম। সেই কাজের সহিত ইহাও অবলম্বন করিতে প্রবল ইচ্ছা আমাব। আমি কি তাহা পারিব?

সহকর্মীদের সহিত জরুরী বৈঠকে বসিয়া অবস্থার সম্যক পরিচয় লওয়া অবশ্য কর্তব্য। বন্ধুরা যদি এ বিষয়ে একমত হন কর্মপন্থা ও কার্যসূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। আবার গুড উইল মিশন ইত্যাদি অর্গানাইজ করিতে হইবে।

এবার General political situation-এ কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে। ডাঃ খান সাহেব, মিঃ সুরাবর্দী, মিঃ আবুহোসেন সরকার প্রভৃতির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করায় দেশের রাজনীতিক আবহাওয়ার কিছু উন্নতি লক্ষ্য করিতেছি। ভাসানি সাহেবও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

এই পরিবর্তন যদি টেঁকে আর যদি উন্নতি লাভ করে তাহা হইলে তাহার সুযোগ নিয়া উদ্বাস্তুদের ফিরাইয়া আনার প্রশ্নটা উঠানো খুব সুবিধাজনক হইবে। ॥ ১০. ১. ৫৫ ঃ পাবনা জেল ॥

পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম, জেলাশাসক গভর্ণমেণ্ট হইতে রেডিওগ্রাম পাইয়াছেন। তাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাইয়া আমার ক্যানসার সম্বন্ধে সংবাদ নিলেন। কাল ডাক্তার সাহেবের সহিত কথা হইল। আজ হইতে মেডিকেল গ্রাউণ্ড-এ আধ সের দুধ, এক ছটাক চিনি, দুটি লেবু ও দুটি ডিম দিতে শুরু করিলেন। Rangpur C. S. Vs. Pabna S. A. S. ! এদিকে এখানকার অফিসাররা আমার জন্য খুব অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমার খুব অসুবিধা হইতেছে। কতগুলি জিনিস সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না (খই, বৃঃ রত্নগর্ভ, আমলকী ইত্যাদি) এ তো সত্য। অন্য সূত্রে অন্য খবর পাইতেছি। খরচের ভয়—বিশেষভাবে জেলার সাহেব এবং সুপারও নূতন বলিয়া বটে। শুধু আমার ব্যাপারে নয়, যে কোন খরচ সম্বন্ধে অতি সতর্ক। সেদিন জেলার সাহেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিলেন, আমাকে চট্টগ্রাম অথবা ঢাকা বদলি করিলে ভাল হয়। কাল সকালে কেরানী সাহেবও আসিয়া নানাভাবে এই কথা বলিলেন, তারপরে প্রস্তাবই দিলেন, "আপনি বদলির জন্য দরখাস্ত করুন।"

তাহাদের দিক দিয়া প্রধান এবং কঠিন অসুবিধা কি? বেশ

তো friendly way-তে চলিতেছি—কোন friction নাই। তবু তাহাদের এই মনের অবস্থা কেন? তাহারা তো খুব helpful। রংপুরের অনেক অসুবিধা এখানে আসার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

আমার অসুবিধা এমন আকার ধারণ করে নাই যাহাতে ইহাদের সহিত কোন friction দরকার বা transfer-এর চেষ্টা করা দরকার হয়। ॥ ১১. ১. ৫৫ ঃ পাবনা জেল ॥

দিন পনের-ষোল যাবত জ্বর হইতেছে। প্রথম ছয়-সাত দিন তেমনটা খেয়াল হয় নাই, ভাবিয়াছি অমনিই সারিয়া যাইবে। ১৩।১ তারিখ হইতে এস. এ. এস-কে বলি—টেম্পারেচার রেকর্ড করা শুরু করি। প্রথম কয়েকদিন দুপুর ১২টা হইতে রাত্র ১২টা পর্যন্ত জ্বর থাকিত। কয়েকদিন কুইনিন মিকশ্চার ও অ্যালকেলিন মিকশ্চার ব্যবহারের ফলে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত টেম্পারেচার চলিতে লাগিল। অধিক রাত্র পর্যন্ত ঘুম হইত না। টেম্পারেচার ১০১° এর উপর দেখি নাই। কাল এবং পরশু টেম্পারেচার উঠে নাই, তবে সন্ধ্যা হইতে জেনারেল আন-ইজিনেস ঠিক আসে, যেমন জ্বরের সঙ্গে। কানে তালা লাগিয়া গিয়াছে। আজ এস. এ এস-এর ইনস্ট্রাকশানে এক দাগ খাবার পরে কুইনিন মিকশ্চার বন্ধ করা হইল। তবে ক্যালশিয়াম চলিতে লাগিল।

সেদিন মিঃ আবুহোসেন সরকার, এম. এল. এ দেখা করিলেন। তিন-চার দিন পরে খই এবং ভেষজ ইত্যাদি সরবরাহ করিলেন। আজ বৃঃ রত্নগর্ভ ও মহাপিত্তান্ত রস সরবরাহ করিলেন।

ইতিমধ্যে তিন চারদিন পূর্বে ডি. আই. ও. আমার ঘরে আসিয়া দেখা করিলেন (বরিশালের বর্তমান ডি.আই.ও-র পূর্বে যিনি ছিলেন)।

জেলাশাসক সেদিন একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে এবং পুলিস সুপার একজন ডি. আই. ও-কে পাঠাইয়াছেন।

এবার জেলে এই প্রথম অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিলাম, খুব বেশী পরিমাণে। শরীরের জ্বালা খুব। জ্বর আসে না বটে, কিন্তু যন্ত্রণা খুব, গ্রন্থি প্রভৃতির কষ্টও বেশ। যদি এটা সাধারণ জ্বর হয়, অন্য কিছু না হয়, তাহা হইলে মশার কামড়ই প্রধান কারণ মনে হয়। এই অসুখ রংপুরে হইলে মনে হয় অসুবিধা বেশী হইত—ওখানকার যে পরিবেশ! ওখানে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল, তাহার উৎপাত তো ছিলই, তদুপরি এই রোগের যন্ত্রণা। ওখানকার তুলনায় এখানকার ফালতুরা অপেক্ষাকৃত ভাল। ওখানকার বাসস্থানের যে অসুবিধা (সাইড রুম ইত্যাদি) তাতেও যন্ত্রণা বেশী হইত। ॥ ২১. ১. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

জানুয়ারী মাস ভোর স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাইতেছে। জ্বরটা ম্যালেরিয়া মনে করিয়া কুইনিন মিকশ্চার ইত্যাদি দিলেন। তাহাতে জ্বরের কাঁপুনি কমিযাছিল। আবার শুরু হইয়াছে। দুই-তিনদিন টেম্পারেচার ছিল না, জ্বর জ্বর ভাব ছিল সারা রাত্র এবং ঘুমও নাই। আজ ডাক্তার সাহেব বলিলেন, মল-মূত্রাদি পরীক্ষা করিতে হইবে।

রংপুর টি. বি. ওয়ার্ড হইতে কোন ছোঁয়াচে রোগ লইয়া আসিলাম কি? দেখা যাক। এবার জেলে পাবনাতে আসিয়াই প্রথম হাসপাতালের ঔষধ নিলাম।

যদি কঠিন কোন রোগ হইয়া থাকে এবং তাহা প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরা পড়ে, রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসা হয় তাহা হইলে ভাবিবার কিছু নাই।

মুশরুওযালা ২০ বৎসর হাঁপানী রোগের সহিত কঠিন সংগ্রাম

করিয়া তাঁহার বিরাট দায়িত্ব এবং কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন। সেনেটার টাফ্‌টও তাই। অনেক বড় লোকের জীবনে এটা দেখা যায়। অবিচলিতভাবে, ইন স্পাইট অব্ অ্যাকিউটেস্ট অ্যাগোনি, নিজেদের দৈনন্দিন গুরুকর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন।

বরিশাল হইতে যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় পত্রিকায় নাকি লেখা হইয়াছে আমার ক্যানসার-এর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সেদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আসিলেন। তিনিও সে রিপোর্ট পাইয়াছেন এবং ক্যানসার সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন।

পরে ডি. আই. ও. আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, স্পেসিফিক কোন অসুখ সম্বন্ধে নয়—সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন রংপুর টি. বি. ওয়ার্ডের কাছে আমার থাকা উচিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে বলি যে, প্রথমেই স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'যখন ফাউল প্লে সাসপেক্ট করিলাম, তখনই স্টেপ নিলাম।' তিনি রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করার প্রস্তাব করিলেন।

অনেক কঠিন কঠিন শারীরিক অসুস্থতায় আমি নাম-করা চিকিৎসকদের পরামর্শ লইয়া মিনিমাম মেডিসিন কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডায়েট, হ্যাবিট কণ্ট্রোল ইত্যাদির দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছি। এবারও যদি কোন শক্ত রোগ হইয়া থাকে এবং সত্বর রোগ নিরূপণ হয় এবং শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের পরামর্শ করার সুযোগ পাই, তাহা হইলে ভাবনার কিছু নাই। বরং আমার ডায়েট কণ্ট্রোল, নেচার কিওর ইত্যাদির আর একটা ভাল অভিজ্ঞতা হইবে—তবে মুক্ত না হইলে শক্ত। ॥ ২৫. ১. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

গত পরশু মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য লওয়া হইল। কাল এস. এ. এস. বলিলেন, তিনি ইউরিন পরীক্ষা করিয়াছেন—সুগার

ও অ্যালবুমিন নাই। ইহার অর্থ কি এই যে, ডায়াবেটিস-এর যে লক্ষণ এক সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেটা সম্পূর্ণ সারিয়াছে (রক্তটাও পরীক্ষা করা দরকার—প্রস্রাবে না থাকিতে পারে—রক্তে থাকিতে পারে ? শান্তি বলিয়াছিল—ডায়াবেটিস। কবিরাজ মশায় বলিয়াছিলেন ডায়াবেটিস নয়—নর্মাল ডায়েটই নেওয়া উচিত। জেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে নর্মাল ডায়েট নিতেছি, তবু তো সুগার পাওয়া গেল না। কবিরাজ মশায়ই ঠিক মনে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—ডায়াবেটিস নয়—অন্য কোনো রোগ, তা মহাপিত্তান্তক রসেই নিরাময় হইবে। যদি ডায়াবেটিস হইত, তাহা হইলে জেলে যে ডায়েট নিতেছি তাহাতে খুব বাড়িয়া যাইত। ॥ ২৮. ১. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

কাল মল-মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষার রিপোর্ট আসিল। আজ সকালে জেল সুপারকে চিঠি দিলাম মেডিক্যাল অফিসারকে অনুরোধ করিতে, আমাকে যাতে অবশ্য দেখেন। কিছু পরেই হঠাৎ মেডিক্যাল অফিসার ও এস. এ এস. আসিলেন। মেডিকেল অফিসার বলিলেন অ্যাকসিডেণ্টাল কয়েনসিডেন্স। তিনি পূর্বেই ঠিক করিযাছিলেন আসিবেন ও আমাকে দেখিবেন, ইতিমধ্যে আমার চিঠি পান।

বুক, জিহ্বা, পেট ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন। তিনি প্যাথলজিস্ট-এর রিপোর্ট দেখিয়াছেন। প্রেসক্রিপশন করিলেন—আশা প্রকাশ করিলেন শীঘ্রই রোগমুক্ত হইব। দুই দাগ ঔষধ খাইলাম। দুপুরে যেন পূর্বের চেয়ে আজ ভাল ঘুম হইল, দুইবার। সন্ধ্যায় জ্বরভাব শুরু হইয়া পরে জ্বর আসে। কাল হইতে জ্বর আসার পূর্বেই রাত্রের খাওয়া শেষ করি। আজও সেই আশঙ্কায় ৩টায় খাইলাম ; কিন্তু অন্যান্য দিন যে সময় জ্বরভাব শুরু হইত, তাহার পর দু'ঘণ্টা অতীত হইল। এখনও জ্বর আসিল না। অনেকদিন পরে এই অভিজ্ঞতা

এই প্রথম। এই কি পরিবর্তন শুরু হইল ! সি. এস. বলিলেন, মল আবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

সমস্ত জানুয়ারী মাসটা দারুণ ভুগিতে হইল। আজ হইতে কি অবসান শুরু ? কমলবাবুর মতে তো গ্রহের ফের।

এস. এ. এস. বা সদর হাসপাতাল—প্রস্রাবে কেহই সুগার, অ্যালবুমিন ইত্যাদি পান নাই। শান্তির মতে ডায়াবেটিস এবং ডায়েট এখনও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত (৫।৬ দিন হয় পত্রে লিখিয়াছে)। অথচ দমদমের কবিরাজ মহাশয় প্রথম হইতেই বলিয়াছেন ডায়াবেটিস নয়, নর্মাল ডায়েট নেওয়া উচিত। প্রস্রাবে যেসব দোষ পাইয়াছেন, সেসব ডায়াবেটিস নয়, অন্য দোষ। নর্মাল ডায়েট এবং মহাপিত্তান্তক বস ব্যবহারেই দোষ যাবে। হইলও তাই। জেলে ঢুকিয়াই নর্মাল ডায়েট নিতেছি, মিষ্টিও প্রচুর খাইতেছি ; কিন্তু ডায়াবেটিস-এর কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না। কবিরাজ মশায়ের কি অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান— কত অদ্ভুত ! এদের ইলাবোরেট প্যাথোলজিক্যাল এগজামিনেশান অব ব্লাড, ইউরিন ইত্যাদি, আর কবিরাজ মহাশয়ের শুধু নাড়ী— তাঁরই কথা সত্য হইল !

সন্ধ্যা ৭টা—যদিও অন্য দিনের অস্বস্তি নাই, কিন্তু টেম্পারেচার দেখি ৯৯° ডিগ্রী। ॥ ২৯. ১. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

মেডিকেল অফিসারের দেওয়া মিকশ্চার খাইবার পর ২ দিন ভাল গেল। কোনও জ্বর বা অস্বস্তিও না। ঘুমও ভাল হইতেছে। কিন্তু আজ দুপুরে টেম্পারেচার ৯৯° ডিগ্রী উঠিয়াছে, অস্বস্তি বোধ করিতেছি। তবে জ্বর বিকালেই নামিয়া যায়। কিন্তু একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকি। কাল আবার রক্ত পরীক্ষা করা হইবে। ব্যাপার কি কিছুই বোঝা যাইতেছে না।

Whatever the reasons, I should face it calmly—follow M. O.'s advice, at the same time lose no patience, continue studies and ideal in manners etc. Attend to study. ॥ ৩১. ১. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

কাল হইতে আবার বেশ কষ্ট শুরু হইয়াছে। জ্বর ৯৯ ডিগ্রী, ঘুম ভাল হইতেছে না। আজও দুপুর হইতে জ্বর ৯৯° ডিগ্রী···এখনও প্রায় এইরকম। দুপুরে শরীরে বেশ যন্ত্রণা ছিল, এখন কিছু কম।

এস. এ. এস. বলিলেন, কালই ফাইন্যাল করিতে চাই—এখানেই চিকিৎসা করা না ঢাকা বদলী করা ?

নানা হতাশজনক উপসর্গ দেখা দিতেছে, শারীরিক ক্লেশও খুব বেশী। মুখে রুচি না থাকায় আরো কষ্ট বেশী। বাইরে গুজব রটিয়াছে আমার ক্যানসার হইয়াছে। এস. এ. এস-এর আশঙ্কা, আমার যক্ষ্মা হইযাছে। চরম বিপদ। মনে কোন ভীতি নাই। শান্ত-নম্রচিত্তে সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে চাই, যাহাই হউক। যদি এর কোনটাই হয, এবং তৎপরতার সহিত যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ভাবনার কিছু নাই। মরিলেই বা কি ? মৃত্যু তো একদিন আসিবেই। তবে যে ব্রত নিয়া আছি তাহার শেষ দেখিবার সাধ খুব বেশী। যদি দেখা না-ই হয়, আগেই যাইতে হয়, তবে শেষ পর্যন্ত নিজের কাজ করিয়া সান্ত্বনা। যদি দু'টার কোনও একটা রোগে আক্রান্ত হই এবং এরাও চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা না করে বা আমাকেও মুক্ত কবিযা আমার পছন্দমত চিকিৎসা করিতে না দেয়, তাহা হইলে—tragedy. ইহার কোনও একটা রোগ হইলে আবার আমার ধৈর্যের একটা খুব বড় পরীক্ষা হইবে। কিন্তু আমার রাজনীতিক করণীয় কর্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ভীষণভাবে।

এস. এ. এস-এর সহিত কথা হইল। তিনি বলিলেন, final decision-এর জন্য তিনি মেডিকেল অফিসারকে বলিবেন। মেডিকেল অফিসার আসিলেন, সব শুনিলেন। আজ সকালে এস. এ. এস. বলিলেন, তিনি আরো চেষ্টা করিতে চান। তিনটি পেটেণ্ট ঔষধ প্রেসক্রাইব করিয়াছেন। দুইটা পাওয়া যায় নাই। তবে লক্ষ্য হইল general improvement of health. আমার মনে হয়, চিকিৎসা ঠিক হইতেছে না। এস. এ. এস-এর ধারণা, আমার যক্ষ্মাই হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে একমত যে আমাকে অবিলম্বে ঢাকায় বদলী করা উচিত। কাল আমি মেডিকেল অফিসারকে বলিব ভাবিতেছি। সকালে এস. এ. এস-এর সহিত পরামর্শ করিব। ॥ ৬ ২. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

কাল মেডিকেল অফিসারকে আমার এখানে আসিতে অনুরোধ করায় তিনি আসেন। আমার রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করি। তাঁহার ডায়াগ্‌নসিস্‌-এর পক্ষে যে-সব অসুবিধা আছে তাহাও আলোচনা করি। বন্দীদের জন্য এক্‌স্‌-রে করার ব্যবস্থা নাই। প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা আশাজনক ও নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং রোগ নির্ধারণ ও তাহার চিকিৎসা সম্ভব নয়। তিনি এবং এস. এ. এস. যথাসাধ্য করিতেছেন। কিন্তু এইসব অব্যবস্থার জন্য (which are beyond his control) relief পাইতেছি না। এ অবস্থায় আমাকে ঢাকা বদলী করা উচিত—for better diagnosis and treatment। তিনি একমত হইলেন এবং আবার বলিলেন, তিনি যে তিনটা patent medicine prescribe করিয়াছেন তার মধ্যে শুধু একটা (Caldaferrum) পাওয়া গিয়াছে। তিনি আমার present troubles and

history of past medical troubles S. A. S-কে দিতে বলিলেন।

আজ সকালে এস. এ. এস-কে তাহা দিলাম। আজ হইতে Caldaferrum খাইতে শুরু করিলাম। কাল বিকাল হইতে কয়েকটা বিষয়ে স্বস্তি বোধ করিতেছি। সন্ধ্যায় সাধারণত যে অস্বস্তি ভোগ করি, ততটা করি নাই। অসুবিধা হইলেও ভাল ঘুম হইয়াছে। আজও এখন পর্যন্ত (সন্ধ্যা ৭টা) কালকার মত বোধ করিতেছি, যদিও দুপুরে খাবার পর জ্বরভাব বোধ করিয়াছি। তবে slight burning sensation in the eye আছে। ॥ ৮ ২. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

কাল মেডিকেল অফিসার আই. জি-র কাছে লিখিলেন আমাকে অবিলম্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজে-এ বদলী করার জন্য—যাহাতে চিকিৎসাব সুবন্দোবস্ত হয়।

হয়ত রংপুর হইতেই এই রোগ আমাকে ধরিযাছে। এই অসুখটা যদি রংপুরে হইত তাহা হইলে কত উদ্বেগ অশান্তি হইত। এখানে পরিবেশ অনুকূল থাকায় ইহা সহজে সহ্য করিতে পারিতেছি। ওখানে (রংপুরে) সবাই মজা দিখিত। সে সবের থেকে এখানে রেহাই পাইয়াছি। এখানে অফিসও ভাল—এস. এ. এস-ও ভাল।

আজ সকালে খই প্রভৃতি না থাকায় ঘি দিয়া লপসী খাইলাম। পরে চিড়া ইত্যাদি, ডালের জুস্। বিকালে জুস্ দিযা ভাত খাইলাম, অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী। দুর্বলতা শোধরাইবার জন্য নানা কৌশলে ভাত ইত্যাদি বেশী খাইবার চেষ্টা করি। আজ দুপুরে অন্যদিনের চেযে জ্বরভাব কিছু কম। সন্ধ্যার পরের অস্বস্তির ভাবও কিছু কম। কাল হইতে ৬টা করিয়া Caldaferrum খাইতেছি। ॥ ১১. ২. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

পরশু ম্যালেনকভ পদত্যাগ করিল। কাল Sind Chief Court-এর রায় বাহির হইল। তমিজুদ্দিন খাঁর contention upheld হইল। তবে ফেডারাল কোর্ট-এ মামলা দায়ের করিতে ১৪ দিন সময় দিল। গোলাম মহম্মদ—জুরিখ-এ, মহম্মদ আলী লণ্ডন-এ। ॥ ১২. ২. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

নূতন চালটা ক্ষতি করিতেছে। কাল রাত্রে পেটে বায়ুর জন্য খুব কষ্ট পাইয়াছি। আজ সকালে একটা এবং বিকালে তিনটা চাপাটি খাই, ডাল শুধু দুপুরে। কাল নূতন চাল একবেলাও খাবার ইচ্ছা নাই। যদি প্রয়োজন হয় দু'বেলাই চাপাটি খাইব। ॥ ১৮ ২ ৫৫ : পাবনা জেল ॥

কাল আই. জি. মেডিকেল অফিসারকে অবিলম্বে আমার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিতে নির্দেশ দিয়াছে। কালই মেডিকেল অফিসার রিপোর্ট দিয়াছেন। অদ্ভুত ব্যাপার! আমাকে অবিলম্বে বদলীর জন্য মেডিকেল অফিসারের সুপারিশের জবাবে আবার পূর্ণ বিবরণ চাওয়া! স্থানীয় মেডিকেল অফিসার, যে কিনা একটা জেলার সিভিল সার্জেন তাঁকে কী অবজ্ঞা! এর পরিণাম সাংঘাতিক হইতে পারে। দায়িত্বজ্ঞানহীনতার চরম পরিচয়। আমার কি কোন টেলিগ্রাম ইত্যাদি দেওয়া উচিত এম. ও-র report অনুযায়ী দ্রুত কোন ব্যবস্থা না হওয়াতে আমাকে মুক্তিদান অথবা চিকিৎসার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তের জন্য? ইহার কোন খারাপ ফল হইতে পারে কি? ইহাদের ব্যবহারে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে বলিয়াই কি এই অধৈর্য মনোভাব? সত্যই কি এম. ও-র রিপোর্ট খুব সংক্ষিপ্ত? যদি

সংক্ষিপ্ত হইয়াই থাকে এবং আই-জি যদি পূর্ণ বিবরণ চায়—তা কি দোষের ? Theoretical argument বাদ দিলেও, আমার actual condition-এর দিকে দৃষ্টি দিয়া আমার কি করা উচিত ? যদি বুঝি চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা হইলে দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু ভিতরের কথা সঠিক বোঝা মুশকিল। ভিতরে হয়ত কঠিন কোন রোগ আছে, দেরীতে বিপদ হইতে পারে। যখন কতকগুলি distressing symptoms দেখা দিতে থাকে তখন Pathological arrangement-এর অভাবে ডায়গনসিস হয় না। এটাই তো একটা ভয়ানক অবস্থা। ॥ ২০. ২. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

পরশু অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীকে টেলিগ্রাম দিই। দুপুরে ডেপুটি জেলার সেটা হাতে করিয়া আসিয়া মেডিকেল অফিসারকে অনুরোধ জানান ওটা না দিবার জন্য। যদি আই. জি. অ্যাকশন না নেয়, তিনি একটা কিছু ব্যবস্থা করিবেন। ডেপুটি বলিলেন, আই.জি-র দোষ নয়। মেডিকেল অফিসারের রিপোর্ট অসম্পূর্ণ। তাই বিস্তারিত বিবরণ চাহিয়াছেন। ৫।৭ দিনের মধ্যে বদলী নিশ্চিত। এইবারে মেডিকেল অফিসারের দোষই পড়িবে।

কাল দুপুরে দুই-তিনবার প্রবল কাশি হইল, রাত্রে জ্বরভাবটাও বেশ। ॥ ২৪ ২. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

শোনা গেল, আমার রোগটা ছল চাতুরী কিনা তাহাও তদন্ত হইতেছে। কি criminal irresponsibility ! civil surgeon and medical officer of Jail তাঁকেও কি অবিশ্বাস ! তাঁকে অপমান করা, তেমনি অবজ্ঞা করা। মেডিক্যাল অফিসার উপস্থিত

থাকিতে non-medical I. G. কেমন করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করে? C. S. & M. O. এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারে না? M. O. জেলের position refuse করিতে পারে—রোগীর সম্বন্ধে দায়িত্ব refuse করিতে পারে—কিন্তু কিছুই করে না। কি helplessness! এইভাবে Govt. responsibility for prisoners—Security prisoners & others তো discharge করা সম্ভব নয়।

যদি মেডিকেল অফিসার টেলিগ্রাম reject বা refuse করিতেন তাহা হইলে আমি একটা পথ নিতে পারিতাম, নিজের দায়িত্ব নিজেই লইতাম কিন্তু ডেপুটি জেলারের মারফত সি. এস. এমন একটা আপীল পাঠাইলেন যে, তিনিই ইহার প্রতিকার করিবেন, আমি টেলিগ্রাম করিলে তাঁর এবং অফিসারদের উপর দোষ পড়িবে। তাই আমি আর চাপ দিলাম না টেলিগ্রামের জন্য! আবেদনে মন গলে—প্রত্যাখ্যানে নয়। কিন্তু আবেদনে এমন গলার মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে কি? মন কি গলা উচিত? মেডিকেল অফিসাররা যে আশঙ্কা করেন তাঁদের ক্ষতির, সে-ক্ষতি তাঁদের না হয়, অথচ আই. জি-র দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য, মেডিকেল অফিসারের দুর্বলতার জন্য আমার যে ক্ষতি এবং বিপদ সেটা না হয়, এমন কী পথ নেওয়া যায়? সেটা কোন পথ? পরেও আবার যখন ৪খানা representation papers চাহিলাম, ডেপুটি জেলার আসিয়া তদন্তও করিলেন, অনুরোধও করিলেন—আমি যেন অফিসের বিরুদ্ধে কোন representation না করি।...আমি তো শীঘ্রই বদলী হইয়া যাইতেছি, অফিসের সঙ্গে যেন কোন unhappy relation না হয়। ভাল কথা আমিও peaceful relation-ই চাই। এই প্রস্তাব এবং অনুরোধের মধ্যে অফিসের অভিজ্ঞতার অভাব দারুণভাবে ফুটিয়া ওঠে। তখন পর্যন্ত জেলার সাহেব আসেন নাই—এম. ও. নূতন, ডেপুটি জেলার নূতন—তাই কতকটা স্বাভাবিক। ॥ ২৮. ২. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

কাল ক্ষিতীশবাবু দেখা করিলেন। জেলাশাসককে লিখিয়াছিলাম। মনোরঞ্জন ধর ক্ষিতীশবাবুকে লিখিয়াছেন যে, আমার ইতিমধ্যে ছাড়া পাইবার নাকি কথা। ব্যাপার কি ? ডি. আই. বি. ভদ্রলোক বলিলেন, এটা বরিশাল ডি. আই. বি-র ব্যাপার।

নূতন জেলার সাহেব আসিলেন।···১।৩ তারিখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জেলার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল medical এবং general ব্যাপার নিয়া। Articles in lieu of papers, lantern ইত্যাদি সম্বন্ধে জেলার সাহেবের কতকগুলি অসুবিধা ছিল ; সুরাহা হইয়া গেল।

নাইট-ওয়াচার আহমেদকে আজ বদলী করাইলাম। বড় troublesome হইয়া উঠিয়াছিল। বেশী ফাজিল। কাল রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত করিয়াছে। স্পেশ্যাল ওয়ার্ডে থাকার অনুপযুক্ত।

নাইট-ওয়াচারের জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত খুব মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম। কাল চরমে গেল। রংপুরের কয়েকটি troubled nights মনে পড়িল। এখানে এমন কোন দিন হয় নাই।

হঠাৎ আজ শুক্রবার মেডিকেল অফিসার ওজন নিলেন। জেলময় রাষ্ট্র আমার বদলী আসন্ন। ॥ ৩. ৩. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

মনোরঞ্জনের পত্র পাইলাম।

সেদিন ক্ষিতীশবাবু কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'মনোরঞ্জন লিখিয়াছে, ইতিমধ্যে আমার তো ছাড়া পাইবার কথা।' ॥ ৪. ৩. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

আজ মনে হইতেছে, আই. জি-র কাছ হইতে বদলীর কোন অর্ডার আসে নাই। বোধ হয় ওজন দিতে ভুল করিয়াছিল

তাই ৪।৩ তারিখে ওজন নেওয়া হইল। কি criminial irresponsibility of the I. G.—আর C. S. and M. O-র কি ভীষণ দুর্বলতা—আর আমার কি danger! কাল আমি আবার তার দিতে পারি। এরা তো আবার ধরিবে না-দিবার জন্য! আমার কি করা? ॥ ৬ ৩. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

কাল Asst. Secy. (Home) radiogram করিয়া কালই সন্ধ্যায় আমার report নেয়। আজ আমি সকালে তাকে এক্সপ্রেস্ তার দিই। বিকালে জেলার সাহেব বলিলেন, অর্ডার আসিযাছে—কাল সকালে যাইতে পারি কিনা জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম—মেডিকেল অফিসারেব আমাকে পরীক্ষা করিযা decide কবা দরকার—whether fit to travel. যদি fully fit না হই তাহলে necessary measures নেওযা দরকার। আধ ঘণ্টার মধ্যে এস. ডি. ও. আসিলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সম্বন্ধে কি করা হইতেছে…। মেডিকেল অফিসার বলিয়া গেলেন, কাল সকালে আসিয়া পরীক্ষা করিবেন। এস. ডি. ও-র সহিত বেশ ভালভাবেই কথাবার্তা হইল।

…যদি কোন accident না হয়—যদি survive করি—তবে নূতন অধ্যায় শুরু। ॥ ৭. ৩. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

আজ S. A, S. (police) & M. O. heart examine করিলেন—Blood pressure-ও। Heart-এর condition-এর জন্য আজ যাওয়া স্থগিত রহিল। অনেক আলোচনা হইল। আমি

request করিলাম—আমার ব্যাপারটা I. G. যে-ভাবে handle করিলেন তার ভিতর দিয়া M. O.-র শুধু prestige নয়, Govt. & তার responsibility-ও discharge করা সম্ভব নয়—সুতরাং এটা তাঁর seriously take up করা দরকার in the interest of those under his care. আর এখানকার pathological & X' ray-র যে inadequate arrangement এটাও সংশোধনের জন্য তাঁর fight করা দরকার। আমার ব্যাপারটার মধ্য দিয়া যদি এই জিলার এই ত্রুটিগুলি সংশোধন হয়—inspite of my suffering and loss—একটা satisfaction থাকিবে। ॥ ৮. ৩. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

S. A. S. and M. O. আজও examine করিলেন। কালকের চেয়ে better বলিলেন। কাল sedative dose দিযাছিলেন S. A. S.-এর ইচ্ছা পরশু যাই। M. O. বলিলেন, আজও ঔষধ continue করিতে—সম্ভব হইলে কাল যাওয়া। Escort party ready হইয়া থাকিবে—fit হইলে কাল, না হয় তার পরদিন। আজও অনেক আলাপ হইল। ॥ ৯. ৩. ৫৫ : পাবনা জেল ॥

॥ সমাপ্ত ॥